وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ (النور:32)

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর নির্দেশাবলী থেকে চয়নকৃত

পর্দা

সৈয়্যদনা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ

খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর

প্রজ্ঞাপূর্ণ ও তত্ত্বসমৃদ্ধ নির্দেশনা থেকে নির্বাচিত অংশ

প্রকাশনায়

নাযারত নশর ও এশায়াত, কাদিয়ান

পর্দা
(Pardah)

লেখক	হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস
সংকলন	কেন্দ্রীয় লাজনা সেকশন, যুক্তরাজ্য
ভাষান্তর	বাংলা ডেস্ক ইউ.কে
প্রকাশক	নাযারত নশর ও এশায়াত, কাদিয়ান গুরদাসপুর, পাঞ্জাব- ১৪৩৫১৬
সম্পাদনায়	বাংলা ডেস্ক; ভারত
প্রকাশকাল	মে; ২০২২
সংখ্যা	৫০০ কপি
মুদ্রণে	ফযলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান গুরদাসপুর, পাঞ্জাব- ১৪৩৫১৬

Pardah
(পর্দা)

by
Hadhrat Mirza Masroor Ahmad[atba]
Khalifatul Masih V

First Published in India in May 2022

Translated into bengali by
Bangla Desk, London, U. K.

Edited by
Bangla Desk, India

Copies
500

Published by
Nazarat Nashr O Ishaat Qadian,
Gurdaspur, Punjab-143516

Printed at
Fazle Umar Printing Press Qadian,

بسم الله الرحمن الرحيم

অবতরণিকা

পর্দা সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নির্দেশনার আলোকে আমি বিভিন্ন সময় বিস্তারিত দিকনির্দেশনা দিয়েছি। এই পুস্তকে পর্দা সম্পর্কে যেসব বিষয় বর্ণিত হয়েছে সেগুলো (প্রত্যেক) লাজনা এবং নাসেরাত সদস্যের নিজেদের জীবনে সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখা উচিত আর এ বিষয়ে সকল ক্ষেত্রে তাদের উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে।

আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সবাইকে এর সামর্থ্য দান করুন।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস

ভূমিকা

অধিকাংশ মানুষই পর্দা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা রাখে না। পুরুষরা মনে করে পর্দা শুধু নারীর জন্য আর অনেক নারী মনে করে পর্দা তাকে পিছিয়ে দিচ্ছে অথবা আধুনিক সামাজে পর্দা করার কোন যৌক্তিকতা নেই। অথচ পর্দা নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য অবশ্য পালনীয় একটি ইসলামী বিধান। কেননা ঈমানদার নারী ও পুরুষকে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা পর্দা করার নির্দেশ প্রদান করেছেন আর মহানবী (সা.) বলেছেন, وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ লজ্জাশীলতা তথা শালীনতা হলো ঈমানের অঙ্গ। এ থেকে বুঝা যায়, পর্দা করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বর্তমান যুগের যুবক-যুবতী ও নারী-পুরুষের মাঝে এক্ষেত্রে উদাসীনতা লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবনীয় উন্নতির ফলে পৃথিবীটা আজ যখন এক বিশ্বপল্লীতে রূপান্তরিত হয়েছে। বলতে গেলে গোটাবিশ্ব এখন হাতের মুঠোয়। তাই আধুনিকতার নামে মুসলমান নারী-পুরুষ এবং যুবক-যুবতীরা অপসংস্কৃতির শিকারে পরিণত হচ্ছে আর নিজেদের মূল্যবোধ ভুলে গিয়ে বিশৃঙ্খল এবং পর্দাহীন অবাধ জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে সামাজিক বিপর্যয় অনিবার্য। কিন্তু আমরা আহমদীরা অনেক সৌভাগ্যবান, কেননা আমাদের একজন অভিভাবক আছেন যিনি আমাদের ব্যাপারে সর্বদা চিন্তিত থাকেন এবং আমাদের কল্যাণ কামনা করেন আর তিনি হলেন আমাদের প্রাণপ্রিয় খলীফা। অবক্ষয়ের এযুগে তিনি আমাদের সংশোধনের জন্য এবং সঠিক পথে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে সব সময়ই যুগোপযোগী দিকনির্দেশনা প্রদান করে থাকেন। তাই ইসলামের এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধান তথা পর্দা করার প্রতিও তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁর বিভিন্ন জুমুআর খুতবা, জলসার বক্তৃতা, শিশু-কিশোরদের সাথে ক্লাস এবং এধরণের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মহামূল্যবান উপদেশ প্রদান করেছেন। পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় লাজনা সেকশন, যুক্তরাজ্য সেসব স্বর্ণালী উপদেশ ও দিকনির্দেশনা সংকলিত রূপে প্রকাশ করেছে যা পর্দার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীতা সম্পর্কে জানা ও মানার ক্ষেত্রে অভাবনীয় ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আ.)-এর নির্দেশে সেন্ট্রাল বাংলা ডেস্কের তত্ত্বাবধানে পুস্তকটি বাংলায় অনূদিত হয়েছে এবং লাজনা ইমাইল্লাহ্, বাংলাদেশ এটি প্রকাশ করছে। এই অনুবাদ কর্মে যারা যেভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন এবং আছেন তাদের সবাইকে আল্লাহ্ তা'লা উত্তম প্রতিদান দিন। (আমীন)

পরিশেষে মহান আল্লাহ্‌র দরবারে আমাদের আকুল প্রার্থনা, বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের জন্য এই প্রচেষ্টা আলোকবর্তিকা সাব্যস্ত হোক এবং তিনি আমাদের এই নগণ্য প্রয়াসকে নিজ কৃপায় গ্রহণ করুন, আমীন।

১৫.১.২১

আলহাজ্ব মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী
ন্যাশনাল আমীর,
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

আমাদের প্রাণপ্রিয় খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-এর প্রজ্ঞাপূর্ণ ও তত্ত্বসমৃদ্ধ নির্দেশনার সংকলন হ'ল "পর্দা"। গ্রন্থটি সর্ব প্রথম ২০১৯ সালে উর্দূ ভাষায় কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমানে কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্ক লন্ডন থেকে প্রকাশনার ছাড়পত্রের সাথে গ্রন্থটির প্রিন্ট রেডি বাংলা অনুবাদ ফাইল আমরা পাই। তাঁদেরই দায়িত্বে এবং সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর অনুমোদনে গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ কাদিয়ান থেকে প্রথমবার প্রকাশিত হচ্ছে।

গ্রন্থটির রিভিউ করেছেন জনাব জাহিরুল হাসান ইনচার্য বাংলা ডেস্ক কাদিয়ান এবং সাজিদা খাতুন সাহেবা। গ্রন্থটির প্রকাশে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে আল্লাহ্ তাআলা উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন এবং আমাদের সবাইকে তাঁর আদেশ পালন করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

হাফিয মখদুম শরীফ
নাযির নশর ও এশায়াত কাদিয়ান

মে ২০২২

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
পর্দা–সংক্রান্ত শরীয়তের বিধিবিধান	***13***
দৃষ্টি সংযত রাখার নির্দেশ নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য	*15*
পুরুষদের উচিত নিজেদের দৃষ্টি পবিত্র রাখা	*21*
নারী ও পুরুষের চারিত্রিক পবিত্রতা	*23*
'ফুরুজ' শব্দের অর্থ এবং এর হেফাজত	*26*
মুখমণ্ডলের পর্দা আবশ্যক কেন?	***31***
লজ্জাশীলতা বা শালীনতা ঈমানের অঙ্গ	*34*
নারীর পবিত্র মর্যাদা তার সৌন্দর্য গোপন করার মাঝে নিহিত	*38*
পর্দার সীমারেখা	***45***
মাহরাম আত্মীয়স্বজনের সামনে পর্দায় শিথিলতা	*48*
শর্তসাপেক্ষে বাড়িতে প্রবেশের অনুমতি	*49*
মহিলা ও পুরুষদের সভা-সমাবেশ পৃথকভাবে হওয়া বাঞ্ছনীয়	*51*
নারী-পুরুষের পরস্পর করমর্দন করা	*52*
গৃহকর্মীদের সামনে পর্দা	*56*
বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যুবকদের মাধ্যমে খাবার পরিবেশন করা	*57*
নৃত্য হচ্ছে নির্লজ্জতা ও অশালীনতা	*58*
বিয়ের অনুষ্ঠানে কনে এবং অন্য মহিলারা পর্দা করুন	*60*
ইসলামী পর্দা সম্পর্কে আপত্তি এবং এর খণ্ডন	***65***
সম্মানিত মানুষের পোশাক শালীন হয়ে থাকে	*66*
পর্দা সম্পর্কে ইঞ্জিলের শিক্ষামালার বিপরীতে কুরআনের শিক্ষা এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সামাজিক ব্যবস্থার তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ	*68*

বিষয়	পৃষ্ঠা

ইসলামী রীতিনীতি ও ঐতিহ্যের ওপর বিধিনিষেধ আরোপের অপচেষ্টা 72

সভায় নারী-পুরুষের পৃথক বসার বিষয়ে আপত্তির উত্তর 76

মুসলমান নরনারীর বা-জামা'ত নামায পৃথকভাবে আদায়ের বিষয়ে আপত্তির প্রজ্ঞাপূর্ণ জবাব 80

নারী অধিকারের নামে পর্দার সমালোচনা 82

"পর্দা নিয়ে বাড়াবাড়ি" বৈধ নয় 85

তাকওয়ার পোশাক (লিবাসুত্তাকওয়া) ***91***

পোশাকের দু'টি উদ্দেশ্য 96

'রীশ' শব্দের অর্থ 97

শালীন পোশাক 99

আরব ও তুর্কিদের মাঝে বোরকার প্রচলন 103

বোরকা শালীন হওয়া চাই 104

সাঁতারের পোশাকের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন আবশ্যক 106

পশ্চিমা সমাজে আহমদী নারীর পোশাক 108

জলসা সালানার সময় পর্দার বিষয়ে যত্নবান হোন 111

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও পর্দাহীনতার ক্ষেত্রে সোশ্যাল মিডিয়ার ভূমিকা ***115***

সোশ্যাল মিডিয়ার সদ্ব্যবহার 118

আহমদী নারীর দায়-দায়িত্ব ***125***

আহমদী মায়েরা সন্তানদের মাঝে পর্দা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করুন 125

আহমদী মেয়েদের স্বাধীনতার পরিধি এবং পর্দার মান 131

নারীরা হীনম্মন্যতার পরিবর্তে সাহসিকতা প্রদর্শন করুন 133

সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য দোয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ 138

নতুন (বয়আতকারী) আহমদী নারীরা উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন 139

বিষয়	পৃষ্ঠা
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে পর্দার মান বজায় রাখুন	*140*
পর্দা চাকুরীর ক্ষেত্রে অন্তরায় নয়	*144*
পর্দা: তবলীগের জন্য ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত	*147*
ওয়াকফে নও মেয়েদের উদ্দেশ্যে উপদেশবাণী	***152***
ওয়াকফে নও মেয়েদের আদর্শ হোন মায়েরা	*165*
মুরব্বী ও তাদের স্ত্রীদের প্রতি পর্দা করার দিকনির্দেশনা	*166*
লাজনার পদাধিকারীদের জন্য উপদেশ	*167*
অনুকরণীয় কয়েকটি দৃষ্টান্ত	***179***
পবিত্র কুরআনের নির্দেশ মেনে চলাতেই রয়েছে বেহেশতের নিশ্চয়তা	***191***

পর্দা

সৈয়্যদনা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর
প্রজ্ঞাপূর্ণ ও তত্ত্বসমৃদ্ধ নির্দেশনা থেকে নির্বাচিত অংশ।

“সর্বপ্রথম নির্দেশ পুরুষদের জন্য আর তা হলো ‘তোমরা দৃষ্টি সংযত রাখ’। অর্থাৎ এমন জিনিস দেখার ক্ষেত্রে তোমাদের দৃষ্টি সংযত রাখ যা দেখা নিষিদ্ধ। অর্থাৎ বিনা কারণে না মাহ্‌রাম (বা যাদের সাথে বিবাহ বৈধ এমন) নারীদের প্রতি তাকাবে না। চোখ তুলে যদি যত্রতত্র ঘুরে বেড়াও তাহলে কৌতুহলী দৃষ্টি অধিক উৎসুক্য নিয়ে পিছু ধাওয়া করে। এজন্যই পবিত্র কুরআনের নির্দেশ হলো ‘দৃষ্টি অবনত রেখে চল’।”

(খুতবা জুমুআ, ৩০ জানুয়ারি ২০০৪, বায়তুল ফতুহ্, লন্ডন)

পর্দা–সংক্রান্ত শরিয়তের বিধিবিধান

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) একটি জুমুআর খুতবায় মহানবী (সা.)-এর হাদীস এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতির আলোকে পর্দা–সংক্রান্ত পবিত্র কুরআনে বর্ণিত নির্দেশাবলীর ব্যাখ্যা এবং এ বিষয়ের গভীর তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন।

তাশাহ্হুদ, তাআউয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) সূরা নূরের নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন এবং এই আয়াতগুলোর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন।

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ؕ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ○ وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ
فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِ
هِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ
اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ
اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِي الْاِرْبَةِ
مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ ۖ وَلَا
يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ؕ وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا
اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○ (সূরা আন্ নূর 24: 31-32)

এই আয়াতগুলোর অনুবাদ হলো,

"তুমি মু'মিনদের বল, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এটি হবে তাদের জন্য অধিক পবিত্রতার কারণ। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত যা তারা করে। আর মু'মিন নারীদের তুমি বল, তারাও যেন নিজেদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে, নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে এবং নিজেদের

সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে, কেবল তা ছাড়া যা নিজ থেকেই প্রকাশ পায়। আর তারা যেন তাদের মাথার কাপড় বা ঘোমটা নিজেদের বুকের ওপর টেনে নেয়। আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্য ও সাজসজ্জা প্রদর্শন না করে কেবল তাদের স্বামী বা তাদের পিতা অথবা তাদের স্বামীর পিতা কিংবা তাদের পুত্র বা তাদের স্বামীর পুত্র অথবা তাদের ভাই কিংবা তাদের ভাইয়ের ছেলে বা তাদের বোনের পুত্র অথবা তাদের নারী কিংবা তাদের অধীন পুরুষ বা এরূপ পুরুষ সেবক যাদের কোন (যৌন) চাহিদা নেই অথবা অল্পবয়স্ক শিশু যারা এখনো নারীদের পর্দাবৃত স্থান সম্পর্কে অনবহিত তারা ব্যতীত। এছাড়া তারা যেন এমন ভঙ্গিতে না হাঁটে যাতে (মানুষের সামনে) তা প্রকাশ করে দেয়া যায়, নিজেদের সৌন্দর্যের যা (নারীরা সচরাচর) গোপন করে থাকে। আর হে মু'মিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহ্‌র দিকে সম্পূর্ণরূপে অবনত হও যেন তোমরা সফল হতে পার।"

আজ আমি যে আয়াতগুলো তিলাওয়াত করেছি, সেগুলো শুনে সবার ধারণা হয়ে গিয়ে থাকবে যে, আমি কোন বিষয়ে বলতে চাই। এই বিষয়টি ইতোপূর্বেও দু'তিনবার সংক্ষেপে বিভিন্ন সময়ে বর্ণনা করেছি। কিন্তু আমি মনে করি, এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত বলার প্রয়োজন রয়েছে। কেননা কিছু পত্রপাঠে বোঝা যায়, এখনো এমন অনেকেই আছে যারা এই নির্দেশের গুরুত্ব অর্থাৎ পর্দার গুরুত্ব অনুধাবন করে না। কেউ বলে বসেন, ইসলাম ও আহমদীয়াতের উন্নতির জন্য কি কেবল পর্দাই আবশ্যক?

ইসলামের উন্নতি কি কেবল পর্দার ওপরই নির্ভরশীল? কেউ বলতে পারে, এগুলো সেকেলে কথা এবং পুরোনো ধ্যানধারণা। এগুলো নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই বরং যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলা উচিত। যদিও জামা'তে এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম, তথাপি যুগের গড্ডালিকা প্রবাহে তাদের গা ভাসিয়ে দেয়ার আশংকায় মন বিচলিত হয়ে ওঠে। তাই এই নগণ্য বিষয়কেও নগণ্য ভাবা সঙ্গত নয়।

এ ধরণের মানুষের জন্য আমার একটি উত্তর হলো– যে কাজ করার বা না করার আদেশ আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দিয়েছেন এবং এই পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গীন গ্রন্থে এ সম্পর্কে নির্দেশ অবতীর্ণ হয়েছে আর যেসব আদেশ ও নিষেধ সম্পর্কে মহানবী (সা.) আমাদেরকে অবহিত করেছেন যে, সেগুলো ইসলামের সঠিক শিক্ষা, (সেক্ষেত্রে স্মরণ রাখতে হবে) ইসলাম ও আহমদীয়াতের উন্নতি এখন সেসবের সাথেই সম্পৃক্ত– একে আপনারা যতই তুচ্ছ ভাবুন না কেন। এ সর্বশেষ শরিয়তবাহী গ্রন্থ যা আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ করেছেন, এর শিক্ষা কখনো সেকেলে বা পুরোনো হতে পারে না। তাই যাদের মাথায় এ ধরণের চিন্তাভাবনার উদয় হয়, তারা নিজেদের সংশোধনের চেষ্টা করুন এবং ইস্তেগফার পড়ুন।" *(খুতবা জুমুআ, ৩০ জানুয়ারি ২০০৪, বায়তুল ফতুহ্ লন্ডন; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৯ এপ্রিল ২০০৪)*

দৃষ্টি সংযত রাখার নির্দেশ নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য

মু'মিন নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই দৃষ্টি সংযত রাখার নির্দেশ সমভাবে প্রযোজ্য। এ প্রসঙ্গে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

"দৃষ্টি সংযত রাখার নির্দেশটি সর্বপ্রথম পুরুষদেরই দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ যা কিছু দেখা বারণ তা থেকে তোমাদের দৃষ্টি সংযত রাখ, অর্থাৎ অকারণে না মাহ্‌রাম (বা যাদের সাথে বিয়ে বৈধ এমন) নারীদের দিকে তাকাবে না। চোখ তুলে যদি যত্রতত্র ঘুরে বেড়াও, তাহলে কৌতুহলী দৃষ্টি অধিক উৎসুক্য নিয়ে পিছু ধাওয়া করে। এজন্যই পবিত্র কুরআনের নির্দেশ হলো 'দৃষ্টি অবনত রেখে চল'। এ ব্যাধি থেকে নিরাপদ থাকার জন্য হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, 'পথ চলার সময় চোখ অর্ধনিমীলিত রেখো' অর্থাৎ চলার পথে দৃষ্টি সংযত রেখো, বিস্ফারিত রেখো না। আবার চোখ একদম বন্ধ করেও চলতে যেয়ো না পাছে অন্যের সাথে ধাক্কা লেগে যায়। কিন্তু এতটুকু খোলা থাকবে যার ফলে কোন ধরণের কৌতুহল জাগবে না। কোন কিছুর প্রতি একবার দৃষ্টি পড়লে তার দিকে অপলক নয়নে তাকিয়ে থাকবে– এমন যেন না হয়। কীভাবে তাকাতে হয়, এর ব্যাখ্যা একটু পরেই হাদীস থেকে উল্লেখ করব; তবে তার আগে আল্লামা তবরীর বক্তব্য উপস্থাপন করছি। তিনি বলেন,

"গায্‌যে বাসার (বা দৃষ্টি অবনত রাখার) অর্থ হলো, আল্লাহ্ তা'লা যা দেখতে নিষেধ করেছেন সেসব দেখা থেকে নিজের দৃষ্টি সংযত রাখা।" *(তফসীরুত্ তবরী, ১৮তম খণ্ড, পৃ. ১১৬-১১৭)*

অতএব পুরুষদের জন্য পূর্বেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, নিজেদের দৃষ্টি সংযত রাখ আর পুরুষরা যদি নিজেদের দৃষ্টি অবনত রাখে তবে সেখানেই অনেক ধরনের পাপের সমাধি রচিত হয়ে যায়।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"যে নিজের হৃদয়কে পবিত্র রাখতে চায় এরূপ প্রত্যেক ধার্মিক ব্যক্তির পশুর ন্যায় লাগামহীনভাবে যত্রতত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করা উচিত নয়, বরং সামাজিক জীবনে তার দৃষ্টি সংযত রাখার অভ্যাস গড়ে তোলা আবশ্যক। এটি সেই কল্যাণময় অভ্যাস,

যার ফলে তার স্বভাবজ অবস্থা এক উন্নত নৈতিক চরিত্রের আদলে দৃশ্যমান হবে।" *[রিপোর্ট জলসা আ'যমে মাযাহেব, পৃ. ১০২-১০৩। তফসীরে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.), ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৪৪]*

এরপর মু'মিন নারীদের জন্য নির্দেশ হলো তারা যেন দৃষ্টি সংযত রাখার রীতি অবলম্বন করে এবং দৃষ্টি অবনত রাখে। জীবনে চলার পথে কোন নারী যদি দৃষ্টি অবনত না রাখে তাহলে যেসব পুরুষের হৃদয় শয়তানের নিয়ন্ত্রণে তারা সেই মহিলার জন্য কেবল সমস্যাই সৃষ্টি করতে থাকবে। তাই নিজেকে এবং নিজের পরিবারকে দুর্নামের উর্ধ্বে রাখার জন্য প্রত্যেক মহিলার উচিত আল্লাহ্ তা'লার 'দৃষ্টি অবনত রাখার' নির্দেশ মেনে চলা। কারণ এমন পুরুষ, যাদের হৃদয়ে বক্রতা ও দুষ্টামী রয়েছে, কোন কোন সময় তারা তিলকে তাল করে এবং অযাচিত মন্তব্য করা শুরু করে দেয়। তাই রসূলে করীম (সা.) তাঁর স্ত্রীদের একথাও বলেছিলেন, কোন নপুংশক আসলেও পর্দা করবে। হতে পারে সে বাইরে গিয়ে অন্য পুরুষদের সাথে কথা বলবে আর এভাবে তা অশ্লীলতা ছড়ানোর কারণ হবে।

কাজেই দেখুন! রসূলে করীম (সা.) এ বিষয়ে কতটা সতর্ক বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন! তাই যুবক পুরুষদের চোখে চোখ রেখে কথা বলা কিংবা (তাদের দিকে) তাকানোর প্রশ্নই উঠে না। কেননা তাদের হৃদয়ে কী আছে তার কিছুই আমরা জানি না। অধিকন্তু এ নির্দেশ রয়েছে যে, কোন বাধ্যবাধকতার কারণে যদি পরপুরুষের সাথে কথা বলার প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে এমন স্বরে কথা বলা উচিত যাতে থাকবে কিছুটা রূঢ়তা ও দৃঢ়তা যেন পুরুষের মনে কখনো কোন কুচিন্তা দানা বাঁধতে না পারে; দেখুন! কতটা কঠোরতা অবলম্বনের নির্দেশ রয়েছে।

পরে হুযূর (আই.) জুমুআর খুতবা অব্যাহত রেখে কিছু বরকতময় হাদীসও উপস্থাপন করেন। হুযূর (আই.) আরো বলেন,

"হযরত আবু রেহানা (রা.) বর্ণনা করেন, এক যুদ্ধে তিনিও রসূলে করীম (সা.)-এর সাথে ছিলেন। এক রাতে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলতে শুনেছেন, সেই চোখের জন্য আগুন হারাম যা আল্লাহ্ তা'লার পথে বিনিদ্র থাকে আর সেই চোখের জন্যও আগুন হারাম যা আল্লাহ্ তা'লার ভয়ে অশ্রুপাত করে।" এছাড়া এই রেওয়ায়েতে আরো উল্লেখ রয়েছে, আগুন সে চোখের জন্যও হারাম যা আল্লাহ্ তা'লার নিষিদ্ধ বস্তু বা বিষয়াদি দেখার পরিবর্তে অবনত হয়। আর এমন চোখের জন্যও (আগুন) হারাম যাকে মহামহিম আল্লাহ্র পথে ফুটো করে দেয়া হয়েছে'। *(সুনানে দারেমী, কিতাবুল জিহাদ, বাব ফিল্লাযি ইয়াসহারু ফি সাবিলিল্লাহি হারিসান)*

সুতরাং লক্ষ্য করুন! দৃষ্টি সংযত রাখার মর্যাদা কত মহান! আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতকারী, তাঁর পথে জিহাদকারী, শাহাদাত বরণকারী কিংবা অন্যভাবে বললে, যে চোখ (বা যাদের চোখ) আল্লাহ্ তা'লার জন্য অবনত থাকে তারা সেসব মানুষের মর্যাদা লাভ করছে। এই নির্দেশ পালনের কল্যাণে তারা সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার প্রকৃত ইবাদতকারী সাব্যস্ত হবে এবং তাঁর নৈকট্য অর্জন করবে।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলে করীম (সা.) বলেন, রাস্তায় সভা সমাবেশ করা থেকে বিরত থাক। সাহাবীরা (রা.) নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! রাস্তায় সভা সমাবেশ করা ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নেই। এতে রসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, তাহলে রাস্তার অধিকার প্রদান কর। তারা নিবেদন করলেন, এর অধিকার কী? তিনি (সা.) বললেন, প্রত্যেক পথিকের সালামের উত্তর দাও, দৃষ্টি সংযত রাখ, পথসন্ধানীদের পথ দেখাও, ন্যায়সংগত বিষয়ের নির্দেশ দাও এবং অপছন্দনীয় বিষয়াদি হতে বারণ কর। *(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬১, বৈরুতে মুদ্রিত)*

দেখুন! কত জোরালো নির্দেশ! প্রথমত কাজ না থাকলে কেউ যেন অযথা রাস্তায় না বসে। বাধ্য হয়ে যদি বসতেই হয় তবে রাস্তার প্রাপ্য প্রদান কর। অকারণে দৃষ্টি উন্মোচন করে বসে থেকো না বরং দৃষ্টি সংযত রাখ। নিজেদের দৃষ্টি অবনত রাখ। একবার চোখ পড়েছে তো অপলক নয়নে তাকিয়েই থাকবে– এমনটা যেন না হয়।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালেমা (রা.) বর্ণনা করেন, আমি মহানবী (সা.)-এর কাছে ছিলাম আর মাইমুনা (রা.)ও সাথে ছিলেন। এমন সময় ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.) এলেন। এটি পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পরের ঘটনা। তখন মহানবী (সা.) বললেন, পর্দা কর। আমি নিবেদন করলাম, হে রসূলুল্লাহ্ (সা.)! সে কি অন্ধ নয়? সে আমাদের দেখতেও পাবে না আর চিনতেও অক্ষম। উত্তরে রসূলে করীম (সা.) বললেন, তোমরা দু'জনও কি অন্ধ? তোমরা কি তাকে দেখছ না? *[সুনান তিরমিযী, কিতাবুল আদাব আনির রসূলুল্লাহি (সা.)]*

দেখুন! পর্দা করার ক্ষেত্রে কতটা জোর দেয়া হয়েছে অর্থাৎ পুরুষের জন্য তো দৃষ্টি অবনত রাখার নির্দেশ দেয়াই আছে, একইসাথে নারীদের জন্যও নির্দেশ হলো, পরপুরুষকে অকারণে দেখবে না।

হযরত জরীর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর কাছে আমি "কারো ওপর হঠাৎ করে চোখ পড়া" সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। তখন মহানবী (সা.) বলেন, "ইসরিফ বাসারাকা" অর্থাৎ তোমার চোখ সরিয়ে নাও। *(আবু দাঊদ, কিতাবুন নিকাহ্, বাব ফী মা ইউ'মারু বিহী মিন গাযযিল বাসারি)*

অতএব ইসলামী পর্দার সৌন্দর্য দেখুন! অনেক সময় হঠাৎ চোখ পড়ে যায়, এটি স্বাভাবিক একটি বিষয়। একদিকে নারীকে বলে দেয়া হয়েছে পর্দা করে বাইরে যাও আর যা কিছু স্বাভাবিকভাবে দৃশ্যমান অর্থাৎ যা প্রকাশ পাবেই সেগুলো ছাড়া বাকি সৌন্দর্য প্রকাশ করো না। এভাবে তোমাদের বাইরে যাওয়ার অনুমতি রয়েছে। পক্ষান্তরে পুরুষদের বলে দেয়া হয়েছে, দৃষ্টি অবনত রাখ, বাজারে বসলে দৃষ্টি সংযত রাখ আর যদি চোখ পড়েই যায় তবে তৎক্ষণাৎ তা সরিয়ে নাও যেন আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, ফযল বিন আব্বাস (বাহনে) রসূলে করীম (সা.)-এর পেছনে আরোহী ছিল। তখন খাসআম গোত্রের এক মহিলা আসলো এবং ফযল তাকে দেখতে লাগল আর সেও ফযলের দিকে তাকিয়ে রইল। নবী করীম (সা.) এটি দেখে ফযলের মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে দিলেন। *(সহীহ বুখারী, কিতাবুল হাজ্জ, বাব উজুবুল হাজ্জ ওয়া ফাযলিহি)*

হযরত আবু আমামা (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, কোন নারীর সৌন্দর্যের প্রতি কোন মুসলমান পুরুষের দৃষ্টি পড়লে সে যদি দৃষ্টি সংযত করে নেয় তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তাকে এমন ইবাদত করার সৌভাগ্য দান করেন যার স্বাদ সে অনুভব করে। *(মুসনাদ আহমাদ বিন হাম্বল, বাকিউল আনসার, বাব হাদীসু আবি আমামাল বাহিলিয়্যুস সাদি বিন আজালান)*

সুতরাং দেখুন! দৃষ্টি অবনত করার উদ্দেশ্য হল, শয়তান যেন তার ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে না পারে আর এর ফলে আল্লাহ্ তা'লা তাকে পুণ্যকর্ম এবং বিভিন্ন ইবাদত করার সামর্থ্য দান করেন।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,
"ইসলাম পুরুষ ও নারীকে পরস্পরের সাথে পর্দা করার যে নির্দেশ দিয়েছে, এর উদ্দেশ্য হলো মানবপ্রবৃত্তি যেন স্খলন ও হোঁচট খাওয়া থেকে নিরাপদ থাকে। কারণ প্রথম দিকে তার অবস্থা যা হয় তা হলো, সে পাপের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে আর সামান্য সুযোগ পেলেই মন্দকর্মে এমনভাবে লিপ্ত হয় যেভাবে কয়েকদিনের ক্ষুধার্ত এক ব্যক্তি সুস্বাদু কোন খাবার পেলে হামলে পড়ে। মানুষের আবশ্যিক কর্তব্য হলো এর সংশোধন করা। ...এটিই হলো ইসলামী পর্দার পেছনে রহস্য আর এ বিষয়টি আমি বিশেষভাবে সেই মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলেছি যারা ইসলামী শিক্ষা ও এর তাৎপর্য সম্বন্ধে অনবহিত।" *[বদর, ৩য় খণ্ড, নম্বর: ৩৩, ৮ সেপ্টেম্বর ১৯০৪, পৃ. ৬-৭, তফসীর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.), ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৪৩]*

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন,

"মু'মিন নারীদের বলে দাও, তারাও যেন না-মাহরামদের দেখা থেকে নিজেদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং না-মাহরাম (বা পরপুরুষের কথা শোনা) থেকে নিজেদের কানকেও বিরত রাখে অর্থাৎ তাদের কামাতুর আওয়াজ যেন না শোনে আর নিজেদের আচ্ছাদনযোগ্য স্থানগুলো যেন ঢেকে রাখে এবং নিজেদের সৌন্দর্য-প্রকাশক অঙ্গগুলো যেন কোন না-মাহরামের (অর্থাৎ যাদের সাথে বিয়ে বৈধ তাদের) সামনে অনাবৃত না করে, নিজেদের ওড়না এমনভাবে মাথায় টেনে দেয় যেন তা গ্রীবা হয়ে মাথা পর্যন্ত এসে যায়। অর্থাৎ গ্রীবা, দু'কান, মাথা ও কানপট্টি এসবই যেন চাদরে ঢাকা থাকে। আর (হাঁটার সময়) যেন নর্তকীদের ন্যায় মাটিতে পদাঘাত না করে। এটি সেই পন্থা যা অবলম্বন করলে হোঁচট খাওয়া থেকে বাঁচা সম্ভব।" *[রিপোর্ট জলসা আ'যমে মাযাহেব, পৃ. ১০০-১০১। তফসীর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.), ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৪৪]*

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন,

"নির্লজ্জ হওয়া বা লাগামহীনভাবে চারদিকে দৃষ্টিপাত করা মু'মিনের উচিত নয় বরং يَغُضُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ *(সূরা নূর 24:31)*। আয়াতের অনুসরণে দৃষ্টি অবনত রাখা উচিত এবং কুদৃষ্টিতে পর্যবসিত হতে পারে এমন সব বিষয় ও উপলক্ষ এড়িয়ে চলা উচিত।" *(মলফূযাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩৩, ২০০৩ সনে রাবওয়ায় মুদ্রিত)*

(খুতবা জুমুআ, ৩০ জানুয়ারি ২০০৪, বায়তুল ফতুহ্, লন্ডন; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৯ এপ্রিল ২০০৪)

বয়আতের শর্তাবলী–সংক্রান্ত একটি জুমুআর খুতবায়, বয়আতের দ্বিতীয় শর্তের আলোচনায়, নৈতিক ও চারিত্রিক ব্যাধি থেকে রক্ষা পাওয়ার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র উদ্ধৃতির আলোকে উপদেশ প্রদান করে হুযূর আনওয়ার (আই.) বলেন,

"দ্বিতীয় শর্তে অনেক বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। [তিনি (আ.) বলেন,] ব্যভিচারের কাছেও যেও না। অর্থাৎ এমন আসর থেকে দূরে থেকো যে কারণে এরূপ ভাবনা হৃদয়ে দানা বাঁধতে পারে এবং সেসব পথ অবলম্বন করো না যার ফলে এ ধরনের পাপের আশঙ্কা থাকে। যে ব্যক্তি ব্যভিচার করে সে পাপের চরম সীমায় পৌঁছে যায়।" [(বর্তমান যুগে টিভি প্রোগ্রাম এবং ইন্টারনেটের বিভিন্ন চ্যানেলে সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানগুলো এমন যা এসব পাপাচারে প্রবৃত্ত করে। চোখও এক ধরনের ব্যভিচারে লিপ্ত হয় এবং তা থেকেও দূরে থাকা উচিত। তিনি (আ.) বলেছেন, এমন সকল বিষয় যা মানুষকে পাপে প্ররোচিত করে তা এড়িয়ে চল)] "ব্যভিচার খুবই ঘৃণ্য

বিষয়, অর্থাৎ প্রকৃত গন্তব্যে পৌঁছার পথে এটি বাদ সাধে আর তোমাদের চূড়ান্ত গন্তব্যের জন্য এটি খুবই বিপজ্জনক।" *(ইসলামী উসুল কি ফিলোসফি, রূহানী খাযায়েন, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩৪২)*

[তোমাদের গন্তব্য কী হওয়া উচিত? (এর উত্তর হলো) আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি আর এটিই চূড়ান্ত গন্তব্য। এ পথে এই জিনিসই (অর্থাৎ কামুকতা) প্রতিবন্ধক সাধে।] এরপর এই দ্বিতীয় শর্তের অন্তর্গত অন্য বিষয়গুলোর মাঝে রয়েছে কুদৃষ্টি। এ সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন, "পবিত্র কুরআন, যা মানব প্রকৃতির দাবি ও দুর্বলতাসমূহ দৃষ্টিপটে রেখে পরিস্থিতি অনুযায়ী শিক্ষামালা প্রস্তাব করে তা কতইনা সুন্দর পন্থা অবলম্বন করেছে!

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ؕ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ؕ

(সূরা আন নূর 24: 31) অর্থাৎ, তুমি মু'মিনদের বলে দাও, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি অবনত রাখে আর নিজেদের ছিদ্রগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করে। এটি এমন এক কর্ম যার মাধ্যমে তাদের আত্মা পরিশুদ্ধ হবে। 'ফুরুজ' বলতে কেবল লজ্জাস্থানই বুঝায় না, বরং প্রতিটি ছিদ্র এর অন্তর্ভুক্ত যার মধ্যে কান, নাক ও এধরনের অন্যান্য ছিদ্রও রয়েছে। গায়ের মাহরাম বা পরনারীদের সুর ও সঙ্গীত শুনতেও এতে বারণ করা হয়েছে। অতএব স্মরণ রেখো! হাজার হাজার অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এটিই প্রমাণিত যে, আল্লাহ্ তা'লা যা কিছু করতে বারণ করছেন পরিশেষে মানুষকে তা থেকে বিরত থাকতেই হয়।" *(মলফূযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১০৫, ২০০৩ সনে রাবওয়ায় মুদ্রিত)*

এ প্রসঙ্গে তিনি (আ.) আরো বলেন,

"নরনারী উভয়ের জন্যই ইসলাম বিধিনিষেধ মেনে চলাকে বাধ্যতামূলক করেছে। নারীদের প্রতি যেভাবে পর্দা করার নির্দেশ রয়েছে সেভাবে পুরুষদের জন্যও রয়েছে দৃষ্টি অবনত রাখার জোরালো নির্দেশ। নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ এবং হালাল-হারাম ছাড়াও আল্লাহ্ তা'লার আদেশ-নিষেধের অনুবর্তিতায় নিজের বিভিন্ন অভ্যাস, রীতিনীতি ও আচার-আচরণ ইত্যাদি পরিহার করা এরূপ সব বাধ্যবাধকতা যার কারণে ইসলামের প্রবেশদ্বার অত্যন্ত সংকীর্ণ মনে হয়। এ কারণেই যে কোন ব্যক্তি এই দ্বারে প্রবেশ করতে পারে না।" *(মলফূযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬১৪, ২০০৩ সনে রাবওয়ায় মুদ্রিত)*

(খুতবা জুমুআ, ২৩ মার্চ ২০১২, বায়তুল ফতুহ্, লন্ডন;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৩ এপ্রিল ২০১২)

পুরুষদের উচিত নিজেদের দৃষ্টি পবিত্র রাখা

হুযূর আনোয়ার (আই.) খোদ্দামুল আহমদীয়া, যুক্তরাজ্যের ইজতেমায় পবিত্র কুরআনের আলোকে পবিত্রতার গুণে সজ্জিত হওয়ার জন্য যেসব গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ প্রদান করেছেন তা হলো:

"সূরা আল মু'মিনূন-এর ৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনের আরো একটি বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ○ (সূরা আল মু'মিনূন- 23:6) অর্থ: এবং যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে।

নিজের সতীত্ব ও লজ্জাবোধের চেতনা সমুন্নত রাখা কেবল একজন মহিলারই দায়িত্ব নয় বরং পুরুষদের জন্যও তা আবশ্যক। নিজের সতীত্ব রক্ষা করার অর্থ কেবল এ নয় যে, কোন ব্যক্তি বৈবাহিক সম্পর্ক বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক এড়িয়ে চলবে, বরং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে এর যে অর্থ শিখিয়েছেন তা হলো, একজন মু'মিনের উচিত সর্বদা নিজেদের চোখ ও কানকে অসঙ্গত ও চারিত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে গর্হিত বিষয়াদি দেখা ও শোনা থেকে বিরত রাখা। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যেমনটি আমি বলেছি, একটি অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক বিষয় হলো, পর্ণোগ্রাফি। এগুলো দেখা নিজের চোখ ও কানসমূহের পবিত্রতা নষ্ট করার নামান্তর। ছেলেমেয়ের অবাধ মেলামেশা এবং তাদের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক ও অসঙ্গত বন্ধুত্বও পবিত্রতা এবং লজ্জাশীলতা সংক্রান্ত ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থি।

আহমদী মহিলাদের আমরা বলে থাকি যে, তাদের পর্দা করা উচিত। আমিও আহমদী মহিলাদের পর্দা করতে এবং নিজেদের সতীত্ব ও পবিত্রতা বজায় রাখতে বলে থাকি। কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা মহিলাদের পর্দা করার আদেশ দেয়ার পূর্বে মু'মিন পুরুষদের এ আদেশ দিয়েছেন যে, তারা যেন দৃষ্টি সংযত রেখে নিজেদের চোখ অবনত রাখে এবং নিজেদের মনমস্তিষ্ককে নোংরা চিন্তাভাবনা ও নোংরা পরিকল্পনা করা থেকে বিরত রাখে। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'লা সূরা নূরের ৩১ নম্বর আয়াতে স্পষ্টভাবে বলেছেন,

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ؕ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ○ (সূরা আন্ নূর 24: 31)

অর্থাৎ, তুমি মু'মিন পুরুষদের বলে দাও, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি অবনত রাখে আর নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এটি তাদের জন্য অধিকতর পবিত্রতা

বয়ে আনবে। নিশ্চয় তারা যা করে সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবগত। পুরুষদের জন্য যদিও মহিলাদের মত পর্দা করার আদেশ নেই তবুও কুরআন মজীদ স্পষ্টভাবে এ বিষয়ের আদেশ দেয় যে, পুরুষরা যেন নিজেদের চোখ পবিত্র রাখে। এর অর্থ হল, তারা যেন কামলোলুপ দৃষ্টিতে মহিলাদের দিকে না তাকায় এবং মনমস্তিষ্ককে পবিত্র রাখে আর এমন প্রতিটি বিষয় থেকে যেন বিরত রাখে যার ফলে মানুষ মন্দের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে।

এটি সেই পর্দা যার আদেশ পুরুষদেরকে দেয়া হয়েছে আর এর ফলে সমাজ পাপ, নির্লজ্জতা এবং আশংকার হাত থেকে মুক্ত থাকতে পারে। ইসলামের কোন শিক্ষাই ভাসাভাসা ও প্রজ্ঞাহীন নয় বরং এর প্রতিটি নীতি অত্যন্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ এবং দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। অতএব পুরুষদেরকে দৃষ্টি সংযত রাখার নির্দেশ দানের মাধ্যমে ইসলাম মূলত আমাদের এটি শেখায় যে, কীভাবে নিজেদের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। কেননা, সাধারণত চোখের পথেই পুরুষদের কামনা-বাসনা মাথাচাড়া দেয়। অসঙ্গত কথা এবং অশ্লীলতা থেকে সমাজকে মুক্ত রাখার জন্যই ইসলাম পুরুষ-মহিলা উভয়কে এই আদেশ দিয়েছে যে, তারা যেন বিপরীত লিঙ্গের সামনে নিজেদের দৃষ্টি অবনত রাখে কিংবা এমন প্রতিটি বিষয়ের সামনে নিজেদের দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করে যা থেকে অবৈধভাবে কামোদ্দীপক মনোভাব মাথাচাড়া দেয়ার আশঙ্কা থাকে। স্মরণ রাখুন! পবিত্রতা অর্জন একজন আহমদী যুবকের (অর্থাৎ ১৫-৪০ বয়সসীমার আহমদী পুরুষের জন্য) এক আবশ্যিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। আপনি যদি এ কাজে সফল হন তাহলে এটি নিশ্চিত যে, আপনি আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করতে সক্ষম হবেন।"

(মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, যুক্তরাজ্যের জাতীয় ইজতেমায় ভাষণ, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৬; বদর পত্রিকা, কাদিয়ান, ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭)

নারী ও পুরুষের চারিত্রিক পবিত্রতা

সতীত্ব সংক্রান্ত ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষামালার আলোকে জামা'তের সদস্যদের উপদেশ দিতে গিয়ে হুযূর (আই.) তাঁর এক জুমুআর খুতবায় সবিস্তারে বলেন-

এখন দেখুন! এই যে দৃষ্টি অবনত রাখা, পর্দা করা ও তওবা করার নির্দেশ রয়েছে তা আমাদের কল্যাণের জন্য। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নির্দেশ মানার কারণে স্বীয় ভালোবাসা এবং নৈকট্য দান করবেন। অপরদিকে এর পাশাপাশি আল্লাহ্ এটিও বলে দিয়েছেন যে, এই সমাজ বা পৃথিবী, যেখানে তোমরা বসবাস করছ সেখানে এসব পুণ্যকর্মের সুবাদে তোমাদের সতীত্ব প্রমাণিত হবে আর তোমাদের বিরুদ্ধে কোন আঙ্গুল এ ইঙ্গিত বহন করে উঠবে না যে, দেখ! এই মহিলা বা এই লোক চারিত্রিক বিপথগামিতার শিকার, তাই এদের এড়িয়ে চল। এদের থেকে নিজেরাও বাঁচ এবং নিজেদের সন্তানসন্ততিকেও বাঁচাও। পক্ষান্তরে এই পুণ্যের কারণেই সর্বত্র আমরা মর্যাদার আসন লাভ করব। দেখুন! হিরাক্লিয়াস বাদশাহ্ যখন রসূলে করীম (সা.)-এর শিক্ষা সম্বন্ধে আবু সুফিয়ানকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তাঁর শিক্ষা কী এবং তাঁর কর্ম বা আমল কেমন? তখন শত্রুতা সত্ত্বেও আবু সুফিয়ান অন্য সব কথার পাশাপাশি এ উত্তরই দিল যে, তিনি সচ্চরিত্রতার শিক্ষা প্রদান করেন; প্রত্যুত্তরে হিরাক্লিয়াস তাকে বললেন, এটিই একজন নবীর বৈশিষ্ট্য।

এরপর মুহম্মদ বিন সিরীন থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) নিম্নোক্ত বিষয়ে ওসীয়্যত করেছেন, অর্থাৎ এ বিষয়ে দীর্ঘ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যার মাঝে একটি ওসীয়্যত বা জোরালো নির্দেশ হলো– পবিত্রতা ও সততা, ব্যভিচার ও অসত্য কথার বিপরীতে শ্রেয় ও স্থায়ী বৈশিষ্ট্য। *(সুনান দার কুতনী, কিতাবুল ওয়াসায়া, বাব মা ইয়াসতাহিব্বু বিল ওয়াসিয়্যাতি মিনাত তাশাহ্হুদে ওয়াল কালামে)*

সুতরাং সতীত্ব এমন বিষয় যা চিরস্থায়ী আর এ বৈশিষ্ট্য যার মাঝে থাকবে সেটি হবে তার স্বাতন্ত্রতা আর প্রতিটি অঙ্গুলি সর্বদা তার পবিত্রতার প্রতি ইঙ্গিত করবে।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,
"ঈমানদার পুরুষদের বলে দাও! তারা যেন নিজেদের চোখকে না মাহরাম (অর্থাৎ যাদের সাথে বিবাহ হতে পারে এমন) নারীদের দেখা থেকে বিরত রেখে চলে আর এমন মহিলাদেরকে অবাধে না দেখে যাদের কারণে কামলিপ্সা জাগ্রত হতে পারে (এখন এদের মধ্যে এমন মহিলারাও থাকে যারা সঠিক পর্দায় থাকে না। এর অর্থ এই নয় যে, যেসব মহিলা পর্দায় নেই তাদেরকে দেখার অনুমতি আছে বরং

তাদেরকেও দেখা থেকে বিরত থাকুন)। আর এরকম অবস্থায় দৃষ্টি অর্ধমিলিত রাখার অভ্যাস করুন এবং নিজেদের ঢেকে রাখার স্থানগুলোর যথাসম্ভব রক্ষণাবেক্ষণ করুন আর একইভাবে কানকে না-মাহরামদের কবল থেকে রক্ষা করুন [অর্থাৎ পরনারীদের গান এবং সুললিত কণ্ঠ ও তাদের সৌন্দর্যের বর্ণনা যেন না শোনে]। চোখ ও হৃদয়ের পবিত্রতা রক্ষায় এটি এক উত্তম পদ্ধতি। *[রিপোর্ট জালসায়ে আ'যমে মাযাহেব, পৃ. ১০০; তফসীর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.), ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৪০]*

এখন তো বিষয় গান-বাজনা ছাড়িয়ে বাজে চলচ্চিত্র পর্যন্ত গড়িয়েছে। এ প্রসঙ্গে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের একযোগে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। (বাস্তবে যা হয় তা হলো) দোকান খোলা থাকে আর গিয়ে ভিডিও ক্যাসেট নিয়ে আসে অথবা সিডি নিয়ে আসে যাতে একেবারে অর্থহীন এবং বাজে ছবি ও নাটক থাকে। জামা'তের ব্যবস্থাপনা ও অঙ্গসংগঠনগুলোর এ ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখা দরকার আর বড়দের ও শিশুদেরকে এর কুফল সম্বন্ধে সতর্ক করতে থাকা দরকার। কারণ এগুলো পরিশেষে ভুল পথেই পরিচালিত করে।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন-

"সচ্চরিত্রতারূপী নৈতিকগুণ বা সতীত্ব অর্জনের জন্য খোদা তা'লা কেবল সুমহান শিক্ষাই দেন নি, বরং পবিত্র থাকার জন্য মানুষকে পাঁচটি ব্যবস্থাপত্রও বলে দিয়েছেন- অর্থাৎ 'না-মাহরাম' (অর্থাৎ যাদেরকে শরীয়ত সম্মতভাবে বিয়ে করা যায়) দর্শন করা থেকে নিজের চোখকে বাঁচানো, 'না-মাহরাম'দের সুললিত কণ্ঠ শোনা থেকে কানকে বাঁচানো এবং 'না মাহরাম'দের গল্পগাঁথা শ্রবণ না করা আর আলোচিত কু-কর্মের আশংকা থাকে এমন যাবতীয় অনুষ্ঠান ও ক্ষেত্র এড়িয়ে চলা, বিয়ে না হলে রোযা রাখা ইত্যাদি।

এখানে আমরা জোর দাবির সাথে বলছি যে, উল্লিখিত চেষ্টা-তদবির সংক্রান্ত এই সুমহান শিক্ষা যা কুরআন শরীফ বর্ণনা করেছে তা একমাত্র ইসলামেরই বিশেষত্ব। এস্থলে একটি গুঢ়কথা স্মরণ রাখার যোগ্য আর তা হলো, মানুষের সেই স্বভাবজ অবস্থা যা কামপ্রবৃত্তির উৎস, পূর্ণ পরিবর্তন আনয়ন করা ছাড়া মানুষ যা থেকে মুক্ত হতে পারে না তা হলো, মানুষের কামপ্রবৃত্তি ক্ষেত্র ও সুযোগ পেলে উদ্দীপ্ত না হয়ে পারে না বা বলতে গেলে তা মহা শঙ্কায় পড়ে যায়। সেজন্যই খোদা তা'লা আমাদের এ শিক্ষা দেন নি যে, পবিত্র দৃষ্টিতে 'না-মাহরাম' নারীদের প্রতি নির্বিচারে তাকাতে পারি, তাদের সকল শোভা ও সৌন্দর্য দর্শন এবং তাদের নাচ, অঙ্গভঙ্গী ইত্যাদিও প্রত্যক্ষ করতে পারি!

এছাড়া আমাদের তিনি এ শিক্ষাও দেন নি যে, নির্মল ও পবিত্রচিত্তে আমরা এসব পর-নারীর গানবাজনা ও তাদের সৌন্দর্যের গল্পগাঁথা শুনব! বরং আমাদের নির্দেশ

দেয়া হয়েছে যে, আমরা না-মাহরাম নারী এবং তাদের শোভা ও সৌন্দর্য প্রকাশক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পবিত্র বা অপিবত্র কোন দৃষ্টিতেই যেন না দেখি। পবিত্র অথবা অপিবত্র কোন মনমানসিকতা নিয়ে তাদের সুললিত কণ্ঠ ও তাদের সৌন্দর্যের কাহিনী যেন না শুনি। বরং আমাদের উচিত, তা শোনা ও দেখাকে গলিত লাশের ন্যায় ঘৃণা করা, যাতে আমাদের পদস্খলন না ঘটে। কারণ অবাধ দৃষ্টি দেয়ার ফলে যেকোন সময় পদস্খলন ঘটতে পারে। সুতরাং খোদা তা'লা যেহেতু চান আমাদের চোখ, হৃদয় এবং আমাদের চিন্তাধারা সবই যেন পবিত্র থাকে, তাই তিনি উন্নতমানের এই শিক্ষা দান করেছেন। এতে কোন সন্দেহ আছে কী যে, অবাধ মেলামেশায় পদস্খলন ঘটে?" *(ইসলামী উসুল কি ফিলোসফী, রূহানী খাযায়েন, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৩-৩৪৪)*

... তারপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন-

"যে ব্যক্তির জীবন অপবিত্রতা এবং নোংরামীতে একাকার, সে সর্বদা ভীত থাকে আর সে মানুষের সামনে দাঁড়াতে পারে না। একজন সত্যবাদী ব্যক্তির ন্যায় বীরত্ব এবং সাহসিকতার সাথে সে নিজের সতীত্ব এবং সচ্চরিত্রের প্রমাণ দিতে পারে না। জাগতিক বিষয়ে চিন্তা করে দেখ! এমন কে আছে, যাকে আল্লাহ্ তা'লা সামান্য স্বাচ্ছন্দ্য দান করেছেন অথচ তাকে কেউ হিংসা করে না? প্রত্যেক স্বচ্ছল ব্যক্তির অবশ্যই হিংসুক থাকে বরং তার পেছনে লেগে থাকে; একই অবস্থা ধর্মীয় বিষয়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। শয়তানও সংশোধনের শত্রু। সুতরাং মানুষের উচিত নিজের হিসাব পরিষ্কার রাখা এবং খোদা তা'লার সামনে পরিস্কার থাকা। তার উচিত খোদাকে সন্তুষ্ট রাখা, অন্য কাউকে ভয় না করা এবং কারো প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা। এমন বিষয়াদি এড়িয়ে চলা উচিত যে কারণে সে নিজেই শাস্তির শিকার হতে পারে। কিন্তু এসব কিছু অদৃশ্য সাহায্য ও খোদাপ্রদত্ত শক্তি-সামর্থ্য ছাড়া সম্ভব নয়। নিছক মানবীয় চেষ্টা প্রচেষ্টা কিছুই করতে পারে না, যতক্ষণ না তার প্রতি খোদা তা'লার অনুগ্রহ হয়। وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا *(সূরা নিসা 4: 29)* মানুষ দুর্বল, আপাদমস্তক ভুলভ্রান্তিতে ভরা। চতুর্দিক থেকে সমস্যা-কবলিত। অতএব দোয়া করা দরকার যেন আল্লাহ্ তা'লা পুণ্যকর্ম করার সামর্থ্য দান করেন আর ঐশী সাহায্য-সমর্থন ও কল্যাণরাজির উত্তরাধিকারী করেন"। *(মলফূযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫৪৩, ২০০৩ সনে রাবওয়ায় মুদ্রিত)*

(খুতবা জুমুআ, ৩০ জানুয়ারি ২০০৪, বায়তুল ফতুহ্, লন্ডন;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৯ এপ্রিল ২০০৪)

‘ফুরুজ’ শব্দের অর্থ এবং এর হেফাজত

কুরআন করীমে মু’মিনদেরকে নিজেদের ‘ফুরুজ’-এর রক্ষণাবেক্ষণের বিশেষ শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দিকনির্দেশনার আলোকে হুযূর (আই.) এই ইসলামী শিক্ষার আকর্ষণীয় ও সূক্ষ্ম ব্যাখ্যার মাধ্যমে আহমদী মহিলাদের বিশেষভাবে কিছু উপদেশ প্রদান করেন। হুযূর (আই.) বলেন,

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

“পবিত্র কুরআন, যা মানব প্রকৃতির দাবি ও দুর্বলতাসমূহের প্রতি দৃষ্টি রেখে যুগোপযোগী শিক্ষা প্রদান করে থাকে (দেখুন) তা কত আকর্ষণীয় পন্থা অবলম্বন করেছে।”

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ؕ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ؕ

(সূরা আন্ নূর 24: 31)

অর্থাৎ, তুমি মু’মিনদেরকে বলে দাও যে, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং নিজেদের ছিদ্রগুলোর সুরক্ষার ব্যবস্থা নেয়। এটি সেকাজ যার মাধ্যমে তাদের আত্মা পরিশুদ্ধ হবে।

তিনি (আ.) বলেন,

“ফুরুজ বলতে কেবল লজ্জাস্থানই বোঝায় না বরং প্রতিটি ছিদ্রকেই বুঝায়, যার মধ্যে কান ইত্যাদিও অন্তর্ভুক্ত। এখানে ‘না মাহরাম’ নারীদের সঙ্গীত ইত্যাদি শ্রবণ করাকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। স্মরণ রেখো! হাজার হাজার গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা’লা যা কিছু থেকে বিরত থাকতে বলেছেন তা থেকে অবশেষে মানুষকে বিরত থাকতেই হয়। ....তাই আবশ্যক হলো, নারী-পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় স্বাধীনতার অনুমতি কোনভাবেই প্রদান করা উচিত নয়।” *(মলফূযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১০৪-১০৬, ২০০৩ সনে রাবওয়ায় মুদ্রিত)*

(কানাডার সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ২৫ জুন ২০০৫; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২ মার্চ ২০০৭)

আহমদী মহিলাদের আরেকটি ইজতেমাতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) এই বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে সৈয়্যদেনা হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উক্তির আলোকে মূল্যবান উপদেশ প্রদান করেছেন। হুযূর (আই.) বলেন,

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন,

যেমন কুরআন মজীদ বলে,

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ؕ

(সূরা আন্ নূর 24 : 31)

অর্থাৎ, তুমি মু'মিনদের বলে দাও যে, তারা যেন নির্বিচারে কারো গুপ্ত স্থানগুলোকে না দেখে এবং অপরাপর সব ছিদ্রগুলোরও যেন তারা হেফাজত করে। অর্থাৎ মানুষের চক্ষু অধঃনমিত রাখা আবশ্যক অর্থাৎ চোখ যেন পুরো না খোলে বরং দৃষ্টি অবনত থাকে **'যাতে না-মাহরাম কোন মহিলাকে দেখে পরীক্ষায় পড়তে না হয়। কানও ফুরুজের অন্তর্ভুক্ত যা কিচ্ছা কাহিনী এবং অশ্লীল কথাবার্তা শ্রবণের ফলে পরীক্ষায় পড়ে।'** কেননা, ঝগড়াবিবাদেও যেসব কথা শোনা হয় যেমনটি আমি পূর্বেও বলেছি, কেউ কারো কাছ থেকে কোন কথা শুনে আর লড়াইয়ের জন্য গিয়ে উপস্থিত হয়ে যায়। অতএব এটিও এ শ্রেণিভূক্ত, এ কারণেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সার্বিকভাবে বলেছেন, **"সকল ছিদ্রের রক্ষণাবেক্ষণ কর এবং বৃথাচার থেকে মুক্ত থাক।** ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ؕ **এটি মু'মিনদের জন্য খুবই উত্তম আর শিক্ষার এই রীতি নিজের মাঝে এতটাই উন্নতমানের পবিত্রতা রাখে যে, এর বর্তমানে তুমি পাপাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে না।"** *(মলফূযাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫, ২০০৩ সনে রাবওয়ায় মুদ্রিত)*

(লাজনা ইমাইল্লাহ যুক্তরাজ্যের বার্ষিক ইজতেমায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ১৯ অক্টোবর ২০০৩; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৭ এপ্রিল ২০১৫)

এরই বরাতে আরেক স্থানে হুযূর (আই.) বলেন,

"ফুরুজ বা ছিদ্রসমূহ রক্ষণাবেক্ষণের নির্দেশ রয়েছে তাই পর্দা করা একান্ত আবশ্যক। অতএব আল্লাহ্ তা'লার এই নির্দেশকে কোন সাধারণ নির্দেশ মনে করবেন না।"

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন, "পর্দার বিরুদ্ধে যারা কথা বলে তারা প্রথমে পুরুষদের সংশোধন করে দেখাক, এরপর এ আলোচনা করতে পারে যে, পর্দা জরুরী কিনা?"

(জার্মানির সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ২১ আগস্ট ২০০৪; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১ মে ২০১৫)

“নারীর শালীনতাবোধ বজায় রাখা ও পর্দা করা কুরআন করীমের নির্দেশাবলীর একটি। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, তোমাদের সৌন্দর্য যেন না-মাহরামদের সামনে প্রকাশিত না হয়। অর্থাৎ এমন লোকজন যারা তোমাদের নিকটাত্মীয় নয়, তাদের সামনে পর্দা ছাড়া যেয়ো না। যখন বাইরে যাও তখন তোমাদের মাথা ও মুখমণ্ডল আবৃত থাকা উচিত, তোমাদের পোশাক শালীন হওয়া উচিত আর সেটি থেকে এমন কিছু প্রকাশ পাওয়া উচিত নয় যা অন্যের জন্য আকর্ষণের কারণ হয়।”

(মরিশাসের সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ,
৩ ডিসেম্বর, ২০০৫)

মুখমণ্ডলের পর্দা আবশ্যক কেন?

পর্দা তথা বিশেষভাবে মুখের পর্দা করা সম্পর্কে আমাদের সমাজে বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করা হয়। 'মুখ ঢাকা আবশ্যক কেন'– গুরুত্বপূর্ণ এই প্রশ্নের জবাবে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) এক জুমুআর খুতবায় বলেন,

"সৌন্দর্য প্রকাশ করো না– এর অর্থ হলো, মহিলারা যেন মেকআপ ইত্যাদি লাগিয়ে বাইরে ঘোরাফেরা না করে– যেমনটি কিনা মহিলাদের জন্য নির্দেশ রয়েছে। বাকি থাকল উচ্চতা, হাত-পা, হাঁটা-চলা, বাইরে গেলে এগুলো তো চোখে পড়বেই। সৌন্দর্যের সংজ্ঞায় এগুলো সেভাবে পড়ে না; কারণ ইসলাম নারীদের জন্য এমন বাধ্যবাধকতা রাখে নি। বলা হয়েছে আপনা-আপনিই যা প্রকাশ পায় তাছাড়া মুখের অবশিষ্ট অংশ ঢাকা থাকা উচিত আর এটিই ইসলামের নির্দেশ।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এর যে ব্যাখ্যা করেছেন তা হলো– কপাল থেকে নাক পর্যন্ত পর্দাবৃত করা উচিত আর চাদর গ্রীবা হয়ে সামনের দিকে নিচে নেমে আসবে। একইভাবে চুলও দৃশ্যমান হওয়া উচিত নয়। মহিলারা স্কার্ফ বা চাদর যা-ই পরুক, সেটা যেন পেছন দিকেও এতটা লম্বা হয় যাতে চুল ইত্যাদি ঢেকে যায়। اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَا অর্থাৎ 'সেটা ছাড়া যা আপনা-আপনিই প্রকাশ পায়'– এই বিষয়টির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন,

اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَا অর্থাৎ 'সেটা ছাড়া যা আপনা-আপনিই প্রকাশ পায়'– এই শব্দগুলো প্রমাণ করে, যেটুকু আপনা-আপনি প্রকাশ পায়, শরীয়ত কেবল সেটিরই ছাড় দিয়েছে তবে এটি নয় যে, কোন নারী নিজে যা প্রকাশ করতে চায় তা প্রকাশ করা তার জন্য বৈধ। আমার মতে আপনা-আপনি প্রকাশ পাওয়ার মত বিষয় মূলত দু'টি আর তা হলো উচ্চতা, অঙ্গভঙ্গী ও হাঁটাচলার ধরণ। কিন্তু একথাও স্পষ্ট যে, মহিলাদের কাজের প্রকৃতি বা বাধ্যবাধকতার কারণে শরীরের যে অংশ আপনা-আপনি প্রকাশ পেয়ে যায়, তা পর্দার অন্তর্ভুক্ত নয়। বস্তুত এই ছাড়ের কারণেই চিকিৎসক মহিলাদের নাড়ি পরীক্ষা করেন, কারণ অসুস্থতা তাকে এটি প্রকাশ করতে বাধ্য করে।" তিনি আরো বলেন, "যদি কোন বাড়ির লোকদের ব্যস্ততা এমন হয় যে, মহিলাদের বাইরে ক্ষেতখামার ও মাঠে কাজ করতে হয় তবে তাদের জন্য চোখ থেকে নাক পর্যন্ত খোলা রাখা বৈধ হবে এবং তা পর্দাভঙ্গ বলে গণ্য হবে না। কারণ এটি খোলা না রেখে তাদের পক্ষে কাজ করা সম্ভব নয় আর যে অংশ জীবন-জীবিকা ও অর্থনৈতিক কারণে খোলা রাখতে হয়, সেটি খোলা রাখার কথা পর্দার নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত। ...কিন্তু যে মহিলার পেশা তাকে খোলা মাঠে

বের হয়ে কাজ করতে বাধ্য করে না, তার ক্ষেত্রে এই অনুমতি প্রযোজ্য হবে না। মোটকথা, **'ইল্লা মা যাহারা মিনহা'**-র অধীনে কোন বাধ্যবাধকতার কারণে যতটুকু অংশ অনাবৃত করা প্রয়োজন ততটুকু অনাবৃত করা যেতে পারে।" *(তফসীরে কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৯৮-২৯৯)*

অতএব এই ব্যাখ্যার মাধ্যমে পর্দার 'সীমারেখা কী' সে বিষয়ে যথেষ্ট ব্যাখ্যা সামনে এসে গেছে। মুখ ঢাকার নির্দেশ অবশ্যই রয়েছে। প্রয়োজনে নাক ও চোখ খোলা রেখে চেহারা ঢাকা উচিত, যেন সে দেখতেও পায় এবং শ্বাস-প্রশ্বাসও নিতে পারে।"

হুযূর আনোয়ার (আই.) এই বিষয়ে মহানবী (সা.)-এর সুন্নত এবং হাদীস থেকে উদাহরণ দিয়ে আরো বলেন:

"এ বিষয়ে হাদীস থেকে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই প্রমাণ দিয়েছেন যে, একবার মহানবী (সা.) একজন সাহাবীকে সেই মেয়ের চেহারা দেখে আসতে পাঠান যার সাথে তার বিয়ের প্রস্তাব এসেছিল। চেহারার পর্দা যদি না-ই থাকত, তাহলে তো এটি জানা কথা যে, তার চেহারা প্রত্যেকেরই দেখা বা জানা থাকত।

এই ঘটনা হাদীসে অন্যত্র এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, এক পাত্রকে মহানবী (সা.) বলেন, 'তুমি তো অমুক মেয়েকে বিয়ে করতে চাও; তুমি কি তাকে দেখেছ? যদি দেখে না থাক তবে গিয়ে দেখে আস।' যেহেতু পর্দার নির্দেশ ছিল, সেজন্যই হয়তো দেখে নি। যখন সে তাদের বাড়িতে গেল এবং পাত্রীকে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করল, তখন তার বাবা বলল, 'না, ইসলামে পর্দার নির্দেশ রয়েছে, তাই আমি তোমাকে পাত্রী দেখাতে পারব না।' তখন সে (পাত্র) মহানবী (সা.)-এর বরাত দিয়ে বলল, তবুও সে (পাত্রীর বাবা) মানল না। যাহোক, ঈমানের ক্ষেত্রে প্রত্যেকের একটি নিজস্ব অবস্থান থেকে থাকে। পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুসারে মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ স্বীকার করে নেয়া ও মানার পরিবর্তে ইসলামের এই নির্দেশ মানার বিষয়ে তার বেশি গুরুত্ব ছিল। কিন্তু পাত্রী, যে ভেতরে বসে এসব কথা শুনছিল, সে বাইরে বেরিয়ে এসে বলে, 'মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ যখন রয়েছে ঠিক আছে, আমার চেহারা দেখে নাও।' হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, "যদি চেহারার পর্দা করার নির্দেশ না থাকত তবে মহানবী (সা.) এটি কেন বললেন? সবারই জানা থাকত যে, এই পাত্রীর চেহারা এমন আর সেই পাত্রীর চেহারা তেমন।"

তেমনিভাবে একবার মহানবী (সা.) এতেকাফে ছিলেন। রাতে যখন হযরত সাফিয়াকে এগিয়ে দিতে যাচ্ছিলেন তখন বিপরীত দিক থেকে দুই ব্যক্তি আসছিল। তাদের দেখে মহানবী (সা.) সাফিয়াকে বললেন, 'ঘোমটা খোল' আর সেই দুই

ব্যক্তিকে বললেন, 'দেখে নাও, ইনি আমার স্ত্রী সাফিয়া, পাছে কোন শয়তান তোমাদের বিভ্রান্ত না করে বসে আর তোমরা মিথ্যা অপবাদ দিতে শুরু কর (এজন্যই আমি এটি করছি)।' সুতরাং চেহারার পর্দা অলঙ্ঘ্যনীয়।

পুনরায় হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন:

"সেসব লোক যারা বলে, 'ইসলামে মুখ ঢাকার নির্দেশ নেই', আমরা তাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, কুরআন করীম বলে, 'সৌন্দর্য গোপন কর' আর মুখই হল সৌন্দর্য প্রকাশক মূল অঙ্গ। যদি মুখ ঢাকার নির্দেশ না-ই থাকে তবে সৌন্দর্য বস্তুটা কী যা লুকানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে? নিঃসন্দেহে আমরা এতটুকু মানি যে, মুখ এমনভাবে ঢাকা উচিত যাতে স্বাস্থ্যের ওপর এর হানিকর কোন প্রভাব না পড়ে। যেমন পাতলা কাপড় দিয়ে মুখ ঢাকা কিংবা আরবের মহিলাদের মত নেকাব বানিয়ে নেয়া যাতে চোখ ও নাকের উপরিভাগ খোলা থাকে কিন্তু মুখমণ্ডল পর্দার বাইরে রাখা যেতে পারে না। *(তফসীরে কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩০১)*

তিনি আরো বলেন, "যেসব নারী বার্ধক্যের কারণে দুর্বল হয়ে যান এবং বিয়ের যোগ্য না থাকেন, তারা যদি প্রচলিত পর্দা নাও করেন তবে তা বৈধ। হ্যাঁ, অযথা গহনাগাটি পরে আর সাজগোজ করে বাইরে যেন না যান। অর্থাৎ একটি বয়সীমা পর্যন্ত পর্দা করতে হয়, এরপর পর্দার নির্দেশ শিথিল হয়ে যায়। আমাদের দেশ পর্দার নির্দেশকে এমন ভ্রান্তভাবে প্রয়োগ করেছে যে, যুবতী নারীরা পর্দা পরিত্যাগ করছে আর বৃদ্ধাদের জোরপূর্বক বাড়িতে বসিয়ে রাখা হচ্ছে। নারীর চেহারা পর্দার অন্তর্ভুক্ত নতুবা 'আঁইয়াযা'না সিয়াবাহুন্না'র এই অর্থ করতে হবে যে, মুখ আর হাত তো আগেই খোলা ছিল, এখন বুক আর বাহুও বরং সারা দেহই খোলা রাখা বৈধ হয়ে গেল। অথচ এমনটা কেউ গ্রহণ করবে না। *(তফসীরে কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৯৬-৩৯৭)*

কেউ যদি নিজেই পর্দার ব্যাখ্যা করা শুরু করে বা প্রত্যেকে নিজের খেয়াল-খুশিমত পর্দার ব্যাখ্যা করা আরম্ভ করে দেয়, তা হলে পর্দার পবিত্রতা কখনো বজায় থাকতে পারে না। এজন্য বাবা-মা উভয়েরই নিজেদের সন্তানদের পর্দার প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত, আর এটা বাবা-মা দু'জনেরই দায়িত্ব।"

[খুতবা জুমুআ, ৩০ জানুয়ারি ২০০৪, বায়তুল ফতুহ্, লন্ডন;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৯ এপ্রিল, ২০০৪]

লজ্জাশীলতা বা শালীনতা ঈমানের অঙ্গ

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) মরিশাসের সালানা জলসা উপলক্ষে আহমদী মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, প্রদানকালে একজন আহমদী মহিলার দায়িত্বাবলীর বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। এসময় ইসলামী পর্দার গুরুত্ব প্রসঙ্গে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"কুরআন করীমের নির্দেশাবলীর মধ্য থেকে একটি নির্দেশ হল নারীর লজ্জাশীলতা বা শালীনতা রক্ষা করা আর পর্দা করা। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, তোমাদের সৌন্দর্য যেন না-মাহরামদের সামনে প্রকাশিত না হয়। অর্থাৎ এমন লোকজন, যারা তোমাদের নিকটাত্মীয় নয় তাদের সামনে পর্দা ছাড়া যেও না। যখন বাইরে যাও তখন তোমাদের মাথা ও মুখ আবৃত থাকা এবং তোমাদের পোশাক শালীন হওয়া উচিত আর তা থেকে এমন কিছু প্রকাশ পাওয়া উচিত নয় যা অন্যের জন্য আকর্ষণের কারণ হয়। কিছু মেয়ে কাজের অজুহাত দেখিয়ে বলে যে, 'কর্মক্ষেত্রে এমন পোশাক পরতে হয় যা ইসলামী পোশাক নয়'। এর উত্তর হলো, এমন কাজই করো না যেখানে এমন পোশাক পরিধান করতে হয় যার কারণে নগ্নতা প্রকাশ পায়। বরং এই নির্দেশ রয়েছে যে, তোমাদের নিজেদের হাঁটাচলা যেন এমন না হয়, যার ফলে তোমাদের ওপর মানুষের কুদৃষ্টি পড়তে পারে।

সুতরাং কুরআন করীমের এই নির্দেশ পালনপূর্বক আহমদী নারীদের নিজেদের পোশাক ও নিজেদের পর্দার হেফাজত করতে হবে। যেমনটি আমি বলেছি, এখন এখানে বাহির থেকে লোকের আনাগোনা আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে, আবার টেলিভিশন ইত্যাদির মাধ্যমেও কিছু নোংরামি, নগ্নতা ও অশ্লীলতা ঘরের ভেতরে প্রবেশ করেছে। একজন আহমদী মা ও মেয়ের ওপর নিজেদেরকে এসব নোংরামি থেকে মুক্ত রাখার দায়িত্ব পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি বর্তায়।

ফ্যাশনের ক্ষেত্রে এতটা সীমাতিক্রম করবেন না যার ফলে নিজের অবস্থানই ভুলে যাবেন। নিজের অবস্থা এমন করবেন না যার ফলে অন্যদের লোভাতুর দৃষ্টি আপনার ওপর পড়তে শুরু করবে। এখানে যেহেতু বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির লোকের বসবাস এবং এটি ছোট একটি স্থান, তাই পারস্পরিক মেলামেশার কারণে কিছু কথা উপেক্ষিত হয়। কিন্তু আহমদী নারীদের, বিশেষভাবে আহমদী মেয়েদের এবং সেসব মেয়েদের নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে হবে যারা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে। তাদের এবং অন্যদের মাঝে পার্থক্য থাকা

উচিত। তাদের পোশাক ও অবস্থা এমন হওয়া উচিত যেন তাদের প্রতি অন্য পুরুষ ও ছেলেদের কুদৃষ্টি দেয়ার ধৃষ্টতা না হয়। আলোকিত চিন্তাধারার নামে কোন আহমদী মেয়ের অবস্থা যেন এমন না হয় যে, একজন আহমদী ও অ-আহমদীর মাঝে পার্থক্যই থাকবে না।"

[মরিশাসের সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ৩ ডিসেম্বর ২০০৫; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৯ মে ২০১৫]

শালীনতা ঈমানের অঙ্গ হওয়া– সংক্রান্ত ইসলামী শিক্ষার বিষয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) আহমদী মহিলাদের এ সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দিয়ে রেখেছেন যে, অশালীন পোশাকে কাজ করার বিষয়ে বাধ্যবাধকতা থাকলে ধর্মকে পার্থিবতার ওপর প্রাধান্য দিয়ে এরূপ কাজ ছেড়ে দেয়া উচিত। আরেক উপলক্ষে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"স্মরণ রাখা উচিত, পর্দা করার নির্দেশটি ইসলামের এমন একটি নির্দেশ যার উল্লেখ কুরআন করীমে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে রয়েছে। পুণ্যবতী নারীদের লক্ষণ এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা লজ্জাশীলা হয়ে থাকে আর শালীনতার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং তারা শালীনতাকে প্রতিষ্ঠা করে থাকে। পেশার কারণে আপনারা যদি নিজেদের শালীন পোশাক পরিত্যাগ করেন তবে আপনারা কুরআন শরীফের নির্দেশ অমান্য করছেন। কোথাও কোন চাকরিতে যদি জিন্স আর ব্লাউজের আর স্কার্ফের পরিবর্তে টুপি পরে কাজ করার বাধ্যবাধকতা থাকে তবে আহমদী নারীর সেই চাকরী করা উচিত নয়। যে পোশাকের কারণে আপনার ঈমানের ওপর আঘাত আসে সেই কাজকে অভিশাপ দিয়ে প্রত্যাখ্যান করা উচিত। কেননা শালীনতা ঈমানের অঙ্গ।

অর্থ উপার্জনের জন্য আপনারা যদি এমন পোশাক পরে কাজ করেন যাতে পর্দার ওপর আঘাত আসে তবে আল্লাহ্ তা'লা আপনার তত্ত্বাবধায়ক হওয়ার পথে সে কাজ বাদ সাধছে। একাজ আল্লাহ্ তা'লা আপনার বন্ধু হওয়া ও আপনার প্রয়োজন পূরণে বাধা দিচ্ছে। কেননা আল্লাহ্ তা'লা ঈমানদারদের চাহিদা পূরণ করে থাকেন আর যারা তাকওয়ার পথে চলে তাদের প্রয়োজন পূরণ করেন। পুণ্যবতী কোন নারী এটি সহ্যই করতে পারে না যে, তার নগ্নতা প্রকাশ পাবে বা শরীরের সেসব অংশ প্রদর্শিত হবে যেগুলোকে আল্লাহ্ তা'লা গোপন রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।"

[কানাডার সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ২৫ জুন ২০০৫; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২ মার্চ ২০০৭]

একইভাবে সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) লজ্জাশীলতাকে ঈমানের অঙ্গ আখ্যা দিয়ে বলেন:

"এছাড়া আপনাকে শালীন চালচলনে অভ্যস্ত হতে হবে, কেননা এটাও ঈমানের অঙ্গ। শালীনতা ঈমানের অঙ্গ। নারীকে আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে নিজেকে ঢেকে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন সেভাবে সতর্কতার সাথেই নিজকে ঢেকে রাখা উচিত। সৌন্দর্য যেন প্রকাশিত না হয়। লজ্জাশীলতার শিক্ষা প্রত্যেক জাতি ও ধর্মে বিদ্যমান। পশ্চিমা বিশ্বে আজ যে অশ্লীলতার বিস্তার ঘটে চলছে তাতে কোন আহমদী মেয়ের কখনো আকৃষ্ট হওয়া উচিত নয়। স্বাধীনতার নামে রয়েছে অশ্লীলতা আর ফ্যাশনের নামে চলছে অশালীন কার্যকলাপ।

ইসলাম নারীদের বাইরে ঘোরাফেরা ও কাজ করতে বারণ করে না। নারীর সেই অনুমতি রয়েছে তবে তা কিছু শর্ত সাপেক্ষে। যেমন– তোমাদের সৌন্দর্য যেন প্রকাশ না পায়, পর্দার স্খলন যেন না ঘটে। পুরুষ ও নারীর মাঝে পর্দা থাকা আবশ্যক। দেখুন! কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মূসা (আ.)-এর বৃত্তান্তে উল্লেখ করেছেন যে, যখন তিনি সেই স্থানে পৌঁছলেন যেখানে একটি কূপ বা জলাধারের পাশে বেশ কয়েকজন রাখাল তাদের পশুপালকে পানি পান করাচ্ছিল। তখন তিনি দেখেন যে, একদিকে দু'টি মেয়েও তাদের পশুপাল নিয়ে অপেক্ষা করছে। তিনি যখন তাদেরকে প্রশ্ন করেন, 'তোমরা কেন বসে আছ'? তখন মেয়েরা উত্তর দেয়, 'এরা সবাই যেহেতু পুরুষ, তাই আমরা অপেক্ষা করছি। তারা পানি পান করানো শেষ করলেই আমরা আমাদের পশুগুলোকে পানি পান করাব।' অতএব দেখুন! এটিই ছিল পর্দা এবং লজ্জাশীলতা, যার ফলে সেই মেয়েরা সেসব পুরুষের মাঝে যাওয়াটা পছন্দ করে নি। অতএব একথা বলা যে 'পুরুষদের সাথে মেলামেশায় কোন সমস্যা নেই', কিংবা 'মিশ্রসভা করায় কোন সমস্যা নেই' এবং 'এই পৃথক রাখাটা অবান্তর এক বিষয়'– এগুলো ভুল কথা। নারী ও পুরুষের পৃথক কর্ম পরিধির ধারণাটি আদিকাল থেকে চলে আসছে। নারীর প্রকৃতিতে আল্লাহ্ তা'লা যে লজ্জাশীলতা রেখেছেন, এক আহমদী নারীর সেটিকে আরো সমুন্নত করা উচিত, আরো পবিত্রভাবে সামনে আনা উচিত এবং আগের চেয়ে বেশি লজ্জাশীল হওয়া উচিত। আমাদের তো আল্লাহ্ তা'লা খুব স্পষ্ট নীতিমালা দিয়েছেন, তাই কোন রকম সংকোচ ছাড়াই নিজের শালীনতাবোধ ও পর্দাপালন করার প্রতি প্রত্যেক আহমদী নারী এবং প্রত্যেক আহমদী মেয়ের মনোযোগী হওয়া উচিত।"

[লাজনা ইমাইল্লাহ্ যুক্তরাজ্যের বার্ষিক ইজতেমায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ২০ নভেম্বর ২০০৫; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২২ মে ২০১৫]

লজ্জাশীলতা ও শালীনতাবোধকে দৃষ্টিপটে রেখে পর্দা-সংক্রান্ত কুরআনের নির্দেশ শিরোধার্য করাই হলো একজন আহমদী নারীর জন্য মর্যাদাসম্মত কাজ। গুরুত্বপূর্ণ এই দায়িত্বের প্রতি হুযূর আনোয়ার (আই.) বারংবার জামা'তের বন্ধুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। একটি জুমুআর খুতবায় হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একস্থানে বলেছেন, এই নির্দেশাবলীর সংখ্যা সাতশ'। সুতরাং আহমদীয়াত গ্রহণের পর একজন আহমদীর এমন ভয়ের মাঝে নিজের জীবন অতিবাহিত করা উচিত যে, পাছে না জানি কুরআনের কোন নির্দেশ লঙ্ঘিত হয়ে যায়। যেমন- একটি নির্দেশ হলো লজ্জাবোধ– সংক্রান্ত, নারীর জন্য বিশেষভাবে পর্দা করার নির্দেশ রয়েছে। পুরুষদের জন্যও দৃষ্টি অবনত রাখার ও লজ্জাবোধ বজায় রাখার নির্দেশ রয়েছে। মহিলাদের পর্দার নির্দেশ দেয়ার আরেকটি কারণ হলো সমাজের দৃষ্টি থেকে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিৎ করা এবং তাদের লাজ-লজ্জা স্থায়ী করা।

মহানবী (সা.) বলেছেন, 'লজ্জাশীলতা ঈমানের অঙ্গ'। বর্তমান বিশ্বে তথা সমাজে সবদেশে সবস্থানে, সর্বত্র অনেক বেশি খোলামেলা ভাব তৈরি হয়েছে। নারী-পুরুষের পারস্পরিক সীমারেখার চেতনাবোধ হারিয়ে গিয়ে নারী-পুরুষের মিশ্রসমাবেশ হয় কিংবা পাশ্চাত্যের অনুকরণে শরীর ঠিকভাবে আবৃত থাকে না। এগুলো এই যুগের এমন সব বাজে কর্মকাণ্ড যার অনুপ্রবেশ প্রত্যেক দেশ ও সমাজে ঘটছে। এই লজ্জাবোধের অভাবই ধীরে ধীরে মানুষের মন থেকে, ভালো মুসলমানের হৃদয় থেকে লজ্জাবোধের চেতনাকে পুরোপুরি মিটিয়ে দেয়। মানুষ যখন আল্লাহ্ তা'লার ছোট একটি নির্দেশ অমান্য করে তখন তার ভেতর থেকে ধীরে ধীরে লজ্জাবোধ উঠে যেতে থাকে। এরপর বড় বড় নির্দেশের সাথেও দূরত্ব সৃষ্টি হতে থাকে এবং ধীরে ধীরে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের সাথেও দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে যায়। এভাবে অবশেষে মানুষ তার সৃষ্টির উদ্দেশ্যও ভুলে বসে। এজন্য এই যুগে বিশেষভাবে তরুণ প্রজন্মের উচিত অনেক বেশি সতর্কতা অবলম্বন করা। সবসময় মনে এই চেতনাবোধ থাকা উচিত যে, আমরা সেই ব্যক্তির জামা'তভুক্ত, যিনি মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে বান্দাকে খোদার নিকটতর করার মাধ্যম হয়ে এসেছেন। সুতরাং যদি তাঁর সাথে সম্পর্কের দাবি করতে হয়, তাহলে তাঁর শিক্ষাও মেনে চলতে হবে আর তা হলো কুরআন শরীফের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নির্দেশও পালন করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক আহমদীকে তা পালন করার সামর্থ্য দান করুন।"

[খুতবা জুমুআ, ৭ এপ্রিল ২০০৬, মসজিদ তোহা, সিঙ্গাপুর; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৮ এপ্রিল ২০০৬]

নারীর পবিত্র মর্যাদা তার সৌন্দর্য গোপন করার মাঝে নিহিত

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) আহমদী মুসলমান নারীকে নিজের পবিত্র মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেন:

"একজন মু'মিন নারীর প্রতি আল্লাহ্ তা'লার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ হলো, নিজের সৌন্দর্য গোপন করা ও পর্দা করা। এই পশ্চিমা সমাজে কিছু সংখ্যক শিক্ষিত মেয়ে ও মহিলা সমাজের প্রভাবে বা পর্দার বিরুদ্ধে চলমান হট্টগোলের কারণে ভীত হয়ে পর্দার বিষয়ে যত্নবান নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের ফ্যাশনের অনুকরণ করছে। মসজিদে যেতে হলে বা নামায সেন্টারে আসতে হলে পর্দা করে বা ভালো পোশাক পরে আসে, কিন্তু এমন কিছু অভিযোগও আসে যে, বাজারে যাওয়ার ক্ষেত্রে তারা নিজেদের পোশাকের প্রতি লক্ষ্য রাখে না। একটি কথা মনে রাখবেন, লজ্জাশীলতা ঈমানের অঙ্গ এবং শালীনতা নারীর এক সম্পদ, এজন্য সর্বদা শালীন পোশাক পরবেন। সব সময় মনে রাখবেন, একজন আহমদী নারীর, একজন আহমদী মেয়ের যে পবিত্র একটি মর্যাদা আছে আপনাকে তা অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। সব সময় মনে রাখবেন, আল্লাহ্ তা'লা যেহেতু কুরআন শরীফে পর্দার নির্দেশ দিয়েছেন, তাই নিশ্চয়ই এর বিশেষ কোন গুরুত্ব রয়েছে। পাশ্চাত্যে জন্মগ্রহণকারী লোকদের মত হবেন না যারা বলে, 'পর্দার নির্দেশ সেকেলে বিষয়' বা 'তা বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য ছিল'। কুরআন শরীফের কোন নির্দেশ কখনো সেকেলে হয় না আর কখনো পরিবর্তন করা যায় না। আল্লাহ্ তা'লা জানতেন যে, এক সময়ে গিয়ে এমন চিন্তাধারার উদয় হবে, তাই চিরন্তন এই নির্দেশ অবতীর্ণ করেছেন যে, মুখে দাবি করলেই তোমরা আল্লাহ্‌র দাসী হয়ে যাবে না, বরং যেসব উপদেশ দেয়া হয় এবং যেসব নির্দেশ কুরআন শরীফে দেয়া হয়েছে সেগুলো পালন করলেই প্রকৃত মু'মিন আখ্যায়িত হবে।"

[জার্মানির সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ১ সেপ্টেম্বর ২০০৭;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২ ডিসেম্বর, ২০১৬]

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) তাঁর এক ভাষণে আহমদী মুসলমান মহিলা ও মেয়েদের প্রকৃত অর্থে শালীনতা ও সতীত্বের হেফাজত করার গুরুত্ব সম্পর্কে সুন্দরভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন:

"কিছু সংখ্যক মেয়ে বলে বসে, 'আমরা মাথা ঢেকেছি আর তা-ই যথেষ্ট', অথচ মাথা সেভাবে ঢাকে না যেভাবে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.) নির্দেশ দিয়েছেন। চুল পরিস্কারভাবে দেখা যায়, মাথা অর্ধেক ঢাকা থাকে আর অর্ধেক থাকে খোলা, ঘাড়ও দেখা যায়। কোট পরিহিত থাকলেও হাত কনুই পর্যন্ত খোলা থাকে, অপরদিকে সেটি থাকে হাঁটুর ওপরে। একজন আহমদী মেয়ে বা নারীর জন্য শালীনতা বলতে এটিকে বোঝায় না আর তার স্বাধীনতার সীমাপরিসীমাও এটি নয়; বরং এ ধরনের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সে নিজের শালীনতা ও লজ্জাবোধকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে এবং আহমদী হিসেবে নিজের স্বাধীনতার সীমাও লঙ্ঘন করছে।

সুতরাং একজন আহমদী নারীর একটি পবিত্র মর্যাদা রয়েছে, তাকে সর্বদা একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, তার ব্যক্তি স্বাধীনতার একটি পরিধি নির্ধারিত রয়েছে, যার লঙ্ঘন তার পবিত্র মর্যাদার হানি ঘটায়। ... সুতরাং একজন আহমদী মেয়ে বা একজন আহমদী নারীর সবসময় মনে রাখা উচিত যে, তার একটি পবিত্র মর্যাদা রয়েছে, একটি স্বতন্ত্র অবস্থান রয়েছে, যা সমুন্নত রাখা তার অন্য সব আশা-আকাঙ্ক্ষার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। নিজের আত্মসম্মান রক্ষা করা ও পরিবারের সম্মান সমুন্নত রাখা একজন আহমদী নারী ও মেয়ের জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং তা-ই হওয়া উচিত। **একজন আহমদী নারী ও মেয়ের সতীত্বের মূল্য শত-সহস্র হীরা-জহরতের চেয়ে ঢের বেশি।** তাই এর সংরক্ষণ করা ও হেফাজতের রীতি রপ্ত করা একজন আহমদী নারী ও মেয়ের জন্য কেবল অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ই নয় বরং আবশ্যকও বটে।

তাই সবসময় মনে রাখবেন, একজন আহমদী মেয়ে ও নারীকে নিজের শালীনতাবোধের হেফাজত করতে হবে, নিজের সতীত্ব রক্ষা করতে হবে এবং নিজের পবিত্র মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে হবে আর এটা কোন পাকিস্তানি সংস্কৃতি নয় বরং ইসলামের শিক্ষা। এজন্য সে জার্মান জাতিভুক্ত কোন আহমদী নারী হোক বা অন্য কোন ইউরোপীয় দেশের আহমদী নারী হোক, কিংবা পাকিস্তান ও এশিয়ার কোন আহমদী নারী হোক, অথবা আফ্রিকার কোন আহমদী নারীই হোক না কেন, একটি বিষয় প্রত্যেক নারীর মাঝে সর্বজনীন বা সম-মূল্যবোধ হিসেবে থাকা আবশ্যক আর তা হলো– তাকে তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিজের জীবন অতিবাহিত করতে হবে এবং নিজের শালীনতা ও সতীত্ব রক্ষা করতে হবে আর কেবল তখনই সে প্রকৃত আহমদী মুসলমান বলে গণ্য হতে পারে। পাকিস্তান থেকে আগত মেয়ে ও মহিলাদের উচিত, নিজেদেরকে আদর্শস্থানীয় বানানো।"

হুযূর (আই.) আরো বলেন: "পুনরায় আল্লাহ্ তা'লা বলেন, একজন নারী যে খোদা তা'লার নৈকট্য চায়, যে নিজের ঈমানের পূর্ণতা চায়, তার নিজের পবিত্র মর্যাদার

বিষয়েও বিশেষভাবে যত্নবান হওয়া উচিত। একজন আহমদী নারী, যে এ যুগের ইমামকে গ্রহণ করে এই অঙ্গীকার করেছে যে, 'আমি নিজেকে যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত রাখব', নিজের সম্মান, সতীত্ব ও পবিত্র মর্যাদার বিষয়ে তার অনেক বেশি যত্নবান হওয়া উচিত। তার পোশাক-আশাক, চালচলন ও কথাবার্তার ধরণ অন্যদের চেয়ে আলাদা হওয়া উচিত। এমনটি হওয়া উচিত নয় যে, স্বাধীনতার নামে ছেলেমেয়েদের মিশ্রপার্টিতে যাবে বা পোশাক-আশাক এমন হবে যা একজন আহমদী নারীর পবিত্র মর্যাদার পরিপন্থি এবং পর্দা ও হিজাবের প্রতি আদৌ কোন দৃষ্টি থাকবে না।"

তিনি (আই.) আরো বলেন, "অতএব যেমনটি আমি আগেও বলেছি, মেয়েরা যখন যৌবনে পদার্পণ করে তখন অবশ্যই তাদের কোট হতে হবে হাঁটুর নিচে পর্যন্ত। এমন কোট পরিধান করতে হবে যা তাদের পুরো শরীর আবৃত করবে আর তা যেন নিছক ফ্যাশন না হয় এবং কোটের হাতা যেন লম্বা থাকে।

একজন আহমদী নারী বা মেয়ের পরিচয় হওয়া উচিত তার শালীন পোশাক। তাই নিজেদের পোশাকের বিষয়ে বিশেষভাবে যত্নবান হোন। কেননা একজন আহমদী নারীর পবিত্র মর্যাদার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নবাগতরা যদি এর গুরুত্ব অনুধাবন করে নিজেদের পোশাক-আশাকে শালীনতা বা লজ্জাশীলতার বিষয়টি দৃষ্টিপটে রাখে অথচ পুরাতন আহমদীরা এই সমাজের কুপ্রভাবে নিজেদের শালীন পোশাক সম্পর্কে উদাসীন হয়ে যায় তাহলে তা সত্যিই দুঃখজনক। অতএব সবসময় এ কথাগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখুন এবং আত্মবিশ্লেষণ করতে থাকুন। নতুবা যেমনটি আমি বলেছি, মিডিয়ার মাধ্যমে শয়তানের হামলা এত তীব্রভাবে বেড়ে চলছে যে, তা থেকে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব...।"

[জার্মানির সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ২৩ আগস্ট ২০০৮; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৪ নভেম্বর ২০১১]

যৌবনে পদার্পণকারী আহমদী মেয়েদের প্রাত্যহিক জীবনে পর্দার প্রতি লক্ষ্য রাখার বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করে হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর এক ভাষণে বলেন:

"মেয়েরা স্কুল-কলেজে যায়, শ্রেণিকক্ষে পর্দা করা বা স্কার্ফ পরার অনুমতি যদি না থাকে তবে শ্রেণিকক্ষ থেকে বাইরে বেরিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে পর্দা করা উচিত। এটি কোন দ্বৈত আচরণ নয় আর তা কোন কপটতাও নয়। এর ফলে আপনার হৃদয়ে এই চেতনা জাগ্রত থাকবে যে 'আমাকে পর্দা করতে হবে', জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে এটি আপনার অভ্যাসে পরিণত হবে। পক্ষান্তরে পর্দা যদি ছেড়ে দেন, তাহলে পর্দা সম্পর্কে শিথিলতা বাড়তে থাকবে এবং কখনো এটি পালিত হবে না আর তখন লজ্জাবোধ নামের জিনিসটিও হারিয়ে যাবে।

এছাড়া নিজের নিকটাত্মীয়দের মাঝেও যখন কোন অনুষ্ঠান বা বিয়েশাদি ইত্যাদিতে যাবেন তখনো এমন পোশাক যেন পরা না হয় যার ফলে দেহ আবেদনময়ী বা আকর্ষণীয় মনে হয় কিংবা শরীর দেখা যায়। ইসলামী ঐতিহ্য মেনে চলুন এবং মানুষের কুদৃষ্টি এড়িয়ে চলুন। এতেই আপনার পবিত্র মর্যাদা নিহিত।

একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর কাছে আসেন আর তিনি পাতলা জামা পরিহিত ছিলেন। মহানবী (সা.) তাকে উপেক্ষা করেন, অর্থাৎ কোন একদিকে চলে যাওয়ার চেষ্টা করেন এবং বলেন, 'আসমা! মেয়েরা যখন সাবালিকা হয় তখন তাদের মুখ ও হাত ছাড়া আর কিছু দেখা যাওয়া ঠিক নয়।' তিনি (সা.) নিজের মুখ ও হাতের দিকে ইশারা করে এ কথা বলেন।" *(আবু দাউদ, কিতাবুল লিবাস, বাব ফীমা তুবদিল মারআতু মিন যিনাতিহা)*

[কানাডার সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ৩ জুলাই ২০০৪; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৩ ডিসেম্বর ২০০৫]

নিজেদের সৌন্দর্য গোপন করা সংক্রান্ত কুরআনের নির্দেশ পালনের গুরুত্ব প্রত্যেক আহমদী নারীর কাছে স্পষ্ট। এই দায়িত্ব সর্বোত্তমভাবে পালনে আহমদী নারীদের পোশাকের ক্ষেত্রে যথাযথ রীতি অবলম্বনের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"আবার ইবাদতের পাশাপাশি আল্লাহ্ তা'লা এই নির্দেশও প্রদান করেছেন যে, 'নিজেদের সৌন্দর্য গোপন রাখ, মাথা ও চেহারা ঢেকে রাখ, নিজেদের পবিত্র মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখ'। প্রত্যেক নারীর একটি পবিত্র মর্যাদা রয়েছে এবং আহমদী নারীর মর্যাদা অতীব মহান।...কারো কারো সম্পর্কে এমন অভিযোগও আসে যে, মসজিদে আসার সময় তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ উপযুক্ত থাকে না, জিন্স পরিহিত থাকে, কামিজ ছোট থাকে। জিন্স পরতে কোন বাধা নেই, আমি অনুমতি দিয়েছি, কিন্তু এর সাথে লম্বা কামিজ পরতে হবে। এদেরকে যখন বাধা দেয়া হয় তখন মায়েরা কর্মকর্তাদের সাথে ঝগড়া বাঁধিয়ে দেয় আর বলে 'আমাদের মেয়েদেরকে বাধা দেয়ার তোমরা কে?' একে তো আপনারা মসজিদের পবিত্রতা নষ্ট করছেন অর্থাৎ সেখানে এরূপ পোশাক পরিধান করে আসছেন না, যা এর জন্য উপযুক্ত; দ্বিতীয়ত একই ব্যবস্থাপনার অংশ হওয়া সত্ত্বেও সেই ব্যবস্থাপনার নিয়ম ভঙ্গ করছেন এবং কর্মকর্তাদের সাথে ঝগড়া করছেন। সুতরাং এমন কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।"

(লাজনা ইমাইল্লাহ্ যুক্তরাজ্যের বার্ষিক ইজতেমায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ২ নভেম্বর ২০০৮; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১০ জুলাই ২০১৫)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) শালীনতা ও দৃষ্টি অবনত রাখার অভ্যাস রপ্ত করার পাশাপাশি নারীদেরকে নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করার ক্ষেত্রে জোরালো উপদেশ প্রদান করে বলেন:

"যেমনটি আমি বলেছি, আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলীর মাঝে একটি হলো দৃষ্টি অবনত রাখা। নারী ও পুরুষ যেন একে অন্যের দিকে লাগামহীনভাবে না তাকায়; তাদের মাঝে একটি লজ্জাবোধ থাকা উচিত। দ্বিতীয়ত নিজের সৌন্দর্য গোপন রাখ; পোশাক এমন হতে হবে যেন দেহ প্রদর্শিত না হয়। তৃতীয়ত নিজের সৌন্দর্য গোপন রাখার উদ্দেশ্যে নিজেদের গ্রীবা, মাথা, ঘাড় ও সামনের অংশগুলো ঢেকে রাখ। বোরখা যা পরবে তা যেন ঢিলেঢালা হয়। যারা মেকআপ করে মুখ খোলা রেখে ঘুরে বেড়ায় তারাও সৌন্দর্য প্রদর্শনকারীদের অন্তর্ভুক্ত। তেমনিভাবে যারা চুল দেখিয়ে বেড়ায় তারাও সৌন্দর্য প্রকাশকারীদের অন্তর্ভুক্ত। কেননা এটি তাদের সৌন্দর্য হওয়ার কারণে তারা নিজেদের চুল দেখিয়ে বেড়ায়। নিজেরাই বোঝে যে, 'এটি দিয়ে আমাদের সৌন্দর্য প্রকাশ পাচ্ছে'। এজন্য মাথা আবৃত রাখা, মুখ কমপক্ষে এতটা আবৃত রাখা যেন চেহারা প্রদর্শিত না হয় এবং শালীন পোশাক পরা হলো ন্যুনতম পর্দা। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জোরালো নসীহত করেছেন যে, পর্দার ন্যুনতম মান এটিই হওয়া উচিত।"

[যুক্তরাজ্যের সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ৩০ জুলাই ২০১০; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১১ মার্চ ২০১১]

“আত্মীয়স্বজনের সাথে পর্দার ক্ষেত্রে এতে যেসব ছাড়ের উল্লেখ রয়েছে তাতে কেবল সেসব লোক অন্তর্ভুক্ত যারা খুব কাছের আত্মীয়। অর্থাৎ স্বামী, বাবা বা শ্বশুর, ভাই বা ভাতিজা, ভাগ্নে প্রমুখ। এরা ছাড়া যাদের সাথে নিকটাত্মীয়তা নেই তাদের সাথে পর্দা প্রযোজ্য।”

[খুতবা জুমুআ, ৩০ জানুয়ারি ২০০৪, বায়তুল ফতুহ্, লন্ডন]

পর্দার সীমারেখা

ধর্মের প্রতিটি নির্দেশ অত্যন্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ হয়ে থাকে। পর্দার নির্দেশের মাঝে অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞার উল্লেখ করতে গিয়ে হুযূর আনোয়ার (আই.) তার এক জুমুআর খুতবায় জামা'তের সদস্যদের সম্বোধন করে বলেন:

"কিছু লোক মনে করে, ধর্ম তাদের স্বাধীনতা খর্ব করে এবং তাদের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করে, কিন্তু কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **"ওয়ামা জা'আলা 'আলাইকুম ফিদ্দীনে মিন হারাজ।"** *(সূরা হজ্জ: ৭৯)*

অর্থাৎ ধর্মীয় শিক্ষায় তোমাদের ওপর কোন কষ্টদায়ক বিষয় চাপানো হয় নি, বরং শরীয়তের উদ্দেশ্য হলো মানুষের বোঝা হালকা করা। কেবল এটিই নয়, বরং তাকে সর্বপ্রকার বিপদাপদ ও আশংকা থেকে রক্ষা করা। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লার এই বাণীতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে ধর্ম অর্থাৎ ইসলাম তোমাদের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতে এমন কোন নির্দেশ নেই যা তোমাদের কষ্টের মুখে ঠেলে দেবে; বরং ছোট থেকে বড় প্রতিটি নির্দেশ কল্যাণ ও আশিস বয়ে আনে। তাই মানুষের ধারণা ভুল, আল্লাহ্ তা'লার বাণী ভুল হতে পারে না। আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জীব হয়ে আমরা যদি তাঁর নির্দেশানুসারে না চলি, তবে আমরা নিজেদেরই ক্ষতি করব। মানুষ যদি বুদ্ধি না খাটায় তাহলে শয়তান, যে প্রথম দিন থেকেই এই সংকল্প করে রেখেছে যে 'আমি মানুষকে পথভ্রষ্ট করে তার ক্ষতি করব', সে মানুষকে ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিপতিত করবে। সুতরাং যদি তার আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে হয় তবে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলী মান্য করা আবশ্যক। কিছু বিষয় বাহ্যত ছোট মনে হয়, কিন্তু সেগুলোকে তুচ্ছ মনে করার কারণে কালের প্রবাহে সেগুলো ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। তাই কুরআনের কোন নির্দেশকে তুচ্ছ মনে করা কোন মু'মিনের শোভা পায় না।"

[খুতবা জুমুআ, ১৩ জানুয়ারি ২০১৭, বায়তুল ফতুহ্, লন্ডন;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭]

পর্দা-সংক্রান্ত ইসলামী নির্দেশের অন্তরালে চিত্তাকর্ষক একটি প্রজ্ঞা হল নারীর মর্যাদা সমুন্নত রাখা। এ প্রসঙ্গে আহমদী নারীদের উপদেশ দিতে গিয়ে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"এখন আমি নারীকে প্রদত্ত আল্লাহ্ তা'লার একটি নির্দেশের প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই, যা প্রকৃতপক্ষেই নারীকে তার সম্মান ও মর্যাদা

বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেয়া হয়েছে। পূর্বেও আমি এ বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছি, কিন্তু কোন কোন কথা ও চিঠি থেকে প্রকাশ পায় যে, আমি হয়তো এদিকে বেশি কঠোরভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করি বা আমি কঠোর দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করি। অথচ আমি কেবল ততোটাই বলছি, যতটা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.) এবং হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) নির্দেশ দিয়েছেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, নারীকে বন্দীদশায় ঠেলে দেয়া আদৌ পর্দার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু পর্দার শর্তসমূহের বিষয়ে অবশ্যই যত্নবান থাকতে হবে। সমাজ ক্রমশ: বিভ্রান্তির শিকার হচ্ছে এবং কিছু কিছু বিষয়ে ভাল-মন্দের পার্থক্যই উঠে গেছে, তাই সময়ের দাবি হল, আহমদী নারীরা যেন আদর্শস্থানীয় হয় এবং সমাজকে বলে দেয় যে, আল্লাহ্ তা'লা পর্দার নির্দেশ আমাদের মর্যাদা উন্নত করার জন্যই প্রদান করেছেন, কোন কষ্টের মুখে ঠেলে দেয়ার জন্য নয়। নারীদের যেখানে পর্দা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেখানে পুরুষদেরও একই আদেশ দেয়া হয়েছে। তাদেরও বলা হয়েছে যে, তোমরাও এই বিষয়ে যত্নবান থাকবে আর অকারণে নারীদের দিকে তাকিয়ে থাকবে না।"

তাঁর এই ভাষণে পুরুষ ও নারীদের উপদেশ দিতে গিয়ে হুযূর আনোয়ার (আই.) আরো বলেন:

"মু'মিন পুরুষের জন্য নির্দেশ হলো 'দৃষ্টি অবনত রাখ আর নারীদের প্রতি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকো না। যার সাথে কোন সম্পর্ক নেই, তার দিকে তাকানোর বৈধ কোন কারণও নেই। নারীরও চেষ্টা করা উচিত যেন এমন পরিস্থিতির উদ্ভব না ঘটে, যে কারণে তার প্রতি কারো এরূপ মনোযোগ আকৃষ্ট হয় এবং যা পরবর্তীতে বন্ধুত্ব পর্যন্ত গড়াতে পারে। যদি পর্দা করা হয় তবে এ দৃষ্টিকোণ থেকে তা যথেষ্ট সহায়ক হবে।"

[যুক্তরাজ্যের সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ৩১ জুলাই ২০০৪; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৪ এপ্রিল ২০১৫]

পর্দা কীভাবে করতে হবে এবং কাদের সাথে করতে হবে– এ বিষয়ে কুরআন শরীফে খুবই পরিষ্কারভাবে শিক্ষা তুলে ধরা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর এক ভাষণে বলেন:

"পর্দা একটি মৌলিক ইসলামী নির্দেশ এবং কুরআন শরীফে খুব স্পষ্টভাবে এই বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। যেসব লোক মনোযোগের সাথে কুরআন শরীফ পড়ে না, তারা মনে করে– আল্লাহ্ তা'লা এই বিষয়ে এতটা কড়াকড়ি করেন নি। কিন্তু এটি

অত্যন্ত স্পষ্ট এক নির্দেশ, যা খুব পরিষ্কার করে বর্ণনা করা হয়েছে আর এটি ইতোপূর্বেও আমি দু'তিনবার বলেছি। কিছু মানুষের ধারণা হল, আমিই এটিকে হয়ত কঠোরতার সাথে অতিমাত্রায় বর্ণনা করছি! অথচ আমি কেবল তা-ই বলছি যা কুরআন সম্মত। আমি আপনাদের সে কথা জানিয়ে দিচ্ছি যা কুরআন শরীফ বলে। কুরআন শরীফ পর্দার বিষয়ে কী বলে? একটি দীর্ঘ আয়াতে উল্লিখিত নির্দেশ হল,

وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ

(সূরা আন্ নূর 24:32) অর্থাৎ নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ করবে না, কেবল সেটা ছাড়া, যা আপনা-আপনিই প্রকাশ পায়, আর নিজেদের ঘাড়ের উপর ওড়না টেনে নিও।

وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ

(সূরা আন্ নূর 24: 32)

এরপর রয়েছে নিকটাত্মীয়দের দীর্ঘ একটি তালিকা যেমন, পিতা, স্বামী ও পুত্রদের সামনে যে সৌন্দর্য প্রকাশ পায়, তা তোমরা অন্যত্র প্রকাশ করবে না।

এতে লেখা রয়েছে যে, 'নিজেদের ওড়না নিজেদের কাঁধে ঝুলিয়ে নাও'। কেউ কেউ বলে, ওড়না যেহেতু ঘাড়ে পরার কথা বলা আছে, তাই গলায় ওড়না বা স্কার্ফ পরে নিলেই হলো। কিন্তু প্রথমত নির্দেশ হলো রূপসুষমা প্রকাশ করো না। এর অর্থ হলো, বাইরে বের হবার সময় পোশাক এতটা প্রশস্ত বা ঢিলাঢালা হওয়া উচিত, যা দৈহিক সৌন্দর্যকে গোপন করে। অন্য স্থানে মাথা চাদরাবৃত করার নির্দেশ রয়েছে। এজন্যেই পুরো ইসলামী বিশ্বে, যেখানেই পর্দা করার সামান্যতম প্রচলনও আছে, সেখানে দেখবেন মাথা ঢাকার রীতি অবশ্যই বিদ্যমান। এসব স্থানে সর্বত্র হিজাব, নিকাব, স্কার্ফ অথবা ঢিলাঢালা চাদর পরিধান করা হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা বলছেন...... বড় চাদরগুলো নিজেদের মাথা থেকে বুক পর্যন্ত টেনে নাও। চাদর বড় হওয়া বাঞ্ছনীয়, যাতে মাথা ও দেহ উভয়ই ঢাকা থাকবে। বাবা, ভাই আর পুত্র সন্তানদের সামনে চাদর ছাড়া তোমরা আসতে পার। এখন দেখ কোন মহিলা যখন তার বাবা, ভাই বা পুত্রসন্তানদের সামনে যায়, তখন শালীন পোশাক পরেই যায় আর তার মুখমণ্ডল ইত্যাদি খোলা থাকে। এ স্থানে বলা আছে, মাহরাম আত্মীয় স্বজন যেমন বাবা, ভাই আর পুত্রসন্তানদের সামনে নিজেদের মুখমণ্ডল আর চেহারা খোলা রাখার অনুমতি আছে কিন্তু যখন বাইরে যেতে হয় তখন যেন এমনটি না হয়। বর্তমান যুগে সেভাবে চাদর দ্বারা দেহ ঢাকা হয় না, তবে নিকাব অথবা বোরকা বা বড় কোট প্রভৃতি পরা হয়ে থাকে। নাক এমনভাবে বন্ধ করে নেওয়া যে নিঃশ্বাস নেয়া কষ্টকর হয়ে পড়বে- এতটা কড়াকড়িও নেই। নিঃশ্বাস নেবার সুবিধার্থে নাক খোলা রাখা যেতে পারে। কিন্তু ঠোঁট এবং মুখ ঢেকে রাখতে হবে।

এর বিকল্প হিসেবে বড় চাদর নিন এবং মাথা ঢাকুন, তাতে আপনা-আপনিই পর্দা হয়ে যাবে, যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন। বড় চাদর ব্যবহার করলে ঘোমটা হয়ে যায়। আর নিজেদের সুবিধার্থে যদি বোরকা ব্যবহার করতে হয়, তবে সেটি এমন হতে হবে, যাতে পর্দার এসব আদেশ পালিত হয়। যদি আঁট-সাঁট কোট পরিধান করা হয় যা দেহের সাথে জুড়ে থাকে বা পর্দায় যদি পুরো চেহারা খোলা রাখা হয় তাহলে সে পর্দা, পর্দা থাকবে না বরং তা ফ্যাশনে রূপ নেবে। অতএব সবাইকে উদ্দ্যেশ্য করে আমি বলতে চাই, আত্মজিজ্ঞাসা করুন আর দেখুন, কুরআন করীমের এই আদেশ অনুযায়ী সবাই পর্দা করছেন কি?"

(সুইডেনের সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০৫; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৫ মে ২০১৫)

মাহরাম আত্মীয়স্বজনের সামনে পর্দায় শিথিলতা

যাদের সাথে পর্দা না করার অনুমতি আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে দিয়েছেন, উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে তার উল্লেখ রয়েছে। এ বিষয়ে এক জুমুআর খুতবায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) বলেন:

"এতে যে সমস্ত আত্মীয়স্বজন ও পরিজনের উল্লেখ রয়েছে তাদের সাথে পর্দার বিষয়ে শিথিলতা রয়েছে। তাদের মাঝে সেসব লোক অন্তর্ভুক্ত যারা একেবারে নিকটাত্মীয়। অর্থাৎ স্বামী, বাবা অথবা শ্বশুর, ভাই বা ভাতিজা, ভাগনা প্রমুখ। এছাড়া নিকটাত্মীয়তার সম্পর্ক নেই এমন সবার সাথে পর্দা করতে হবে।"

[খুতবা জুমুআ, ৩০ জানুয়ারি ২০০৪, বায়তুল ফতুহ্, লন্ডন; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৯ এপ্রিল ২০০৪]

আরেক স্থানে আহমদী নারীদের সম্বোধন করে হুযূর আনওয়ার (আই.) এ প্রসঙ্গে বলেন:

স্বামী, পিতা, শ্বশুর বা স্বামীর অন্য স্ত্রীর গর্ভের সন্তান, ভাই, ভাতিজা অথবা ভাগনা, অথবা নিজেদের পরিবেশের মহিলারা যাদেরকে তোমরা সতীসাধ্বী বলে জান তারা ছাড়া বাকি সকলের সাথে পর্দা করার কথা বলা হয়েছে। বাড়ির ভেতর এরূপ মহিলাদের প্রবেশ বা তাদের সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করার অনুমতি নেই, যারা অপকর্মের জন্য পরিচিত। আবার এটিও বলা হয়েছে যে, তোমাদের চাল চলনও যেন

মার্জিত এবং শালীন হয়। আচার আচরণ ও কথাবার্তা যেন এমন না হয়, যা দুষ্ট প্রকৃতির কোন লোককে তোমার দিকে বিনা কারণে আকৃষ্ট করবে আর অযথা তাকে সুযোগ দেবে। যদি এভাবে জীবনযাপন কর আর চিন্তা ভাবনা পবিত্র রাখার জন্য তওবা করার প্রতি মনযোগী হও, তবে এতেই থাকবে তোমাদের সাফল্য এবং এতেই তোমাদের সম্মান নিহিত থাকবে আর এতেই তোমাদের মর্যাদা সমুন্নত রবে।

(যুক্তরাজ্যের সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ৩১ জুলাই ২০০৪;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৪ এপ্রিল ২০১৫)

শর্তসাপেক্ষে বাড়িতে প্রবেশের অনুমতি

বাড়ির পবিত্রতা বজায় রাখা এবং নিজ সন্তানদের সঠিক শিক্ষাদীক্ষা প্রদান ও সংশোধনের উদ্দেশ্যে গৃহে প্রবেশকারী বিভিন্ন ব্যক্তি সম্পর্কে কুরআনে বর্ণিত নির্দেশাবলীর আলোকে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) প্রদত্ত উপদেশাবলীর ভিত্তিতে হুযূর আনোয়ার তাঁর এক জুমুআর খুতবায় বলেন:

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন নিজেদের নারীদের সামনে সৌন্দর্য প্রকাশ না করার অর্থ হলো- দুষ্ট প্রবৃত্তির নারীদের সামনে খোলামেলা ও পর্দাহীনভাবে তোমাদের আসা উচিত নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সকল ভদ্রমহিলাই বাজারী পতিতাদের এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে। কারণ তাদের চাল-চলন, তাদের চরিত্র সবার সামনে স্পষ্ট থাকে। কিন্তু এমন কিছু মহিলাও রয়েছে, যারা দুষ্ট প্রকৃতির লোকদের জন্য কাজ করে থাকে। তারা বাড়িতে প্রবেশ করে প্রথমে বড়দের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে। মায়ের সাথে সুসম্পর্ক হয়ে যাওয়ার পর মেয়ের সাথে বন্ধুত্ব করার চেষ্টা করে আর এভাবে অনেক সময় তাদেরকে মন্দ পথে নিয়ে যায়। অতএব **এরকম মহিলাদের ব্যাপারে নির্দেশ হলো, অচেনা-অজানা নারীদেরকে নিজেদের গৃহে প্রবেশ করতে দেবেন না।** তাদের সম্বন্ধে প্রথমে খোঁজ-খবর নিন, কেবল তবেই পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) লিখেছেন, এমন রীতি পূর্বে ছিল কিন্তু এখন তা অনেকটাই কমে গেছে (কোন যুগে কম ছিল কিন্তু এখন কোন কোন এলাকা থেকে এরকম কিছু সংবাদ আসে, যা থেকে বোঝা যায় যে সেখানে এমন কিছু দল মাথাচাড়া দিচ্ছে যারা এ ধরনের অপকর্ম করে বেড়ায়।) বিশেষ করে পাকিস্তানে আহমদী ছেলেমেয়েদের এ ব্যাপারে অনেক বেশি সতর্ক থাকা উচিত, বরং পিতামাতার এ বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখা উচিত। কোন কোন সময় ঘরের কাজ করার নামে কোন মহিলা ঘরে প্রবেশ করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা কারো এজেন্ট হয়ে থাকে। তারা ঘরের যুবতী মেয়েদের ফুসলিয়ে, প্রাথমিকভাবে বন্ধুত্বের মাধ্যমে

আর এরপর অন্য মাধ্যম কাজে লাগিয়ে তাদের মাঝে বদঅভ্যাস সৃষ্টি করে। কাজেই এমন চাকর-চাকরানীর বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত আর ভালভাবে খোঁজ-খবর না নিয়ে বাড়িতে নিয়োগ দেয়া উচিত নয়। দুষ্ট মহিলাদের এ কাজ এখন ইন্টারনেটও আরম্ভ করে দিয়েছে। জার্মানি এবং অন্য কিছু দেশেও এমন অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে যে, সেখানে কিছু এমন দল রয়েছে যারা অতি সন্তর্পণে প্রথমে জ্ঞানের কথা বা অন্যান্য কথা বলে আকৃষ্ট করে, বন্ধুত্ব গড়ে তোলে আর তারপর ভ্রান্ত পথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়ে থাকে।

(খুতবা জুমুআ ৩০ জানুয়ারি ২০০৪, বায়তুল ফতুহ্, লন্ডন;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৯ এপ্রিল ২০০৪)

একইভাবে নরওয়ের ন্যাশনাল মজলিসে আমেলার সাথে এক মিটিং-এ হুযূর আকদাস (আই.) পর্দা সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দিতে গিয়ে বলেন:

'বিভিন্ন পরিবারে লোকদের আনাগোনা থাকে। তারা বলে, আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক আছে বা অনেক দিনের চেনা জানা –এমনটি করা উচিত নয়। একে অপরের বাড়িতে সাক্ষাতের জন্য যখন যান, তখন পুরুষরা আলাদা বসবেন আর নারীরা পৃথক পর্দার আড়ালে বসবেন।'

(ন্যাশনাল আমেলার মিটিং, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত নরওয়ে, ৩ অক্টোবর ২০১১;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৩০ ডিসেম্বর ২০১১)

এই বিষয়টি ভিন্ন আঙ্গিকে বর্ণনা করতে গিয়ে হুযূর আকদাস (আই.) একবার বলেন:

'অনেক সময় পুণ্যের নামে কিংবা মানবিক সহানুভূতির নামে অথবা অপরকে সাহায্য করার অজুহাতে পুরুষ এবং নারীর পারস্পরিক পরিচয় হয়, যা কোন কোন সময় অশুভ পরিণতি ডেকে আনে। এজন্যই যে বাড়ীতে স্বামী ঘরে নেই, এমন মহিলাদের বাড়িতে যেতে রসূলে করীম (সা.) বারণ করতেন আর এর কারণ হিসেবে বলেন যে, শয়তান মানুষের শিরায় রক্তের মত ধাবমান থাকে।' *(সুনান তিরমিযি, কিতাবুর রিযা মা জাআ ফী কারাহীয়াতিদ দুখুলী আলা মুগবাতি, হাদীস ১১৭২)*

এই কথার মধ্যে মহানবী (সা.) নীতিগত একটি আদেশ দিয়েছেন আর তা হচ্ছে, না-মাহরামরা (অর্থাৎ যাদের মাঝে বিয়ে হতে পারে) যেন কখনো আলাদাভাবে মিলিত না হয়; কেননা, এর ফলে শয়তান নিজের দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করার সুযোগ পেয়ে যেতে পারে।

অতএব এই সমাজে, যেখানে স্বাধীনতার নামে ছেলে ও মেয়ের অবাধ মেলামেশা ও আলাদা হয়ে দেখা-সাক্ষাত করায় কোন ক্ষতি আছে বলে মনে করা হয় না, সেখানে আহমদীদের বিশেষভাবে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। আবার কেবলমাত্র

নির্বোধ ছেলেমেয়ের কারণেই যে পাপ মাথাচাড়া দিচ্ছে, এমনটিও নয়, বরং এটিও দেখা গেছে যে, বিবাহিত লোকদের মাঝেও ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং বন্ধুত্বের নামে একে অপরের বাড়িঘরে অবাধে আসা-যাওয়া বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি করে এবং ঘর ধ্বংস হয়ে যায়। এ কারণেই আহমদীদের, যাদের আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে গ্রহণ করার সৌভাগ্য দিয়েছেন আর যিনি আমাদেরকে ইসলামের প্রতিটি শিক্ষার তাৎপর্য বুঝিয়েছেন, তাদের উচিত আল্লাহ্ তা'লা এবং মহানবী (সা.)-এর প্রতিটি নির্দেশ কোন প্রশ্ন না করে নির্দ্বিধায় মেনে চলা।

(খুতবা জুমুআ, ২০ মে ২০১৬; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১০ জুন ২০১৬)

মহিলা ও পুরুষদের সভা-সমাবেশ পৃথকভাবে হওয়া বাঞ্ছনীয়

ইসলামের শিক্ষা হলো, নারী-পুরুষের অবাধ ও পর্দাহীন মেলামেশা এবং সাক্ষাত যেন না হয়, অর্থাৎ নারী-পুরুষের যেন মিশ্র সমাবেশ না হয়। এ বিষয়ে আহমদী নারীদের দিকনির্দেশনা দিতে গিয়ে হুযূর আনোয়ার (আই.) খুবই প্রজ্ঞাপূর্ণ উপদেশ প্রদান করে বলেন:

"বোরকা পরে আপনারা যদি পুরুষদের সমাবেশে বসা আরম্ভ করে দেন এবং পুরুষদের সাথে করমর্দন করা শুরু করে দেন তাহলে পর্দার উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয় আর এর কোন উপকারিতাও থাকে না। পর্দার মূল উদ্দেশ্য হলো, না-মাহরাম পুরুষ ও নারী যেন অবাধে মেলামেশা ও দেখা সাক্ষাত না করে আর এদের উভয়ের স্থান যেন পৃথক হয়। আপনার বান্ধবীর ঘরে গিয়ে আপনি যদি তার স্বামী, ভাই অথবা অন্য কোন আত্মীয়ের সাথে খোলামেলা পরিবেশে বসেন, আর আপনার মুখ ঢাকা থাকলেও বা মুখ ঢেকেও যদি কারো সাথে করমর্দন করেন, তাহলে এটিকে পর্দা পালন করা বোঝায় না। পর্দার মূল উদ্দেশ্য হলো, না-মাহরাম পুরুষ যেন নারীদের মাঝে না আসে আর মহিলারা যেন না-মাহরাম পুরষদের সামনে না যায়। প্রত্যেকের সভা-সমাবেশ যেন পৃথক হয়। পক্ষান্তরে পবিত্র কুরআনে এ আদেশ রয়েছে যে, কতিপয় এমন মহিলা যারা দুষ্ট প্রকৃতির বা যারা চিন্তাধারাকে নোংরামির দিকে নিয়ে যায়, তাদের সাথেও পর্দা কর এবং তাদের এড়িয়ে চল। তাই সতর্কতা অবলম্বন করুন এবং এমন সভা-সমাবেশ পরিহার করুন।"

(কানাডার সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ৩ রা জুলাই ২০০৪;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০০৫)

নারী-পুরুষের পরস্পর করমর্দন করা

নারী-পুরুষ পরস্পর করমর্দন করা পর্দার শিক্ষাকে অস্বীকার করারই নামান্তর। এ প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের উত্তরে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"পুরুষদের সাথে অপ্রয়োজনীয় কথা-বার্তা বলা এবং অযথা খোলামেলা আচরণে পুরুষরা করমর্দনের সুযোগ পায়। আহমদী নারীদের উচিত নিজেদের মর্যাদা বোঝা এবং পুরুষদের এমন সুযোগ না দেয়া। তাদেরকে স্পষ্ট করে বলে দেয়া উচিত, আমাদের ধর্মে নারীরা পুরুষদেরকে সম্ভাষণ করে না অর্থাৎ করমর্দন করে না।"

(লাজনা ইমাইল্লাহ্, আয়ারল্যান্ডের মজলিসে আমেলার সভা, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১০; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২২ অক্টোবর ২০১০)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর আমেরিকা সফরকালে ওয়াশিংটনের বাইতুর রহমান মসজিদে আহমদী ছাত্রীদের সাথে তাঁর একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় ছাত্রীরা হুযূরের অনুমতিক্রমে তাঁকে কয়েকটি প্রশ্নও করে।

এক প্রশ্নের উত্তরে হুযূর আনোয়ার (আই.) ছাত্রীদের, বরং সকল লাজনা সদস্যার ঘরে, স্কুল-কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্দা বজায় রাখার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং আহমদী নারী হিসেবে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করেন। কর্মক্ষেত্র বা চাকুরিস্থলে পুরুষের সাথে করমর্দন সংক্রান্ত এক প্রশ্নের উত্তরে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

"যে কারণে পর্দা করা যুক্তিযুক্ত, সেই একই যুক্তি পুরুষের সাথে হাত মেলানোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য অর্থাৎ আপনি যদি কোন না-মাহরাম পুরুষের দৃষ্টি থেকে নিজেকে নিরাপদ দূরে রাখেন, তাহলে তার হাত থেকে কেন নিজেকে সুরক্ষিত রাখবেন না?"

(আমেরিকার ওয়াশিংটনে ছাত্রীদের সাথে বিশেষ সভা, ২৬ জুন ২০১২; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৭ আগস্ট ২০১২)

জার্মানির ওয়াকেফে নও মেয়েদের সাথে অনুষ্ঠিত এক প্রশ্নোত্তর সভায় ছেলেদের সাথে করমর্দন করার বিষয়ে ওয়াকেফে নও এক মেয়ে এ প্রশ্ন করে যে, আমি এখানকার একটি প্রতিষ্ঠানে গিয়েছি। একজন পুরুষ বসা ছিল আর সে ব্যক্তি সালাম করার জন্য হাত বাড়িয়ে দেয়। এমন পরিস্থিতিতে কী করা উচিত?

এর উত্তরে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

"আমার সাথেও দু'একবার এমন হয়েছে আর এ অবস্থায় আমি যা করি তা হলো, সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে যাই যার ফলে অপরপক্ষ বুঝে যায়। সত্য কথা হলো নিজেকে বাঁচানোর দায়িত্ব আপনার নিজের। সমাজকে যদি ভয় করেন তাহলে কিছুই হবে না। দু'চারবার যদি এমনটি করেন আর অন্য পক্ষকে বলে দেন যে, আমার ধর্ম আমাকে পুরুষের সাথে হাত মেলাতে বারণ করে; তাহলে সে নিজেই শুধরে যাবে।"

এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হুযূর আনোয়ার (আই.) আরো বলেন:

"আপনি যদি আপনার ধর্মীয় শিক্ষার প্রসার চান এবং মানুষকে এ বিষয়ে জানাতে চান এবং এতে প্রতিষ্ঠিত থাকতে চান, তাহলে কোন কোন সময় মানুষের হৃদয়ে ছোটখাটো আপত্তি-অস্থিরতা দেখা দেবে, যা সহ্য করতে হয়। এটি শুধু আজকের সমস্যা নয়, বরং এটি চিরন্তন। এ প্রসঙ্গে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) লিখেছেন: "সেযুগের কথা, যখন পাক-ভারত অবিভক্ত ছিল এবং ইংরেজদের অধীন ছিল। তখন তাদের ভাইসরয়, লর্ডস এবং গভর্ণররা শাসনকার্য পরিচালনা করত। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর সাথে এদের কারো কারো ব্যক্তিগত সম্পর্কও ছিল। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) লিখেন, আমি দিল্লীতে ছিলাম, সেখানে এক লর্ড আমাকে আমন্ত্রণ করলে আমি তাকে বলি, আমাকে ডেকো না, কারণ সেখানে অনেক লোকজন থাকবে, মহিলারাও থাকবে আর আমি তো মহিলাদের সালাম করবো না বা করমর্দন করবো না আর এতে জনমনে অস্থিরতা সৃষ্টি হবে। এতে সেই লর্ড বলল, কোন সমস্যা নেই, আপনি আসুন। আমি বললাম ঠিক আছে, আমি তাহলে এক কোণে বসে থাকবো। আমি সেখানে এক কোণায় বসে গেলাম কিন্তু সেখানেও পুরনো পরিচিত এক ইংরেজ দেখা করার জন্য চলে আসে এবং তার স্ত্রী করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দেয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বললেন, ক্ষমা করবেন, মহিলাদের সাথে আমি করমর্দন করি না। এতে সেই মহিলা খুবই অসন্তুষ্ট হলো এবং সেই ইংরেজ নিজেও খুব লজ্জিত হয়। পরে তিনি (অর্থাৎ সেই ইংরেজ বন্ধু) লিখেছেন, আমি সারা রাত অস্থিরতায় কাটিয়েছি, কারণ আপনি হয়তো ভেবে থাকবেন যে, আপনার সাথে আমার এত পুরনো সম্পর্ক আর আমি ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে অবগত আছি তা সত্ত্বেও আমি আমার স্ত্রীকে বলি নি যে, সালামের জন্য সামনে হাত বাড়াবে না, অপরদিকে আমার স্ত্রীর জন্যও চিন্তিত ছিলাম। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন, আমি পরবর্তীতে তাকে চিঠিও লিখি আর দাওয়াতও দিয়েছি এবং সাথে তার স্ত্রীকেও আমন্ত্রণ জানিয়েছি। তাদেরকে খাবার-দাবার খাইয়েছি আর তাদের ভালো আতিথ্যও হয়েছে এবং তারা আশ্বস্ত হয়েছেন।"

ওয়াকেফে নও এক মেয়ে বলল, আমাদের হালকার এক লাজনা বোন বলেছেন, তিনি এক ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলেন আর ডাক্তার তার দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়ায় তিনি ডাক্তারের সাথে করমর্দন করেন। একথা শুনে আমি তাকে বলেছি, হাত মেলানো বা করমর্দন করা তো নিষেধ। এর উত্তরে সেই আন্টি বললেন, সেই ডাক্তারের মনেও কোন কুচিন্তা ছিল না আর আমার মনেও ছিল না। তাই করমর্দন করলে কিছু হয় না।

একথা শুনে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"তিনি ভুল বলেছেন। মনে কু-চিন্তা না থাকলে একাজ করা যাবে, এটা কোথায় লেখা আছে? আমি এর আগেও বলেছি, ইসলামের শিক্ষা সম্ভাব্য সকল বিষয়কে আয়ত্ত করে। যারা করমর্দন করে, এমন শতকরা আশি থেকে নব্বই ভাগ নারী পুরুষের মনে কোন কু-চিন্তা থাকে না কিন্তু তা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা বারণ করেছেন। মহানবী (সা.)-এর মনে কি নারীদের নিয়ে কোন কুচিন্তা ছিল? নাউযুবিল্লাহ। এমন অনেক ঘটনা দেখা যায় যে, মহিলারা বয়আত গ্রহণের জন্য হাত বাড়িয়ে বলেছিলেন, আমাদের বয়আত নিয়ে নিন; কিন্তু মহানবী (সা.) বলেছেন, আমি নারীদের হাত ধরে বয়আত নেই না। হাদীসে মহানবী (সা.)-এর জীবনে এমন অনেক ঘটনার প্রমাণ পাওয়া যায়। বয়আত একটি পবিত্র কাজ হওয়া সত্ত্বেও মহানবী (সা.)-এর উন্নত মর্যাদা দেখুন, তিনি (সা.) বলে দিয়েছেন, নারীদের সাথে আমি হাত মেলাই না। এরপর মন্দের আর কী বাকি থাকল? অতএব, এসবই হলো অজুহাত। মানুষ আসলে এই সমাজে এসে সমাজকে ভয় করে। কোথায় নিজের শিক্ষা তুলে ধরবে, নিজের ঈমান দৃঢ় করবে! তা না করে তাদের মত হয়ে যাওয়া ভীরুতা বৈ কী? অতএব, যে মহিলাই এমন কাজ করেছেন, তিনি খুবই ভীরু মহিলা।"

এই ওয়াকেফে নও মেয়ে পুনরায় নিবেদন করে যে, আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন পর্দা প্রসঙ্গে। কোন কোন মহিলাকে যখন বলা হয় আপনারা পর্দা করুন, তখন তারা বলেন, এখানে কোন আহমদী নেই তাই এখানে পর্দা করার প্রয়োজন নেই।

এর উত্তরে খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) বলেন:

"পর্দা কি কেবল আহমদীদের সাথেই করতে হবে? তাকে বলে দিন, কোথাও এ কথা লেখা নেই যে, কেবল আহমদীদের সাথেই পর্দা কর। বরং পর্দার আদেশ যখন অবতীর্ণ হয়েছে তার পূর্বে এক ইহুদী, মুসলিম এক মহিলার সাথে খুবই নেক্কারজনক আচরণ করে অর্থাৎ তার চাদর, ইত্যাদি টানাহেঁচড়া করার চেষ্টা করে। সত্যকথা হলো, পর্দার আদেশ আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই দিতেন কিন্তু এটিও একটি তাৎক্ষণিক কারণ হিসেবে কাজ করেছে। অতএব একথা কোথাও লেখা নেই যে, তোমরা

কেবল আহমদীদের সামনে পর্দা করো। ক্ষতির আশংকা কি কেবল আহমদীদের পক্ষ থেকেই রয়ে গেলো? গায়ের আহমদীদের পক্ষ থেকে কি কোন আশংকা নেই? কুরআনে কোথাও একথা লেখা নেই যে, কেবল মুসলমানদের সামনেই তোমাদের পর্দা করতে হবে। কুরআনে লেখা আছে যে, তোমাদের চাদর মাথায় দাও আর নিজেদের ওড়না দ্বারা বক্ষ আবৃত করে রাখ। তাই তিনি যদি এরূপ কোন কথা বলে থাকেন, তাহলে ভুল বলছেন। তিনি নতুন শরিয়ত প্রচার করছেন। ওয়াকেফে নও মেয়ে হিসেবে আপনাদের দায়িত্ব হচ্ছে, এরূপ মহিলাদের এ কথা বলা যে, বেদাতের সূচনা করবেন না আর নিজের মনগড়া শরীয়ত প্রচার করবেন না। ঐ লোকদের সংশোধন আপনাদেরকেই করতে হবে। এই মুহূর্তে আমার সামনে যে দু'শত ত্রিশ জন ওয়াকেফে নও মেয়ে বসে আছে, এরাই যদি সংশোধনের জন্য সোচ্চার হয়ে যায়, তাহলে অন্যদের মন-মস্তিষ্ক আপনা আপনিই ঠিক হয়ে যাবে।

(ওয়াকেফাতে নও ক্লাস, জার্মানি, ২৩ এপ্রিল ২০১৭;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৯জুন ২০১৭)

ইউরোপে বসবাসকারী কতক আহমদী মেয়ের পুরুষদের সাথে করমর্দন করার অভ্যাস সম্পর্কে নরওয়েতে লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র ন্যাশনাল মসলিসে আমেলার এক বৈঠকে উপদেশ দিতে গিয়ে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

...একইভাবে রয়েছে পুরুষের সাথে মেলামেশা ও সালাম করার বিষয়টি। এখানে করমর্দনের ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। ইউরোপের সর্বত্র এটি প্রচলিত। আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি-

কতক মেয়ে অবচেতন মনে যখন আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দেয় তখন বোঝা যায় যে, তাদের করমর্দনের অভ্যাস রয়েছে। সূচনাতেই এক মেয়ের লজ্জাবোধের চেতনা সৃষ্টি হওয়া উচিত। আমি ওয়াকফে নও মেয়েদেরও বলেছি যে, দশ বছর বয়সে নামায ফরজ হয়ে যায়। তখন আবশ্যকীয় সকল ধর্মীয় বিধিনিষেধ মেনে চলা আবশ্যক। অবশ্য পালনীয় যে সকল বিষয় রয়েছে, সেগুলোর ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। এই বয়সে উপনীত হবার পূর্বেই তাদের মাঝে এসবের অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত।

(লাজনা ইমাইল্লাহ্, নরওয়ের মিটিং, ২ অক্টোবর ২০১১;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৩ ডিসেম্বর ২০১১)

গৃহকর্মীদের সামনে পর্দা

অনেক পরিবারে গৃহকর্মীদের সাথে পর্দা করার অভ্যাস নেই অথচ এ বিষয়েও পবিত্র কুরআনে বর্ণিত পর্দার শিক্ষা দৃষ্টিতে রাখা আবশ্যক। পারিবারিক গৃহকর্মীদের বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করে হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর এক জুমুআর খুতবায় বলেন:

"অনেক জায়গায় এমন রীতি-রেওয়াজও দেখা যায় যে, সব ধরনের গৃহকর্মীর সামনে মানুষ পর্দাহীন অবস্থায় চলে আসে। স্মরণ রাখতে হবে যে, ঐসব গৃহকর্মী বা ঐসব ছেলেমেয়ে যারা ঘরের শিশুদের সাথে বড় হয়েছে বা যারা মধ্য বয়স অতিক্রম করেছে অর্থাৎ সেই বয়ঃসীমা পেরিয়ে গেছে যখন কোন কুচিন্তা মাথায় আসতে পারে অথবা ঘরের কথা বাইরে বলার চিন্তা মাথায় আসতে পারে; এমন লোক ছাড়া সকল শ্রেণির মানুষ ও চাকর-চাকরানীর সাথে পর্দা করা উচিত। কোন কোন জায়গায় দেখা গেছে যে, এমন গৃহকর্মী যারা মাত্র কয়েকমাস পূর্বে কাজে যোগ দিয়েছে, তারা নির্দ্বিধায়-নির্বিচারে শয়নকক্ষে আনাগোনা করে আর মহিলা ও মেয়েরা সেখানে ওড়না-বিহীন অবস্থায় বসে থাকে আর এটির নাম রাখা হয় মুক্ত চিন্তা। এটি মুক্ত চিন্তাধারা নয়। যখন এর ফলাফল সামনে আসে, তখন তারা হা-হুতাশ করে। পর্দার বিষয়ে এ আয়াতে কেবল শিশু সন্তানদের ক্ষেত্রেই ছাড় দেয়া হয়েছে।

বলা হয়েছে, তোমার চলনভঙ্গি শালীন হওয়া উচিত, গাম্ভীর্যপূর্ণ হওয়া উচিত। বিনা কারণে মাটিতে সজোরে পা মেরে হাঁটবে না। তোমার চলনভঙ্গি এতটা গাম্ভীর্যপূর্ণ হওয়া উচিত যেন তোমার প্রতি কুদৃষ্টিতে তাকানোর দুঃসাহস কারো না হয়। যখন তুমি পর্দায় থাকবে এবং পুরোপুরি গাম্ভীর্য বজায় রাখবে, তখন তোমার প্রতি একবার তাকানোর পর দ্বিতীয়বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করার ধৃষ্টতা কারো হবে না।

(খুতবা জুমুআ, ৩০ জানুয়ারি ২০০৪, বায়তুল ফতুহ্, লন্ডন;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৯ এপ্রিল ২০০৪)

বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যুবকদের মাধ্যমে খাবার পরিবেশন করা

বর্তমানে বিয়েশাদি এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে মহিলাদের মাঝে পুরুষরাও খাবার পরিবেশন করে যা স্পষ্টতই পর্দাহীনতার শামিল। অসুন্দর ও অশোভন এই আচরণ থেকে বিরত থাকার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে গিয়ে হুযূর (আই.) বলেন:

"আমাদের সমাজে কোন কোন জায়গায় বিয়েশাদি ইত্যাদিতে খাবার পরিবেশনের জন্য পুরুষদের ডাকা হয়। দেখুন একদিকে পর্দার বিষয়ে কত কঠোর শিক্ষা দেয় হয়েছে আবার অপরদিকে এ কাজে ছেলেদের ডাকা হয় আর বলা হয় যে, এদের বয়স কম। অথচ যাদেরকে স্বল্পবয়স্ক বলা হচ্ছে, তারাও কমপক্ষে সতের আঠারো বছর বয়সের যুবক। মোটকথা, এরা অবশ্যই সাবালক। বিয়েশাদির অনুষ্ঠানে যুবতী মেয়েরাও ঘোরাফেরা করে আর যেসব বেয়ারাদের ডাকা হয়, জানা থাকে না যে, তারা কোন শ্রেণির মানুষ। তাই আমি পূর্বেও বলেছি, এরা প্রাপ্তবয়স্ক এবং এদের সাথে পর্দা করার নির্দেশ রয়েছে।

অল্প বয়স্ক হলেও যে পরিবেশে তারা বসে এবং কাজ করে, এমন পরিবেশে বসে তাদের মন-মস্তিষ্ক অবশ্যই নোংরা হয়ে গিয়ে থাকে। বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া তাদের ভাষাও শালীন হয় না আর চিন্তাধারাও পবিত্র হয় না। পাকিস্তানে আমি দেখেছি, মোটের ওপর এ ধরনের ছেলেরা নির্ভরযোগ্য হয় না। তাই মায়েদেরও কিছুটা সচেতন হওয়া উচিত। তাদের নিজেদের পর্দা করার বয়স যদি পেরিয়ে গিয়েই থাকে, কমপক্ষে মেয়েদের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা উচিত। কেননা যারা এসব কাজ করে এমন ছেলেদের চোখ আপনারা অবনত রাখতে পারবেন না। এরা বাইরে গিয়ে অপছন্দনীয় মন্তব্য করতে পারে আর মেয়েদের বরং বংশের দুর্নামের কারণও হতে পারে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) একবার বলেছিলেন, আহমদী ছেলেদের (খোদ্দাম ও আতফালের) সমন্বয়ে টিম গঠন করা উচিত যারা এ ধরনের বিয়েশাদির অনুষ্ঠানে স্বেচ্ছাশ্রম দিবে। এর ফলে খেদমতে খালক তথা সৃষ্টিসেবাও হবে আর ব্যয়ভারও লাঘব হবে। অনেক এমন পরিবার আছে যারা অর্থের বিনিময়ে বেয়ারা ভাড়া করার সামর্থ্য রাখে না কিন্তু লোকদেখানোর জন্য কয়েকজনকে ডেকে বসে। এভাবে আহমদী সমাজের বাইরে থেকে যুবকদের ডাকার রীতিরও অবসান ঘটবে। খোদ্দামুল আহমদীয়া ও আনসারুল্লাহর অনুষ্ঠানে ছেলেদের টিম আর

মেয়েদের কোন অনুষ্ঠান যদি থাকে, সেক্ষেত্রে লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র মেয়েদের টিম কাজ করবে। অর্থ খরচ করার অতি উৎসাহ যদি থাকে আর খাবার পরিবেশনে ছেলেদেরকে অথবা বেয়ারাদেরকে যদি ডাকতেই হয়, সেক্ষেত্রে পুরুষদের জায়গায় পুরুষ বেয়ারা আসবে। এখানে মহিলাদের হলে আমি দেখেছি, খাবার মহিলারাই পরিবেশন করছে। মহিলাদের অংশে মহিলা বেয়ারার ব্যবস্থা থাকা দরকার আর এ বিষয়ে কোন ধরনের হীনম্মন্যতার শিকার হওয়া উচিত নয়। যেভাবে আমি পূর্বেও বলেছি যে, অনেকে অন্যের দেখাদেখি টাকা খরচ করে থাকে– এটিও এক ধরনের হীনম্মন্যতা। কোন ধরনের হীনম্মন্যতাই থাকা উচিত নয়। যদি সংকল্পবদ্ধ হন যে, আমরা পবিত্র কুরআনের নির্দেশ পালন করব আর পবিত্রতাও বজায় রাখব, তাহলে কাজতো হবেই কিন্তু এর পাশাপাশি আপনাদের পুণ্যও লাভ হবে।

(খুতবা জুমুআ, ৩০ জানুয়ারি ২০০৪, বায়তুল ফতুহ, লন্ডন;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৯ এপ্রিল ২০০৪)

নৃত্য হচ্ছে নির্লজ্জতা ও অশালীনতা

পর্দার নির্দেশনা সম্বলিত পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহের হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-প্রদত্ত আকর্ষণীয় ব্যাখ্যার আলোকে মহিলাদের নৃত্য করা থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিতে গিয়ে হুযূর (আই.) বলেন:

মাটিতে পদাঘাত করে হাঁটা-সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞার অর্থ হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এটি করেছেন যে, নৃত্য পরিবেশনাকে শরিয়ত সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করেছে। কেননা এর ফলে নির্লজ্জতা প্রসার লাভ করে। অনেক মহিলা বলে থাকে যে, মহিলারা যদি মহিলা অঙ্গনে নাচে তাতে কী সমস্যা? মহিলা অঙ্গনে মহিলাদের নৃত্য করাতেও সমস্যা আছে। পবিত্র কুরআন বলে দিয়েছে যে, এর ফলে নির্লজ্জতার প্রসার ঘটে। মোটকথা, প্রত্যেক আহমদী মহিলাকেই এই নির্দেশ মেনে চলতে হবে।

কোথাও বিয়েশাদি ইত্যাদিতে যদি এ ধরনের খবর আসে যে, সেখানে নৃত্য ইত্যাদি করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনাকে অবশ্যই সক্রিয় হওয়া উচিত এবং এরূপ লোকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

কোন কোন মহিলা এমন আছেন যাদের তরবিয়ত বা শিক্ষাদীক্ষায় ঘাটতি রয়েছে। তারা বলে যে, রাবওয়া গিয়ে দেখ! সেখানে বিয়েবাড়ি আর মরা-বাড়ির মাঝে কোন পার্থক্যই নেই, নাচগান কোন কিছুই নেই। এ প্রেক্ষিতে প্রথম কথা হলো নৃত্যের সাথে ভদ্র ও শালীন মানুষের কোন সম্পর্ক নেই। এ বিষয়ে কারো আপত্তি থাকলে

সে যেন (নৃত্যহীন) এমন বিয়েতে অংশগ্রহণ না করে। গান সম্পর্কে কথা হলো, মেয়েরা যে সকল ভদ্র ও শালীন গান গেয়ে থাকে তা গাওয়াতে কোন সমস্যা নেই, এছাড়া দোয়ামূলক বা ভক্তিমূলক নযমও পড়া হয়। অতএব কীভাবে কেউ এটি বলতে পারে যে, বিয়েবাড়ি আর মরা-বাড়ির মাঝে কোন পার্থক্য নেই? এটি আসলে সঠিক চিন্তাভাবনার দৈন্যতা বৈ-কী! এরূপ মানুষের উচিত আত্মসংশোধন করা। আমরা দোয়ার মাধ্যমেই নবদম্পতিকে বিদায় দিয়ে থাকি, যাতে তারা দোয়ার মাধ্যমে সকল অর্থে কল্যাণময় নতুন জীবনের সূচনা করতে পারে। বিয়ের আনন্দের পাশাপাশি তাদের দোয়ারও প্রয়োজন রয়েছে, যেন আল্লাহ্ তা'লা তাদের সংসার আবাদ রাখেন এবং পুণ্যবান ও সৎ সন্তান দান করেন। অধিকন্তু তারা উভয়েই যেন ধর্মের সেবক হয়, তাদের পরবর্তী প্রজন্মও যেন ধর্মের সেবক হয়।

এছাড়া বৈবাহিক সম্পর্ক-বন্ধনে আবদ্ধ উভয় পক্ষের জন্যে এ দোয়া করা উচিত যে, তারা যেন তাদের পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করতে পারে; সারকথা হলো, আহমদীরা এভাবেই বিয়ে করে। এ বিষয়ে কারো আপত্তি থাকলে থাক। আমাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ হলো আনন্দ করলেও তা অনাড়ম্বরতার মাঝে কর আর আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির বিষয়টি সর্বদা মাথায় রাখ। কেননা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন ও তাঁর প্রতি বিনত হওয়ার মাঝেই আমাদের সাফল্য নিহিত। কাজেই আমরা এভাবেই বিয়ের অনুষ্ঠান করে থাকি আর আমাদের বিয়েশাদিতে যেসব অ–আহমদী এসে থাকে তারাও ইতিবাচক প্রভাব নিয়ে ফিরে যায়।"

(খুতবা জুমুআ, ৩০ জানুয়ারি ২০০৪, বায়তুল ফতুহ, লন্ডন;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৯ এপ্রিল ২০০৪)

বিয়ের অনুষ্ঠানে নৃত্য করাকে এক চরম বাজে কাজ আখ্যায়িত করে আহমদী মহিলাদের এই নোংরা কাজ থেকে বিরত থাকতে কঠোরভাবে নির্দেশ প্রদান করে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"এ প্রসঙ্গে আমি আরেকটি কথাও বলে দিচ্ছি, কিছু সংখ্যক বিয়েশাদিতে নৃত্য পরিবেশিত হয় এবং চরম নির্লজ্জতার সাথে এতে দেহ প্রদর্শন করা হয়– এ মর্মে কিছু অভিযোগও এসেছে; এটি অত্যন্ত গর্হিত কাজ। স্মরণ রাখবেন! মেয়েদের সামনেও মেয়েদের নৃত্য করার অনুমতি নেই। অজুহাত দেখিয়ে বলা হয় যে, ব্যায়াম করার সময়ও অঙ্গ সঞ্চালন হয়ে থাকে। প্রথম কথা হলো, প্রত্যেক মহিলা বা মেয়ে পৃথক পৃথকভাবে ব্যায়াম করে থাকে কিংবা দু'একজনই অন্যের সামনে তা করে। মেয়েদের সামনে বা ক্লাবে গিয়েও যদি অশালীন পোষাকে ব্যায়াম করা হয় তাহলে এটিও বাজে কাজ। এরূপ ব্যায়ামের অনুমতিও দেয়া যায় না।

দ্বিতীয়ত নৃত্য করার সময় মানুষের আবেগ অনুভূতি সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়ে থাকে। ব্যায়ামের সময় পূর্ণ মনোযোগ তো ব্যায়ামের দিকে নিবদ্ধ থাকে আর কোন বাজে ও অযথা চিন্তা মাথায় আসে না অথচ নৃত্যকালীন সময়ে অবস্থা এমন হয় না। নর্তকীরা যদি ন্যায়ের দৃষ্টিতে দেখে তবে তারা বুঝতে পারবে যে, ওই সময় তাদের মানসিক অবস্থা কেমন হয়ে থাকে। এছাড়া ব্যায়াম বাদ্য বা ছন্দের তালে তালে করা হয় না কিন্তু নৃত্যের জন্য গানবাজনাও চালিয়ে দেয়া হয় আর বিয়েশাদিতে খুবই বাজে ধরনের গান শোনানো হয়, অথচ বিয়েশাদির সময় গাওয়ার জন্য ভদ্র ও শালীন গানও রয়েছে। কনের বিদায় অনুষ্ঠানে, কনেকে বিদায় জানানোর সময় গাওয়ার জন্য আমাদের অনেক ভালো ভালো এবং দোয়ামূলক বা ভক্তিমূলক যেসব নযম রয়েছে সেগুলো গাওয়া উচিত।"

(জার্মানির সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ০১ সেপ্টেম্বর ২০০৭; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ০২ ডিসেম্বর ২০১৬)

বিয়ের অনুষ্ঠানে কনে এবং অন্য মহিলারা পর্দা করুন

বিয়েশাদির সময় কনের পাশাপাশি সে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য মহিলাদের পর্দার প্রতিও বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ওয়াকফে নও মেয়েদের এক ক্লাসে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"কথা হলো, আল্লাহ্ তা'লা এটি কোথাও বলেন নি যে, কনের পর্দা করার প্রয়োজন নেই, কনে জাঁকজমক পোষাকে বধু সাজবে আর যারা কনে নয় কেবল তারাই পর্দা করবে! আজ থেকে চৌদ্দশত বছর পূর্বে মহানবী (সা.)-এর যুগেও বিয়েতে কনেরা সাজত এবং ভালো কাপড়চোপড় পরিধান করত। কনে মহিলাদের মাঝে বসার সময় যেমন খুশি বসতে পারে। এখানকার খ্রিষ্টান কনেদের দেখুন! তারা যখন বিয়ে করে (আর এজন্য) গীর্জায় যায় তখন তারাও একটি শুভ্র পর্দা পরিহিত থাকে এবং নিজেদের ঢেকে রাখে। সুতরাং, যাদের পর্দা করার শিক্ষা নেই তারাও যদি বিয়ের সময় নিজেদের ঢেকে রাখে তাহলে আমাদের বধুদের তো আরো বেশি পর্দা করা উচিত। মহিলাদের মাঝে কেউ যদি মুখ না ঢেকে ওড়না পরে থাকে তবে তা গ্রহণযোগ্য। কিন্তু বিউটি পার্লার থেকে রূপসজ্জা করে এসেছি! কমিউনিটি সেন্টারে প্রবেশ করতে হবে আর সেখানে যাওয়ার সময় আমাদের রূপসজ্জা, অলঙ্কার কিংবা ঝুলে থাকা টিকলি যেন নষ্ট না হয়– এমনটি চিন্তা করা ঠিক নয়।

তাই পুরো শরীর ওড়নায় আবৃত কর এবং পর্দা করে পুরুষদের মধ্য দিয়ে পার হয়ে হলে প্রবেশ কর। কনে যখন পার্লার থেকে বধু সেজে আসে তখন রূপসজ্জার পর 'গারারা' বা যে পোশাক পরে সে বধু সাজে তার ওপর যেন একটি চাদর জড়িয়ে নেয় আর গাড়ি থেকে নেমে যে রাস্তাটুকু পুরুষদের মধ্য দিয়ে পেরিয়ে যেতে হয় অথবা যে দীর্ঘ রাস্তা অতিক্রম করতে হয় তা যেন নিজেকে চাদরে জড়িয়ে অতিক্রম করে। হলের ভেতর যেখানে শুধু মহিলা রয়েছে সেখানে প্রবেশের পর চাদর খুলে রাখতে কোন সমস্যা নেই। পরবর্তীতে নিজ বরের সাথে যাওয়ার সময়ও যেন চাদর জড়িয়েই গাড়িতে গিয়ে বসে। এমন নয় যে, পুরুষরা দাঁড়িয়ে আছে, সবাই দেখছে আর এর মধ্যে দিয়ে চলে যাবে আর সবাই বাহবা দেবে এবং বলবে, কনে খুব সুন্দর করে সেজেছে। আহমদী কনের সৌন্দর্য হলো তার পর্দা।"

(ওয়াকেফাতে নও ক্লাস, মসজিদ বায়তুল ইসলাম, কানাডা, ১১ জুলাই ২০১২; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১২)

বিভিন্ন অনুষ্ঠান চলাকালে মহিলারা পর্দা না করার বিভিন্ন অজুহাত দাঁড় করায়। এসব অজুহাত নাকচ করে হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর একটি জুমুআর খুতবায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন বক্তব্যের আলোকে বলেন-

"এখানে এ বিষয়টিও পরিষ্কার করে দিতে চাই যে, অনেক মহিলা এ প্রশ্নও উত্থাপন করে যে, আমরা মেকআপ করে থাকি। তাই নেকাব দিয়ে মুখ ঢাকলে আমাদের মেকআপ নষ্ট হয়ে যায়; অতএব কীভাবে আমরা পর্দা করব? প্রথমত মেকআপ না করা অবস্থায় পর্দার সর্বনিম্ন যে মান হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নির্ধারণ করেছেন তা হলো মুখমণ্ডল ও ঠোঁট খোলা থাকতে পারে কিন্তু মুখমণ্ডলের বাকি অংশ আবৃত থাকবে"। *(রিভিউ অফ রিলিজিয়ন, ৪র্থ খণ্ড, নম্বর ১, পৃ. ১৭, জানুয়ারি ১৯০৫)*

যদি মেকআপ করতে হয় তবে মুখমণ্ডল অবশ্যই ঢাকতে হবে। তাদের এটিই ভাবা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লার শিক্ষা অনুসরণ করে তারা তাদের সৌন্দর্য গোপন করবে নাকি জগদ্বাসীকে নিজেদের সৌন্দর্য এবং সাজসজ্জা প্রদর্শন করবে?

(খুতবা জুমুআ, ১৩ জানুয়ারি ২০১৭, বায়তুল ফতুহ, লন্ডন; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭)

লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, পর্দা না করার ফলে মহিলাদের অলঙ্কারাদিও প্রদর্শিত হয়ে থাকে আর এটিও এক অসঙ্গত আচরণ। এ প্রসঙ্গেও হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর একটি জুমুআর খুতবায় জামা'তের সদস্যদেরকে নসীহত করেছেন। তিনি (আই.) বলেন,

"আমাদের সমাজে অলঙ্কারাদি দেখানোর আগ্রহ অনেক বেশি। যদিও আজকাল চোর ডাকাতের ভয়ে ততটা পরিধান করা হয় না, কিন্তু বিয়েশাদির অনুষ্ঠানে কখনো কখনো এমন হয় যে, মহিলারা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায় অথচ সেখানে পুরুষরাও দাঁড়িয়ে থাকে আর তখনই কাঁড়িকাঁড়ি অলঙ্কার প্রদর্শিত হতে থাকে। তাই এ বিষয়েও সাবধান থাকা উচিত।"

(খুতবা জুমুআ, ৩০ জানুয়ারি ২০০৪, বায়তুল ফতুহ, লন্ডন;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ০৯ এপ্রিল ২০০৪)

“ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে আপত্তিকারীরাই এখন এ কথা স্বীকার করছে যে, কোন কোন স্থানে নারী-পুরুষ পৃথক থাকাই ভালো। কোন কোন ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের পৃথক পৃথক সংগঠন করার বিষয়টি এখন বিবেচিত হচ্ছে। জাগতিক সমাজব্যবস্থায়ও এ চেতনাবোধ জাগ্রত হওয়া আরম্ভ হয়ে গেছে যে, নারী ও পুরুষের পরিচিতি পৃথক পৃথক, তাই তাদের পৃথক থাকাই শ্রেয়। পুরুষ ও মহিলাদের পৃথক অনুষ্ঠান করায় আমাদেরকে যারা দোষারোপ করত আর আপত্তি করত তারা নিজেরাই এখন এ কথা স্বীকার করছে যে, কোন কোন জায়গায় নারী-পুরুষের পৃথকই থাকা উচিত।”

(যুক্তরাজ্যের সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ,
২৯ জুলাই ২০১৭)

ইসলামী পর্দা সম্পর্কে আপত্তি এবং এর খণ্ডন

পর্দা–সংক্রান্ত ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে আপত্তিসমূহের উল্লেখ করতে গিয়ে সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর এক বক্তৃতায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরেন এবং এর গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যাও প্রদান করেন যাতে এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, পর্দার প্রকৃত উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে না পারা এবং ইসলামের এই নির্দেশ না মেনে চলার কারণে যদিও তথাকথিত স্বাধীনতা লাভ হয় তথাপি এর ফলে বহু ব্যক্তিগত ও সামাজিক সমস্যা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ বিষয়ে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন:

"আজকাল পর্দা পালন সম্পর্কে আপত্তি করা হয়। কিন্তু এরা জানে না যে, ইসলামী পর্দা বলতে জেলখানা বা কারাগার বুঝায় না" অর্থাৎ কারাগার নয়, "বরং পরপুরুষ ও পরনারী যাতে পরস্পরকে দেখার সুযোগ না পায় সে উদ্দেশ্যে একপ্রকার অন্তরায় মাত্র। পর্দা থাকলে পদস্খলন থেকে রক্ষা পাবে। একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি একথা বলতেই পারে যে, বেগানা নারী-পুরুষ যেখানে একসাথে নির্দ্বিধায় অবাধ মেলামেশা ও ভ্রমণের সুযোগ পায় সেখানে প্রবৃত্তির উত্তেজনার বশে তারা যে হোঁচট খাবে না তা কী করে সম্ভব? অনেক সময় কানে আসে বা দেখা গেছে যে, দরজা বন্ধ থাকলেও বেগানা নারী ও পুরুষের একই ঘরে এক সাথে থাকাকে এমন জাতি অশোভনীয় কিছু মনে করে না, বরং এটিকেই সভ্যতা মনে করা হয়। এসব অশুভ পরিণতিকে এড়ানো ও প্রতিহত করার জন্য ইসলামী শরীয়তের প্রবর্তক সেসব কাজ করার অনুমতি দেন নি যা কারো জন্য পদস্খলনের কারণ হতে পারে। এমন পরিস্থিতি সম্পর্কে এটি বলা হয়েছে যে, যেখানে এভাবে না-মাহরাম বেগানা নারী ও পুরুষ একত্রিত হয় সেখানে তাদের মাঝে তৃতীয়জন থাকে শয়তান। সেসব কুফল সম্পর্কে একটু চিন্তা করে দেখ! যে লাগামহীন শিক্ষার কারণে ইউরোপ আজ ভুগছে।" অর্থাৎ মাত্রাতিরিক্ত স্বাধীনতা প্রদানকারী শিক্ষার কারণে ভুগছে। সেখানে লজ্জা-শরমের কোন বালাই নেই। এটি সেসব শিক্ষারই পরিণতি যে, অনেক স্থানে বেশ্যার ন্যায় লজ্জাকর জীবনযাপন করা হচ্ছে। কোন জিনিসকে যদি অন্যায় বা অবৈধ ব্যবহার থেকে মুক্ত রাখতে চাও তাহলে এর রক্ষণাবেক্ষণ কর। কিন্তু যদি রক্ষণাবেক্ষণ না কর আর ভাব যে, এরা তো ভালো মানুষ তাহলে জেনে রেখো, সে জিনিস অবশ্যই ধ্বংস হবে।" এই আত্মপ্রসাদ নেবে না যে, সমাজও ভালো আর

আমাদের কেউ দেখছেও না, তাই এখানকার পরিবেশে পর্দা করার প্রয়োজন নেই; কেননা এখানে মানুষের মাঝে অন্যের প্রতি তাকানোর অভ্যাস নেই। তিনি বলেন, যদি এটি মনে কর যে, এরা ভালো মানুষ তাহলে অবশ্যই ধ্বংস হবে। "ইসলামী শিক্ষা কতইনা পবিত্র শিক্ষা, যা নরনারীকে পৃথক রেখে স্খলন থেকে রক্ষা করেছে আর মানবজীবনকে দুর্বিসহ ও তিক্ত করে তোলে নি। অপরদিকে এ নির্দেশ না মানার কারণে ইউরোপ প্রায় সময় গৃহযুদ্ধ এবং আত্মহত্যা-ই প্রত্যক্ষ করেছে।" এখানে আত্মহত্যার হার বেশি হওয়ার এটিও একটি কারণ। "কিছু সংখ্যক ভদ্র মহিলার বারবনিতার ন্যায় জীবনযাপন করা কার্যত সেই অনুমতিরই পরিণতি– যা পর-নারীকে দেখার জন্য দেয়া হয়েছে। *(মলফূযাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯-৩০)*

মোটকথা আজও দেখুন! হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) যে বিষয়টি চিহ্নিত করেছেন সেটিই অবিশ্বাসের কারণ আর অবিশ্বাসের ফলেই সংসার বিরান হয়ে যায় এবং তালাকের ঘটনা ঘটে, যেভাবে পূর্বেও আমি বলেছি। এখানে অর্থাৎ পশ্চিমা দেশগুলোতে শতকরা ৭০ থেকে ৮০ ভাগ বিবাহবিচ্ছেদের জন্য কেবল এই স্বাধীন সমাজব্যবস্থাই দায়ী। এ বিষয়গুলো পাপের দিকে নিয়ে যায় এবং সংসার বিরান হতে শুরু করে।"

(যুক্তরাজ্যের সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ৩১ জুলাই ২০০৪; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৪ এপ্রিল ২০১৫)

সম্মানিত মানুষের পোশাক শালীন হয়ে থাকে

শালীন এবং মর্যাদাপূর্ণ পোশাক পরিধান করাকে মহান সভ্যতা ও মূল্যবোধের সাথে তুলনা করে হুযূর আনোয়ার (আই.) ইউরোপের বিভিন্ন অভিজাত বংশের লোকদের উদাহরণও দিয়েছেন। তিনি বলেন:

"অতঃপর ঘরের পরিবেশকে পবিত্র করার কাজ সম্পন্ন করার পর আপনারা এই প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন যে, যুগের বৃথা, অর্থহীন এবং বেদাত যেন আপনাদের ঘরকে প্রভাবান্বিত না করে। কেননা এই বিষয়গুলোই এই পবিত্র পরিবর্তনের প্রচেষ্টাকে ঘুণের মত খেয়ে ফেলে, যেভাবে কাঠ ঘুণে খেয়ে ফেলে। এখানে এই সমাজে (আজকাল এটিকে সভ্য সমাজব্যবস্থা মনে করা হয় অথচ এখানকার সকল বিষয় সভ্য-শালীন নয়।) এমন সব লোক শালীন এবং সভ্য আখ্যায়িত হয় যারা খুবই বাজে কার্যকলাপে লিপ্ত। ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে রাস্তায়, অলি-গলিতে,

বাজারে-বন্দরে বাজে আচরণ পরিলক্ষিত হচ্ছে। পোশাক পরে না বললেই চলে। এই নগ্ন পোশাককে এই সকল লোক সভ্য বলে অথচ কয়েক বছর আগেও বরং আজও কোন কোন দেশের জঙ্গলে বসবাসকারী আদিবাসী আর তৃতীয় বিশ্বের কতক গরীব দেশের লোকেরা পোশাক ব্যবহার না করলে তাদেরকে অসভ্য, জংলি এবং মূল্যবোধ-বিবর্জিত আখ্যা দিয়ে থাকে। কিন্তু এরা নিজেরা যখন আধুনিকতার নামে এমন আচরণ করে তখন তা সভ্যতার অংশ হয়ে যায়। কাজেই এদের ভাবধারায় এতটা প্রভাবিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। তাদের নিজ দেশেই আজ থেকে কয়েক দশক বা কয়েক বছর আগে এমনকি আজও রাজ পরিবার ও অভিজাত পরিবারের লোকদের পোশাক শালীন। ফুলহাতা জামা পরে। লম্বা কামিজ পরিধান করে, মেক্সি এবং গাউনও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এরূপ পোষাক আগেও ব্যবহার করত এবং এখনো অনেকে ব্যবহার করে আর যেমনটি আমি বলেছি, রাজপরিবারে আজও এরূপ রুচিপূর্ণ পোশাক ব্যবহার করা হয়। পৃথিবীর সকল দেশেই অভিজাত বংশ আর সভ্য মানুষেরা মদ্যপানে মাতাল হওয়া, হট্টগোল করা এবং নগ্ন পোশাককে মন্দই মনে করে তা সে যে দেশেরই হোক। কোন ধর্মের প্রভাবাধীন হয়ে তারা এমনটি করে না। এটি হয়ত তাদের পারিবারিক ঐতিহ্য, যে কারণে তারা নিজেদের পোশাক মার্জিত রাখে কিংবা তাদের প্রকৃতি তাদেরকে বলে, নগ্ন পোশাক পরিধান করা অন্যায়, তোমাদের নিজেদের একটি বিশেষ মর্যাদা রয়েছে যার কারণে তোমাদের মার্জিত পোশাক পরতে হবে যা শালীন দেখাবে।"

(লাজনা ইমাইল্লাহ্, জার্মানির বার্ষিক ইজতেমায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ১১ জুন, ২০০৬; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৯ জুন ২০১৫)

পর্দা সম্পর্কে ইঞ্জিলের শিক্ষামালার বিপরীতে কুরআনের শিক্ষা এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সামাজিক ব্যবস্থার তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ

পর্দার বিষয়ে কুরআন করীম এবং ইঞ্জিলের শিক্ষার তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর লেখার আলোকে হুযূর আনোয়ার (আই.) বিভিন্ন সময় ইসলামী পর্দার গুরুত্বের প্রতি আলোকপাত করেছেন। যেমন, সুইডেনে মহিলাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত নিজের বক্তৃতায় হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "ইসলাম আবার একথা কোথায় বলল, শিকল পরিয়ে রাখ? ইসলাম যৌন যথেচ্ছাচারিতার মূল কর্তন করে। দেখুন! ইউরোপে কী হচ্ছে? ইউরোপে পর্দা সম্পর্কে অনেক হই চই করা হয়ে থাকে। তিনি বলেন, ইউরোপকে দেখুন কী হচ্ছে। এখানে অপ্রয়োজনীয় স্বাধীনতার কারণে (বিয়ের) কিছুদিন পরই বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে আর সংসার ভেঙে যায়। এই বিচ্ছেদের হার প্রাচ্যের চেয়ে অনেক বেশি। এখানে যে তালাক হয় অর্থাৎ বিয়ের কিছুদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর সংসার ভাঙ্গার যে হার রয়েছে, প্রাচ্যের সমাজে ততটা নেই যেখানে ইসলামের প্রকৃত চিত্র বিরাজমান।"

(সুইডেনের সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০৫; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৫ মে ২০১৫)

অন্য এক সভায় আহমদী মহিলাদের উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতির আলোকে হুযূর আনোয়ার (আই.) এই বিষয়টির বিস্তারিত বিবরণ এভাবে তুলে ধরেছেন:

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন:

"কোন যুগে পর্দা করার প্রথা না থেকে থাকলেও এ যুগটি এমন এক যুগ যখন অবশ্যই পর্দার প্রচলন থাকা বাঞ্ছনীয়, 'কেননা এটি কলি যুগ' অর্থাৎ শেষ যুগ। 'পৃথিবীতে পাপ, অবাধ্যতা, অনাচার-কদাচার ও মদপানের আধিক্য বিরাজ করছে এবং মানুষের হৃদয়ে নাস্তিকতাপ্রসূত চিন্তাভাবনার বিস্তার ঘটছে আর খোদা তা'লার আদেশের মাহাত্ম্য হৃদয় থেকে উঠে গেছে। মুখে সব কিছুই আছে। বক্তৃতা, যুক্তি

এবং দর্শনে পরিপূর্ণ কিন্তু হৃদয় আধ্যাত্মিকতা শূন্য। এরূপ সময়ে নিজের নিরীহ ছাগ-পালকে নেকড়েদের জঙ্গলে ছেড়ে দেয়া কীভাবে যুক্তিযুক্ত হতে পারে?"।

এই উদ্ধৃতির পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"এখানে [হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)] নারীদেরকে ছাগ-পাল আর নেকড়েকে নোংরা সমাজের সাথে তুলনা করেছেন। দেখুন! এখন আমরা হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগ থেকে একশত বছর পেরিয়ে এসেছি। তাহলে বলুন এখন এর গুরুত্ব কত বেশি! প্রাচ্যও নিরাপদ নয় আর প্রতীচ্যও নিরাপদ নয়। ঘর থেকে একটু বেরিয়ে দেখুন! যা কিছু হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন তা আপনাদের চোখের সামনে ভেসে উঠবে, তাই অসাবধানতার সুযোগ কোথায়? চিন্তা করুন আর নিজেরা নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করুন। কিছু পুরুষ রয়েছে যারা বেশি কঠোর হয়ে যায়, তাদেরও এ বিষয়টি দৃষ্টিপটে রাখা উচিত যে, পর্দার উদ্দেশ্য বন্দি করে রাখা নয়, পর্দা করানোই হলো মূল উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন:

"কুরআন মুসলমান নরনারীদের দৃষ্টি অবনত রাখার নির্দেশ প্রদান করে। একে অপরের প্রতি যেহেতু তাকাবেই না তাই তারা নিরাপদ থাকবে। এমন নয় যে (কুরআন) ইঞ্জিলের মত এই নির্দেশ দেবে যে, কামলোলুপ দৃষ্টিতে তাকাবে না। পরিতাপের বিষয় হল- ইঞ্জিলের লেখক এটিও জানে না যে, কামলোলুপদৃষ্টি কী জিনিস। দৃষ্টিই এমন এক জিনিস যা কামাতুর চিন্তাভাবনার উদ্রেক করে। এই শিক্ষার যে ফলাফল প্রকাশ পেয়েছে তা তাদের অজানা নয়। যারা সংবাদপত্র ইত্যাদি পড়ে তারা জানে যে, লন্ডনের পার্ক এবং প্যারিসের হোটেলের কেমন সব লজ্জাকর চিত্র এসব সংবাদপত্রে তুলে ধরা হয়।

মহিলাদের জেলখানার ন্যায় বন্দি করে রাখা ইসলামী পর্দার উদ্দেশ্য নয়। মহিলারা পর্দা করবে, এটিই কুরআন শরীফের উদ্দেশ্য। তারা যেন পরপুরুষকে দর্শন না করে। যেসব মহিলাকে সামাজিক ও পারিবারিক কারণে বাইরে যেতে হয় তাদের ঘর থেকে বের হওয়া নিষেধ নয়। তাঁরা বাইরে যেতে পারেন কিন্তু দৃষ্টির পর্দা আবশ্যক। পুণ্যের ক্ষেত্রে নারীদের পুরুষের সাথে কোন পার্থক্য করা হয় নি আর পুণ্যকর্মে পুরুষের সাথে সামঞ্জস্য গড়তে তাদের বারণও করা হয় নি। ইসলাম আবার কখন বলল যে, (তাদের) শিকলাবদ্ধ করে রাখ। ইসলাম কামলোলুপতাকে সমূলে উৎপাটন করে। ইউরোপকে দেখ! সেখানে কী হচ্ছে? মানুষ বলে- সেখানে ব্যভিচারের ক্ষেত্রে কুকুরের মত নির্লজ্জ আচরণ করা হয় আর মদের ব্যবহার এত বেশি যে, (কোন কোন স্থানে)

তিন মাইল পর্যন্ত শুধু মদের দোকান দেখা যায়। এটি কোন শিক্ষার ফলাফল? এটা কি পর্দা করা নাকি পর্দা পদদলিত করার ফল?" *(মলফূযাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৭-২৯৮)*

(জার্মানির সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ২৩ আগস্ট ২০০৩; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৮ নভেম্বর ২০০৫)

পর্দা-সংক্রান্ত ইসলামী নির্দেশের পক্ষে বলতে গিয়ে এর মৌলিক চেতনা সমুন্নত রাখার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে হুযূর আনোয়ার (আই.) অপর এক জায়গায় বলেন:

"আজকাল ইউরোপে ইসলামকে দুর্নাম করার জন্য পর্দার বিষয়টি মাথাচাড়া দিয়েছে। আমাদের মেয়ে ও মহিলাদের দায়িত্ব হলো, এ বিষয়ে অভিযান হিসেবে পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধাদি ও চিঠিপত্র লেখার কাজ হাতে নেয়া। এক্ষেত্রে যুক্তরাজ্য ও জার্মানি প্রভৃতি দেশে আমাদের মেয়েরা বেশ ভালো কাজ করেছে। পর্দার উদ্দেশ্য হলো নারীদের সম্মান প্রতিষ্ঠা করা। সব ধর্মই এ শিক্ষা প্রদান করেছে আর করেও যে, নারীদের সম্মান প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। পরবর্তীতে কেউ কেউ এর প্রকৃত রূপকে বিকৃত করেছে। অতীতে, কিন্তু খুব বেশি দিনের কথা নয় যখন খ্রিষ্টধর্মে নারীদের অধিকারের কোন স্বীকৃতি ছিল না। তার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হতো আর সে বিভিন্ন বিধিনিষেধের শেকলে আবদ্ধ ছিল। মোটকথা পর্দা নারীদের সম্মান প্রতিষ্ঠার জন্য। নারীদের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য হলো তারা সম্মান চায়, সত্যিকার অর্থে প্রত্যেকেই এটি চায় কিন্তু নারীদের নিজস্ব এক সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে, তারা এই সম্মানকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে চায় এবং রাখা উচিত। ইসলাম মহিলাদের সম্মান এবং অধিকার রক্ষার সর্বাধিক নিশ্চয়তা প্রদান করে থাকে। সুতরাং মহিলাদের যে পর্দা করানো হয় বা 'হিজাব' নিতে বলা হয় তা কোন ধরনের বলপ্রয়োগ নয়, বরং নারীর স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠাই হলো এসব প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য।"

(খুতবা জুমুআ, ২৩ এপ্রিল ২০১০, সুইজারল্যান্ড; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৪ মে ২০১০)

হুযূর আনোয়ার (আই.) কুরআন করীমের নির্দেশ মেনে চলার গুরুদায়িত্বের দৃষ্টিকোণ থেকেও পর্দার গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন। যেমন, লাজনা ইমাইল্লাহ্ নরওয়ের ন্যাশনাল মজলিসে আমেলার সভায় এই বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করতে গিয়ে হুযূর বলেন:

শালীনতাবোধ এবং পর্দার শিক্ষা শুধুমাত্র ইসলামের শিক্ষাই নয় বরং এটি বহু প্রাচীন একটি চর্চা। খ্রিষ্টান নানরা তাদের ভাষায় স্কার্ফ নামের যে হিজাব মাথায় নেয় ও ফুলহাতা জামা পরিধান করে, এটির প্রচলন পুরোনো যুগেও ছিল এবং এখনো

আছে। এটি হলো পর্দার সীমারেখা, একারণেই তারা এটি অর্থাৎ স্কার্ফ নিয়ে থাকে। অতএব এটি বলা (সমীচীন নয়) যে, যুগ আধুনিক হয়ে গেছে। সত্যিকার অর্থে অন্যান্য ধর্ম বিকৃত হয়ে সেগুলোতে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটেছে। তাদের ধর্মীয় পুস্তকে মানুষের হস্তক্ষেপ শুরু হয়ে গেছে আর সকল যুগেই এটি হয়ে আসছে। কিন্তু কুরআন করীম সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, আমি এর সুরক্ষা করব, তাই আমাদের জন্যও আবশ্যক এর শিক্ষার হিফাযত করা। মেয়েদের মাঝে এই সচেতনতা সৃষ্টি করুন যে, আমাদেরকে এর হেফাজত করতে হবে আর অন্যান্য নির্দেশাবলীরও হেফাজত করতে হবে যা আল্লাহ্ তা'লা দিয়েছেন।"

(লাজনা ইমাইল্লাহ্, নরওয়ের ন্যাশনাল মজলিস আমেলার সভা, ২ অক্টোবর ২০১১; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৩ ডিসেম্বর ২০১১)

অপর এক উপলক্ষে আহমদী মহিলাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি লেখার আলোকে হুযূর আনোয়ার (আই.) ইঞ্জিলের তুলনায় কুরআন করীমের শিক্ষাকে মহান শিক্ষা হিসেবে আখ্যা দেন এবং বলেন:

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "ইসলামী পর্দার বিরুদ্ধে আপত্তি করা তাদের (অর্থাৎ ইউরোপীয়ান লোকদের অথবা যে সমস্ত লোক এই চিন্তাধারা লালন করে যে, পর্দা করার দরকার নেই) অজ্ঞতার প্রমাণ বৈ-কী ! আল্লাহ্ তা'লা পর্দার বিষয়ে এমন কোন নির্দেশ প্রদানই করেন নি যা সম্পর্কে আপত্তি করা যেতে পারে। কুরআন মুসলমান নরনারীকে দৃষ্টি অবনত রাখার শিক্ষা দেয়; ইঞ্জিলের ন্যায় এ নির্দেশ দেয় না যে, কামলোলুপ দৃষ্টিতে তাকাবে না। বরং পরস্পরের প্রতি না তাকালেই তারা নিরাপদ থাকবে।" *(মলফূযাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৫, নব সংস্করণ)*

(যুক্তরাজ্যের সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ৩১ জুলাই ২০০৪; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৪ এপ্রিল ২০১৫)

ইসলামী রীতিনীতি ও ঐতিহ্যের ওপর বিধিনিষেধ আরোপের অপচেষ্টা

ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলোর বিভিন্ন আক্রমণের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর এক জুমুআর খুতবায় আহমদীদের উপদেশ দিয়ে বলেন, ইসলামের প্রকৃত চেতনা অনুযায়ী ইসলামী শিক্ষার ওপর আমল করতে থাকুন এবং আল্লাহ্ তা'লার উদ্দেশ্যে সচ্চরিত্রতার পথে আগত সকল বিপদাবলীর মোকাবিলা করুন। হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"ইসলামবিরোধী শক্তিগুলো প্রবলভাবে চেষ্টা করছে যে, ধর্মীয় শিক্ষাদীক্ষা এবং ইসলামী ঐতিহ্য যেন মুসলমানদের মধ্য থেকে বিলুপ্ত করা যায়। এসব লোক এই চেষ্টা-প্রচেষ্টায় লিপ্ত থাকে যে, বাকস্বাধীনতা এবং বিবেকের স্বাধীনতার নামে এমন পদ্ধতিতে ধ্বংস করা হবে যেন তাদের ওপর কোন ধরনের আপত্তি না আসে; যেন কেউ বলতে না পারে যে, দেখ! এরা জোরপূর্বক ধর্মকে ধ্বংস করছে। বরং তাদেরকে যেন সমব্যথী মনে করা হয়, শয়তানের ন্যায় সুমিষ্টভাবে যেন ধর্মের ওপর আক্রমণ হয়, কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এ যুগে ইসলামের পুনর্জাগরণের কাজ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তের হাতে ন্যস্ত। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। অবশ্য আমাদের বিভিন্ন ধরনের দুঃখকষ্টও বরণ করতে হবে। আমরা বিবাদে জড়াবো না কিন্তু আমাদের হিকমত বা প্রজ্ঞার মাধ্যমে এসব লোকের সাথে বোঝাপড়াও করতে হবে। আজ যদি আমরা আমাদের ধর্মীয় শিক্ষা পরিপন্থি তাদের একটি কথা গ্রহণ করি তাহলে ধীরে ধীরে আমাদের অনেক বিষয়, অনেক শিক্ষার ওপর বিধিনিষেধ আরোপিত হতে থাকবে। দোয়ার প্রতিও আমাদের জোর দেয়া উচিত যেন আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এসব শয়তানী চক্রান্তের মোকাবিলা করার সাহস ও শক্তি দান করেন এবং যেন আমাদের সাহায্যও করেন। আমরা নিশ্চিৎভাবে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা যদি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকি তাহলে একদিন আমাদের সফলতাও নিশ্চিত, সারা বিশ্বে ইসলামের শিক্ষাই বিজয়ী হবে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একস্থানে বলেছেন:

"সত্যের মাঝে এক সাহসিকতা ও বীরত্ব থাকে। মিথ্যাবাদী ভীরু হয়ে থাকে। যে ব্যক্তির জীবন অপবিত্র ও নোংরা সব পাপে জর্জরিত সে সর্বদাই ভীতসন্ত্রস্ত থাকে এবং প্রতিপক্ষের সামনে দাঁড়াতে পারে না। একজন সত্যবাদী মানুষের ন্যায় সে

বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে নিজের সত্যতার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারে না এবং নিজের সচ্চরিত্রের প্রমাণও দিতে পারে না। জাগতিক বিষয়াদি সম্পর্কে ভেবে দেখ! এমন কে আছে যাকে আল্লাহ্ কিছুটা স্বচ্ছলতা দিয়েছেন আর তার কোন হিংসুক থাকবে না? প্রত্যেক স্বচ্ছল ব্যক্তির হিংসুক অবশ্যই তৈরি হয়ে যায় বরং তার সাথে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত থাকে। ধর্মীয় বিষয়াদির অদৃষ্টও অভিন্ন। শয়তানও সংশোধনের শত্রু। তাই মানুষের উচিত নিজের হিসাবনিকাশ পরিষ্কার রাখা এবং খোদা তা'লার সাথে সকল বিষয় সঠিক রাখা। মানুষের উচিত খোদাকে সন্তুষ্ট করা এবং এরপর কাউকে ভয় না পাওয়া, কারো পরোয়া না করা। এমন সব বিষয় এড়িয়ে চলা যাতে লিপ্ত হলে সে নিজেই শাস্তিযোগ্য সাব্যস্ত হয়ে যাবে। কিন্তু এ সবকিছু অদৃশ্যের সমর্থন ও ঐশী শক্তিসামর্থ্য ছাড়া সম্ভব নয়। খোদার কৃপা না হলে নিছক মানুষের চেষ্টা প্রচেষ্টা কিছুই করতে পারে না। خُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا (সূরা আন্ নিসা 4 : 29) অর্থাৎ মানুষ দুর্বল এবং ভুলভ্রান্তিতে কলুষিত। তাকে সকল দিক থেকে বিপদাপদ ঘিরে রেখেছে। সুতরাং দোয়া করা উচিত যেন আল্লাহ্ তা'লা পুণ্যকর্ম করার তৌফিক দান করেন এবং ঐশী সাহায্য ও কৃপার উত্তরাধিকারী করেন।" *(মলফূযাত, ১০ খণ্ড, পৃ. ২৫২, ১৯৮৫ সনে যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)*

সুতরাং দোয়ার মাধ্যমে পৃথিবীবাসীকে আমাদের মানাতে হবে আর এর জন্য খোদার সাথে দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজন রয়েছে।

আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, অন্যান্য ধর্ম শাশ্বত নয়। সেগুলো নিজ নিজ সময়ে এসেছে আর স্ব স্ব যুগের শিক্ষামূলক চাহিদা পূরণ করেছে আর বিলীন হয়ে গেছে। সে কারণেই তাদের ধর্মীয় পুস্তকগুলোতে বহু কাটছাঁট ও পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটেছে। কিন্তু এসবের মাঝে একমাত্র ইসলামই আজ পর্যন্ত সুরক্ষিত ও অবিকৃত রয়েছে আর ইসলামই চিরস্থায়ী ধর্ম। কুরআনী শিক্ষামালা চিরকালের জন্য। তাই কোন প্রকার হীনম্মন্যতার শিকার না হয়ে নিজেদের শিক্ষামালা মেনে চলার চেষ্টা করা উচিত এবং এর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা উচিত আর অন্যদেরও বলা উচিত যে, তোমরা যেসব কথা বল তা খোদার ইচ্ছার পরিপন্থি এবং তা ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়।

ইসলাম এমন কোন ধর্ম নয় যা মানুষকে উদ্ভট বিধিনিষেধের শেকলে আবদ্ধ করবে, বরং প্রয়োজন অনুসারে এর শিক্ষায় নমনীয়তা ও কোমলতার দিকও রয়েছে। যেভাবে আমি বলেছি, কিছু রোগী এমন থাকে যাদেরকে পুরুষ ডাক্তার দেখাতে হয়। সুতরাং ডাক্তার ও রোগীর ক্ষেত্রে পর্দা-সংক্রান্ত কোন (অযৌক্তিক) কঠোরতা নেই। মানব জীবন রক্ষা এবং মানব জীবনকে বিপদমুক্ত করা হল এর প্রধান

উদ্দেশ্য। এ কারণেই সমস্যার সময় বা বাধ্যবাধকতার ক্ষেত্রে মৃত প্রাণী বা শূকরের মাংস খাওয়ারও অনুমতি রয়েছে, কিন্তু তা কেবল জীবন রক্ষার তাগিদে। একইভাবে বিভিন্ন ঔষধে এলকোহল ব্যবহৃত হয়। কিন্তু শয়তানী অপশক্তি আমাদেরকে যেভাবে পরিচালিত করতে চায় সেক্ষেত্রে তাদের উদ্দেশ্য হলো ধীরে ধীরে ধর্মীয় সীমারেখা চুরমার করে দেয়া এবং ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করা। কিন্তু এর বিরুদ্ধে আহমদীদেরই জিহাদ করতে হবে আর এটি তখন সম্ভব হবে এবং আল্লাহ্ তা'লার সাহায্যে আমাদের সাফল্য তখন অর্জিত হবে যখন আমরা ইসলামী শিক্ষাকে সবকিছুর ওপর প্রাধান্য দেব এবং আমরা খোদার সামনে অবনত হব।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে তরবারির কোন জিহাদ নেই, তরবারির জিহাদ নিষিদ্ধ বরং আত্মশুদ্ধির জিহাদ রয়েছে। এসব উন্নত বিশ্বে বসবাসকারী মুসলমান, মোটের ওপর সমগ্র বিশ্বের আহমদী মুসলমানরাই আমার সম্বোধিত। দেশের প্রতি বিশ্বস্ততা, দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার আর যেকোন ক্ষেত্রে দেশের উন্নতিকল্পে সেবার মানসে তাদের (পেশাগত) উন্নত মানে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। এমনটি হলে শয়তানী অপশক্তির মুখ বন্ধ হয়ে যাবে। তারা একথা বলতে বাধ্য হবে যে, এরা দেশের বিরুদ্ধে কিছু করার মানুষ নয় বরং এরা সে শ্রেণির মুসলমান যারা দেশ ও জাতিকে উন্নতি ও অগ্রগতির প্রকৃত মানে পৌঁছানোর বিষয়ে সচেষ্ট থাকে। আমাদেরকে এদের এবং বিভিন্ন সরকারকে এই বিষয়ে আশ্বস্ত করতে হবে যে, আমরা যদি আমাদের ধর্মীয় শিক্ষার কারণে স্বেচ্ছায় কোন বিধিনিষেধ শিরোধার্য করি তাহলে সরকার বা আদালতের সেই বিষয়ে নাক গলানোর কোন অধিকার নেই। নতুবা এর ফলে অস্বস্তি ও অশান্তি দেখা দেবে আর স্থানীয় এবং অভিবাসীদের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি হবে। যদিও অভিবাসী বলতে তারা যাদের বোঝায় এদেশে তাদের এটি দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রজন্ম। অবশ্য কেউ যদি দেশের কোন ক্ষতি করে, দেশের সাথে যদি কোন বিশ্বাসঘাতকতা করে, দেশে যদি মিথ্যা এবং ঘৃণা ছড়ায় তাহলে সরকার তাদের গ্রেফতার করে শাস্তি দেয়ার অধিকার রাখে। কিন্তু কোন ধর্মীয় শিক্ষা অনুসরণে বাদ সেধে একথা বলার কোন অধিকার নেই যে, তোমরা যদি এটি কর তাহলে এর অর্থ হবে তোমরা এ দেশের বা সমাজের মূল ধারার সাথে মিশছ না।

আমাদের, আহমদীদের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, এই যুগটি অত্যন্ত বিপজ্জনক। শয়তান চতুর্দিক থেকে ভয়াবহভাবে আক্রমণ করছে। মুসলমানরা, বিশেষ করে আহমদী মুসলিম নারী, পুরুষ, যুবক সকলেই যদি ধর্মীয় মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত রাখার চেষ্টা না করে তাহলে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের কোন নিশ্চয়তা নেই।

অন্যদের চেয়ে আমরা আরো বেশি আল্লাহ্ তা'লার শাস্তির শিকার হব, কেননা আমরা সত্যকে বুঝেছি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের বুঝিয়েছেন কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা তা মেনে চলি নি। সুতরাং আমরা যদি নিজেদের ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে চাই তাহলে ইসলামের প্রতিটি শিক্ষা পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে হৃদয়ে ধারণ করে পৃথিবীতে জীবনযাপন করতে হবে। এই কথা ভাববেন না যে, উন্নত দেশগুলোর বর্তমান উন্নতি আমাদের উন্নতি ও জীবনের নিশ্চয়তা দেবে এবং এসবের অন্ধ অনুকরণের মাঝেই আমাদের জীবন নিহিত! এসব উন্নত দেশ এখন উন্নতির চরম শিখরে। তাদের বর্তমান চারিত্রিক অবস্থা ও নৈতিকতা-বিবর্জিত কর্মকাণ্ড তাদেরকে অধঃপতনে নিয়ে যাচ্ছে এবং এর লক্ষণাবলী প্রকাশ পেয়ে গেছে। এরা খোদার ক্রোধকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে এবং ধ্বংসকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। কাজেই এমন পরিস্থিতিতে তাদের মত না হয়ে, মানবিক সহমর্মিতার বশবর্তী হয়ে তাদেরকে সঠিক রাস্তার দিকে ডেকে এনে রক্ষা করার চেষ্টা আমাদেরকেই করতে হবে। এদের সংশোধন যদি না হয়, যা কিনা তাদের অহংকার এবং ধর্মের সাথে দূরের কারণে আপাত দৃষ্টিতে অসম্ভব বলে মনে হয়, তাহলে পৃথিবীর উন্নতির ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে সেসব জাতি ভূমিকা রাখবে যারা চারিত্রিক এবং ধর্মীয় মূল্যবোধকে সমুন্নত করবে।

সুতরাং যেভাবে আমি পূর্বেও বলেছি, আমাদেরকে, বিশেষ করে আমাদের যুব শ্রেণিকে আল্লাহ্‌র শিক্ষা সম্পর্কে গভীরভাবে ভাবতে হবে। জাগতিক ভাবধারায় আকৃষ্ট হয়ে এর অন্ধ অনুকরণ করার পরিবর্তে আবশ্যকীয় বিষয় হলো, জগদ্বাসীকে নিজেদের অনুগামী করা। পর্দা এবং পোশাকের বরাতে যেভাবে আমি কথা শুরু করেছিলাম, এ সম্পর্কে এটিও বলতে চাই আর পরিতাপের সাথে বলতে চাই যে, কেউ কেউ বলে থাকে, 'ইসলাম এবং আহমদীয়াতের উন্নতির জন্য কি কেবলমাত্র পর্দাই রয়ে গেছে?' কেউ বলে, 'এই শিক্ষা এখন সেকেলে হয়ে গেছে আর আমাদের যদি জগদ্বাসীর মোকাবিলা করতে হয় তাহলে এগুলো আমাদের বাদ দিতে হবে' (নাঊযুবিল্লাহ্)। কিন্তু এসব মানুষের সামনে এটি স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, যদি জগৎপূজারিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন আর তাদের মতই জীবন কাটিয়ে দেন তাহলে এ পৃথিবীর মোকাবিলা করার পরিবর্তে নিজেরাও তাতে তলিয়ে যাবেন। কালের প্রবাহে কেবল বাহ্যিক নামায অবশিষ্ট রয়ে যাবে আর অন্য কোন পুণ্য বা ধর্মীয় শিক্ষার ওপর আমলও কেবল খোলস-সর্বস্ব থেকে যাবে আর এক পর্যায়ে তাও হারিয়ে যাবে।

(খুতবা জুমুআ, ১৩ জানুয়ারি ২০১৭, বায়তুল ফতুহ্, লন্ডন;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭)

সভায় নারী-পুরুষের পৃথক বসার বিষয়ে আপত্তির উত্তর

সমাজে সচ্চরিত্রতার ও সাধুতার প্রচলন করার লক্ষ্যে ইসলামী শিক্ষা নারী-পুরুষের মিশ্র বৈঠকের আয়োজন করতে বারণ করেছে। কিন্তু পশ্চিমা সমাজে মুসলমান মহিলাদের পৃথকভাবে আয়োজিত বৈঠক নিয়ে অনেক আপত্তি উত্থাপন করা হয়। এ প্রেক্ষাপটে হুযূর আনোয়ার (আই.) জলসা সালানা ইউ. কে. তে প্রদত্ত বক্তৃতার এক পর্যায়ে আহমদী নারীদের নসীহত করতে গিয়ে বলেন:

"গতকাল জুমুআর সময় পত্রপত্রিকা ও টিভি-রেডিও'র অনেক প্রতিনিধি এখানে এসেছে। জলসার প্রথম দিন ছিল। আমাদের প্রেস সেক্রেটারী জুমুআর পরে আমাকে বলেন, মিডিয়া এসেছে কিন্তু চ্যানেল ফোর (Channel 4)-এর কারণে আমরা খুবই চিন্তিত। সম্ভবত তিনি মহিলা সাংবাদিক ছিলেন। তিনি বলেন, তোমাদের বাকি সব কথা সঠিক কিন্তু এই যে সেগরিগেশন (Segregation) অর্থাৎ পুরুষ ও মহিলাদের যে পৃথক পৃথক জায়গায় বসিয়ে রেখেছে, এটি তোমাদেরও কট্টরপন্থী সাব্যস্ত করে। এভাবে তোমরা মহিলাদের অধিকারকে পদদলিত করছ।

আমি তাকে বলেছিলাম, দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। প্রথম কথা হলো তাকে বল যে, এই কথার উত্তর আমরা পুরুষরা দেব না। তুমি মহিলাদের গিয়ে জিজ্ঞেস কর। আমি খুবই আনন্দিত ও প্রীত যে, আমাদের এক মহিলা প্রতিনিধি, যিনি প্রেসে অনেক ইন্টারভিউ দিয়ে থাকেন, তিনি তাকে খুব ভালো উত্তর দিয়েছেন। তারা মানবে কি মানবে না, এটি ভিন্ন কথা, কিন্তু তাদের কাছে এটিকে প্রত্যাখ্যান করার কোন যুক্তি নেই।

দ্বিতীয়ত আমি এটি বলেছি যে, যদি এ কারণে আমাদের সম্পর্কে কোন নেতিবাচক সংবাদ ছাপে বা নেতিবাচক কোন মন্তব্য করতে চায়, করুক। জগৎপুজারিদেরকে, প্রেস বা কোন চ্যানেলকে সন্তুষ্ট করা আমাদের লক্ষ্য নয়, আমাদের সন্তুষ্ট করতে হবে খোদা তা'লাকে আর এ উদ্দেশ্যে চেষ্টা করতে হবে। তাঁর নির্দেশাবলী অনুসারে আমাদের চলতে হবে। এ উত্তরই আমি সচরাচর দিয়ে থাকি যে, ধর্ম আমাদেরকে নিজের পিছনে চালানোর জন্য আসে, ধর্ম আমাদেরকে নিজের অনুসরণ করিয়ে আমাদেরকে আমাদের স্রষ্টার সাথে মিলিত করার জন্য আসে। ধর্ম মানুষকে অনুসরণ করার জন্য আসে না। ধর্মের আগমন এজন্য হয় না যে, আমরা মানুষকে সন্তুষ্ট করব...।

এসব বস্তুবাদী মানুষ, যারা ধর্ম হতে দূরে সরে গিয়ে ধর্মের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপনের মাধ্যমে নৈরাজ্য সৃষ্টি করছে, এটিই একদিন তাদের সামনে এর অশুভ পরিণতিও দেখবে। একইভাবে যারা ধর্মের নামে নৈরাজ্য সৃষ্টি করছে, এটিই তাদের শাস্তির কারণ হবে যদিও তারা মুসলমানই হোক না কেন।

এসব জগৎপুজারি নিজেদের ধারণা অনুসারে নারী-পুরুষের পৃথকভাবে বসা নিয়ে আপত্তি উত্থাপন করে আর এটিই আমাদের বিরুদ্ধে তাদের সবচেয়ে বড় আপত্তি। মাত্র কয়েক দশক পূর্বে এরাই মহিলাদের সকল প্রকার অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখেছিল। কালের প্রবাহে মহিলারা যখন তাদের অধিকারের জন্য সোচ্চার হয় তখন এটি অপর এক চরম রূপ ধারণ করে। কিন্তু মহিলাদের অধিকার প্রদানের নামে মিথ্যা সহানুভূতি দেখিয়ে জগতের সামনে তাদের এত বেশি তুলে ধরা হয় যে, তাদের পবিত্রতাকেই ধুলিসাৎ করা হয়। সহানুভূতি আর স্বাধীনতার নামে মহিলাদের পবিত্রতাকে ভূলুণ্ঠিত করা হয়েছে। ইউরোপের মহিলাদের এ অভিজ্ঞতা নেই যে, নারীর পরিচিতি তখন বেশি স্পষ্ট হয় আর নিজেকে সে তখন বেশি নিরাপদ মনে করে যখন সে মহিলাদের মাঝে অবস্থান করে এবং মহিলা সংগঠনের সাথে মিলেমিশে কাজ করে আর যখন সে প্রতিটি কাজ স্বাধীনভাবে করার সুযোগ পায়। প্রায় দু'বছর আগে এক ইংরেজ অতিথি এখানে এসেছিলেন। তিনি একজন ভালো লেখিকা ছিলেন। সারাদিন তিনি মহিলাদের সাথে কাটিয়েছেন, এরপর সন্ধ্যায় বলেন, প্রথমে আমার খুব অদ্ভুত লাগছিল যে, শুধু মহিলাদের সাথেই বসে আছি কিন্তু সারাদিন এখানে অতিবাহিত করার পর আমার এই অনুভুতি জন্মে যে, আমি অধিকতর স্বাধীন এবং অধিকতর নিরাপত্তা পাচ্ছি।

সুতরাং একজন নারীকে যখন তার পবিত্র মর্যাদা অক্ষুন্ন রেখে অধিকার সম্পর্কে অবগত করা হয় তখন সে পাশ্চাত্যে লালিত-পালিত অমুসলিম হলেও একথা বলতে বাধ্য হবে যে, ইসলাম নারী জাতির অধিকার নিশ্চিত করে এবং মহিলাদের পৃথকস্থানে বসিয়ে তাদের স্বাধীনতাকে কোনভাবেই খর্ব করে না। এই চ্যানেল ফোর (Channel 4)-এর প্রতিনিধি যিনি কাল এসেছিলেন, সেই মহিলাই তাঁর টুইটারে প্রদর্শনী বা অন্য কিছু সম্পর্কে লিখতে গিয়ে তাঁদের আপত্তির উত্তর দিয়েছেন যারা লিখেছেন যে, সেখানে এই হচ্ছে, সেই হচ্ছে, সেখানে মহিলাদের যাওয়ার অনুমতি নেই! আমি এতে অতীব আনন্দিত যে, অনেক আহমদী মেয়ে এ মর্মে তাকে উত্তর দিয়েছেন, তুমি ভুল বলছ।

যাইহোক, এটি মানবীয় আইনের বিরুদ্ধে এক প্রতিক্রিয়া যা বর্তমানে নারীরা স্বাধীনতার নামে পাশ্চাত্য এবং তথাকথিত উন্নত দেশসমূহে প্রকাশ করছে।

নারীরা যেহেতু জানে আর তাদের এই উপলব্ধি রয়েছে যে, স্বাধীনতা লাভের জন্য পুরুষের প্রয়োজন রয়েছে, অর্থাৎ নিজেদের স্বাধীনতার জন্য মহিলারা পুরুষদের কাছে সাহায্য যাচনা করে– নিজেদের অজান্তেই এতে মহিলাদের প্রকৃতিগত দুর্বলতা প্রকাশ পাচ্ছে। পুরুষরাও মহিলাদের এই দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে তাদের স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য সাহায্যকারী সাজার চেষ্টা করে। সেই সাথে নিজেদের কামনাবাসনা চরিতার্থ করার লক্ষ্যে তথাকথিত স্বাধীনতার নামে তাদের নগ্ন করার চেষ্টা করছে। এবিষয়ে এখানকার এক ইংরেজ লেখিকা একটি প্রবন্ধ লিখেছেন যে, স্বাধীনতার নামে নারীদের হিজাব পরিত্যাগ করানো আর মহিলাদের নামেমাত্র পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধানের অভিযানে পুরুষরা অনেক বেশি সক্রিয়, এ বিষয়ে তারা খুবই সোচ্চার। এরা মহিলাদের স্বাধীনতার চেয়ে বেশি নিজেদের হীন কামনাবাসনা চরিতার্থ করার লক্ষ্যে এমনটি করছে, উদ্দেশ্য হলো মহিলাদেরকে নগ্ন অবস্থায় দেখা। এখানকার বুদ্ধিমতী মহিলারা নিজেরাই এমন মনোভাব ব্যক্ত করে থাকেন।

ধর্মের নামে এবং সামাজিক সংস্কৃতির নামে মহিলাদের ওপর যে অবিচার হয়েছে এই তথাকথিত উন্নতির দাবিদাররা এর শুধু একটি দিক-ই দেখেছে। মহিলারা খ্রিষ্টমতবাদ, ধর্ম বা সংস্কৃতি অথবা ঐতিহ্যের নামে নিজেদের দাসত্বের শুধু একটি দিক প্রত্যক্ষ করেছে। শুধু তৃতীয় বিশ্বের বিষয় নয় বরং এসব দেশেও আজ থেকে কয়েক দশক পূর্বে এমনটিই হতো। এর অবসানের জন্য আর স্বাধীনতা হস্তগত করার জন্য সকল পন্থা এবং কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। অপরদিকে মুসলমানদের সাথেও দ্বিতীয় যে বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটেছে তা হলো মুসলমানরা ইসলামী নয় বরং বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর যেসব ঐতিহ্য বা রীতিনীতি ছিল সেগুলোর ওপর ধর্মের আবরণ চড়িয়ে মহিলাদেরকে একেবারেই গুরত্বহীন করে তোলে। এই বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, এরা ধর্মের নামে যে অবিচার করে তা হলো তারা মহিলাদের অত্যন্ত তুচ্ছ ও হীন বস্তুতুল্য বরং পায়ের জুতা মনে করে, অথচ ইসলাম নারীদের অধিকার সুনিশ্চিত করেছে।"
(মলফূযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪১৭-৪১৮, ১৯৮৫ সনে যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)

(যুক্তরাজ্যের সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ১৩ আগষ্ট ২০১৬; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৬ ডিসেম্বর ২০১৬)

উল্লিখিত বক্তব্য হুযূর আনোয়ার (আই.) ২০১৬ সালে প্রদান করেছিলেন। পরবর্তী বছর যুক্তরাজ্যের সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা প্রদানকালে এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"বস্তুবাদী লোকদের বানানো আইন-কানুন কখনো ভুলত্রুটির উর্ধ্বে হতে পারে না। সম্প্রতি একটি সংবাদ এসেছে যে, সুইডেনে এক মহিলা, যিনি বড় বড় গানের কনসার্ট করতেন তিনি ঘোষণা দিয়েছেন যে, তাদের বার্ষিক কনসার্টে এবার শুধু মহিলারা যোগদান করবে, পুরুষদেরকে এতে আমন্ত্রণ জানানো হবে না। এর কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন, বিগত বছরগুলোর অভিজ্ঞতা থেকে এটিই প্রমাণিত যে, পুরুষরা এখানে এসে মহিলাদের সাথে খুবই লজ্জাকর আচরণ করে, এমনকি তা অসদাচরণ, ধর্ষণ পর্যন্ত গড়ায়। নারী-পুরুষকে একসাথে রাখার এ হলো পরিণতি যা সামনে এসেছে। এজন্য ইসলামের শিক্ষা হলো, অন্যায়ের সামান্যতম আশংকা থাকলেও (যে কাজ এর জন্য দায়ী) তা পরিহার কর, সে আশংকা এড়িয়ে চল।

ইসলামের শিক্ষার ওপর আপত্তিকারীরা এখন নিজেরাই এ কথা স্বীকার করছে যে, কতক স্থানে নারী-পুরুষ পৃথক থাকাই ভালো। ইদানিং বিভিন্ন স্থানে নারী-পুরুষের পৃথক পৃথক সংগঠনের কথা হচ্ছে। বস্তুবাদী সমাজেও এ চেতনাবোধ জাগ্রত হচ্ছে যে, নারী ও পুরুষের পৃথক পরিচিতি থাকা চাই এবং তাদের পৃথক থাকাটাই বাঞ্ছনীয়। আমাদের ওপর যারা পৃথকীকরণের দোষ চাপাতো, আপত্তি উত্থাপন করতো এখন তারা নিজেরাই এটি স্বীকার করছে যে, কোন কোন স্থানে নারী ও পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক ব্যবস্থা থাকা জরুরী।"

(www.bbc.com/news/entertainment-arts-40504452)

"সুতরাং একজন আহমদী মহিলার একথার ওপর পূর্ণ আস্থা থাকা চাই যে, পরিণামে আমাদের শিক্ষাই সফলতা লাভ করবে এবং নারী স্বাধীনতার নামে তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হবে।

এই বিষয়ে আমাদেরকে পথনির্দেশ প্রদান করে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন... পুরুষের অবস্থা একটু চিন্তা কর, অর্থাৎ তিনি পুরষদেরকে নসীহত করেছেন এবং তাদের অবস্থার কথা উল্লেখ করে বলেন, তারাও কীভাবে লাগামহীন ঘোড়ার মত হয়ে গেছে। তাদের মাঝে খোদার ভয় নেই আর পরকালের প্রতি বিশ্বাসও নেই। জাগতিক ভোগবিলাসকে নিজেদের খোদা বানিয়ে রেখেছে। *(মলফূযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৩৪-১৩৫, ১৯৮৫ সনে যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)*

... যা হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) উল্লেখ করেছেন, একই কথা সে মহিলাও বলেছেন, যিনি বিভিন্ন কনসার্টের আয়োজন করে থাকেন, যার কথা আমি একটু আগেই উল্লেখ করেছি। তিনি এটিই উল্লেখ করেছেন যে, আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত পুরুষ ও মহিলাদের একত্রে রাখতে পারি না যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা

নিশ্চিত না হই আর যতক্ষণ না পুরুষরা এটি বুঝে যে, মহিলাদেরকে কীভাবে সম্মান করতে হয় এবং কীভাবে নিজেদের কামনাবাসনায় লাগাম পরাতে হয়। আজ এই আওয়াজ এক স্থান থেকে উত্থিত হয়েছে, তা নাচ গানের মঞ্চ থেকেই হোক না কেন! কমপক্ষে তাদের এ বোধোদয় তো ঘটেছে যে, নরনারী এক জায়গায় সহাবস্থান করলে পাপাচার মাথাচাড়া দিতে পারে আর দিচ্ছে। সেসব কথা যা ধর্ম আমাদেরকে শত শত বছর পূর্বে বলে দিয়েছে আর সেসব কথা যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের সামনে ১২৫ বছর আগেই স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন তা এখন নানা অভিজ্ঞতার পর এবং স্বাধীনতার নামে নির্লজ্জতা ছড়ানোর পর তারা উপলব্ধি করতে পারছে। অবশেষে একদিন তাদেরকে স্বীকার করতেই হবে যে, ইসলামের শিক্ষাই হলো আদর্শ-স্থানীয় টেকসই শিক্ষা। এই শিক্ষাই মানুষকে মনুষ্যত্বের পরিধিতে সীমাবদ্ধ রাখার নিমিত্তে উৎকৃষ্টতম পথনির্দেশ প্রদান করে থাকে।"

(যুক্তরাজ্যের সালানা জলসার ভাষণ, ২৯ জুলাই ২০১৭;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২০ অক্টোবর ২০১৭)

মুসলমান নরনারীর বা-জামা'ত নামায পৃথকভাবে আদায়ের বিষয়ে আপত্তির প্রজ্ঞাপূর্ণ জবাব

ইসলামী বিধান অনুযায়ী নামায আদায়ের অনেক শর্ত রয়েছে, যেগুলো মেনে ইসলামের এ আবশ্যকীয় ইবাদত পালন করা সম্ভব। কিন্তু পশ্চিমা বিশ্বের কিছু উগ্রবাদী লোক ও কিছু নির্বোধ মুসলমান ইসলামী ইবাদতের এ গুরুত্বপূর্ণ শর্তাবলী সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করেছে এবং এতে নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী পরিবর্তন করার অপচেষ্টা করেছে। এধরনেরই কিছু ভয়ানক অপকর্মের উল্লেখ করে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"সম্প্রতি এ সংবাদটি খুব ফলাও করে প্রচার করা হয় যে, জার্মানির এক মহিলা একটি মসজিদ বানিয়েছে যাতে ইমাম হবে মহিলা এবং নারী-পুরুষ একসাথে নামায পড়বে। অধিকন্তু সেখানে মাথা ঢাকা, স্কার্ফ পরিধান, পর্দা প্রভৃতিরও কোন প্রয়োজন নেই। এ মহিলা এটিও বলেছে যে, আমি ইউ.কে যাচ্ছি। সেখানে গিয়েও আমি অনুরূপ একটি মসজিদ বানাব যেভাবে জার্মানিতে বানিয়েছি। ধর্মকে না বুঝা এবং হীনম্মন্যতায় ভোগার কারণে এসব হচ্ছে। যা কিছু খোদা তা'লা এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর

আদেশের পরিপন্থি তা বিদা'ত আর সেসব বিষয় ধর্মে অন্তর্ভুক্ত করার অপচেষ্টা চলছে অথবা হতে পারে অজ্ঞতার কারণে ধর্মে এর অনুপ্রবেশ ঘটানো হচ্ছে বা ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলো ইসলামে বিকৃতি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একটি পরিকল্পিত অভিসন্ধি অনুসারে, একটি ষড়যন্ত্রের অধীনে এসব বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করছে। অন্যান্য ধর্মে ইতোমধ্যে বিকৃতি এসে গেছে। ইসলাম নিজের প্রকৃত রূপে আজও বিদ্যমান; এটি ইসলাম বিরোধী অপশক্তির জন্য চক্ষুশূল। এজন্য তারা বলে, এটিকেও বিকৃত করা হোক! কুরআন করীম এ দাবি করে যে, এটি সদা সুরক্ষিত এবং এর শিক্ষা চিরস্থায়ী আর আল্লাহ্ তা'লা চিরকাল এর সুরক্ষা করবেন– একথা ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলোর জন্য অসহনীয়। এজন্য তারা এতে বিকৃতির চেষ্টা করে এবং করতে থাকবে। যেখানে পবিত্র কুরআন স্পষ্টভাবে নারীদেরকে শালীন পোশাক পরার এবং পর্দা করার আদেশ দিয়ে রেখেছে সেখানে সেসব কর্মকাণ্ড ধর্মে বিকৃতি সৃষ্টিকারী বিষয় যা এসব আদেশের পরিপন্থি; যেমন স্কার্ফের কোন প্রয়োজন নেই, লম্বা ঢিলেঢালা পোষাকের কোন প্রয়োজন নেই, সৌন্দর্য গোপন করার কোন প্রয়োজন নেই ইত্যাদি ইত্যাদি। নারী-পুরুষ একত্রে দাঁড়িয়ে নামায পড়বে– এটিও ভ্রান্ত পন্থা। খোদা তা'লা যেখানে বলে দিয়েছেন, পৃথক পৃথক থাক সেখানে কোন কারণ নেই যে, ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলোর আপত্তিতে প্রভাবান্বিত হয়ে আমরা তার বিরুদ্ধে যাব।

দুনিয়াদার লোক, যাদের ধর্মের চোখ অন্ধ তাদের এ চেতনা থাকতেই পারে না যে, ধর্মীয় বিধানের গুরুত্ব কী? একবার এখানে একটি রাজনৈতিক দলের নেতা আমার সাথে সাক্ষাত করতে আসেন। তিনি বলেন, কখনো কি এমন হবে যে, নারী-পুরুষ মসজিদে একস্থানে একত্রে নামায পড়বে? আমি তাকে বলেছি, এটি আসবে না বরং এসে গেছে; বহুকাল পূর্বেই তা অতীত হয়ে গেছে। মহানবী (সা.)-এর যুগে একই স্থানে নামায হত। পুরুষরা সামনে নামায পড়ত আর নারীরা পেছনে। এখনো প্রয়োজন পড়লে এমন হতে পারে। বর্তমানে নারীরা তাদের নিজেদের সুবিধার জন্য, স্বাধীনভাবে নামায পড়ার জন্য পৃথক স্থান বানিয়ে নিয়েছে যেন প্রয়োজনে নির্দ্বিধায় মাথার ওড়না ও চাদর খুলে ফেলতে পারে। যদিও তা নামায পড়ার সময় নয় বরং অন্যান্য অনুষ্ঠানে হতে পারে। আমি তাকে বলেছি, বিভিন্ন মন-মানসিকতার পুরুষ হয়ে থাকে। নামায একটি ইবাদত। নারীরা যদি সামনে থাকে বা মিশ্র অবস্থায় থাকে তবে এমন অনেক পুরুষ রয়েছে যারা ইবাদত করার পরিবর্তে মহিলাদেরকেই দেখতে থাকবে, নামাযের প্রতি তাদের মনোযোগ থাকবে না। তিনি হেসে বলেন, আপনি যথার্থ বলেছেন। পরে আমি অন্য মাধ্যমে জানতে পেরেছি, সেই রাজনীতিবিদ নিজস্ব বৈঠকাদিতে উল্লেখ করেছেন যে, আমার এ

প্রশ্নের এ উত্তর পেয়েছি যা খুবই বাস্তবধর্মী ও যুক্তিসঙ্গত। কাজেই, এসব লোক যারা বিকারগ্রস্ত হয়ে ধর্মে বিদা'ত সৃষ্টি করছে তারা মারাত্মক ভুল করছে বরং তারা ধর্মের সাথে উপহাস করছে। মুসলমান হয়ে ইসলাম সম্পর্কে এমনসব কথা বলে আসলে ধর্মের সাথে ঠাট্টা করছে। এটি করছে ধর্মীয় বিষয় না বুঝা ও অজ্ঞতার কারণে। মুসলমানদের এ অবস্থা হবার ছিল, কেননা মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, একসময় মুসলমানদের মাঝে এরূপ অজ্ঞতা দেখা দেবে এবং তারা এ ধরনের আচরণ করবে।"

(যুক্তরাজ্যের সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ২৯ জুলাই ২০১৭; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২০ অক্টোবর ২০১৭)

নারী অধিকারের নামে পর্দার সমালোচনা

ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলো যখন পর্দার ন্যায় ইসলামী ঐতিহ্য ও ধর্মীয় আদেশের ওপর আপত্তি করতে চায় তখন এই ধিকৃত উদ্দেশ্যকে এমনভাবে নারী স্বাধীনতার নাম দেয় যেন ইসলামে নারীর অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে আপত্তি করছে। এ প্রেক্ষাপটে হুযূর আনোয়ার (আই.) একস্থানে বলেন:

"সম্প্রতি এ সংবাদটি খুব ফলাও করে প্রচার করা হয় যে, জার্মানির এক মহিলা একটি মসজিদ বানিয়েছে যাতে ইমাম হবে মহিলা এবং নারী-পুরুষ একসাথে নামায পড়বে। অধিকন্তু সেখানে মাথা ঢাকা, স্কার্ফ পরিধান, পর্দা প্রভৃতিরও কোন প্রয়োজন নেই। "এখানে পশ্চিমা বিশ্বে বর্তমানে নারী অধিকারের নামে বা সন্ত্রাস নির্মূলের নামে অথবা ইসলামের ওপর অকারণে আপত্তি করার অভিসন্ধি নিয়ে পর্দার বিষয়টি খুব ফলাও করে প্রচার করা হয়। কীভাবে আর কোন কোন অবস্থায় পর্দা করা উচিত– সে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন দিক বর্ণনা করেছেন। এতে নারীদের সৌন্দর্য প্রকাশের ব্যাপারে বলেছেন: إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا (সূরা আন্ নূর 24:32) এর ব্যাখ্যা এবং এ বিষয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাণী উপস্থাপন করে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا-এর অর্থ হচ্ছে (দেহের) সে অংশ যা নিজ থেকেই প্রকাশ পায় এবং যা কোন অপারগতার কারণে লুকানো যায় না। সেই অপারগতা দৈহিক গঠনের দিক থেকেই হোক না কেন (গঠন বলতে বাহ্যিক গঠন নয়, বরং শারীরিক গঠন বুঝায়) যেমন উচ্চতা, এটি একটি সৌন্দর্য কিন্তু এটিকে লুকানো অসম্ভব। এজন্য এটি প্রকাশ করতে শরিয়ত বাধা দেয় না। অথবা অসুস্থতার দৃষ্টিকোণ থেকেও হতে পারে; যেমন চিকিৎসার জন্য শরীরের কোন অংশ ডাক্তারকে দেখাতে হয় (কুরআন করীমের শিক্ষা অনুযায়ী

সেটিও প্রকাশ করা যায়) বরং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, হতে পারে ডাক্তার কোন নারীকে মুখ না ঢাকা বা চেহারা আবৃত না করার পরামর্শ দেয় আর তাকে এদিক সেদিক চলাফেরা করতে বলে, যদি সে চেহারা ঢাকে তবে তার স্বাস্থ্যের হানি ঘটবে। (অর্থাৎ ডাক্তার যদি কোন নারীকে বলে মুখ ঢাকবে না এবং বাইরে চলাফেরা করবে নয়তো তোমার শরীর খারাপ হয়ে যাবে) সেই নারীর মুখ খোলা রেখে চলাফেরা করা বৈধ হবে। এমনকি কোন কোন ফিকাহবিদ বা আলেমের দৃষ্টিতে যদি নারী গর্ভবতী হয় আর ভালো কোন 'দাই' পাওয়া না যায় এবং ডাক্তার বলে, যদি কোন অভিজ্ঞ ডাক্তারের মাধ্যমে এ মহিলার বাচ্চা প্রসব না করানো হয় তবে তার জীবন হুমকির মুখে পড়তে পারে– এরূপ অবস্থায় সে মহিলা যদি কোন পুরুষের মাধ্যমে বাচ্চা প্রসব করায় তবে এটি বৈধ হবে। বরং এমন পরিস্থিতিতে যদি পুরুষ ডাক্তারের মাধ্যমে কোন নারী বাচ্চা প্রসব না করায় এবং মারা যায় তবে খোদা তা'লার কাছে আত্মহত্যাকারীর ন্যায় পাপী বলে গণ্য হবে। অধিকন্তু এ অপারগতা কর্মের দৃষ্টিকোণ থেকেও হতে পারে; যেমন আমি কৃষিজীবী পরিবারের নারীদের উদাহরণ দিয়েছি [মুসলেহ্ মওউদ (রা.) পূর্বে উদাহরণ দিয়েছেন] যে (যদি তারা কাজ না করে) তাদের জীবনজীবিকার চাকাই ঘুরবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা ব্যবসাবাণিজ্যে পুরুষদের সাহায্য-সহযোগিতা করবে– এসব বিষয় إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا -এর অন্তর্ভুক্ত। *(তফসীরে কবীর ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.-২৯৯)*

অতএব, ইসলাম স্বাধীনতাও দিয়েছে এবং সীমাও নির্ধারণ করে দিয়েছে; সম্পূর্ণভাবে ছুটি দিয়ে দেয় নি। কোন কোন অপারগতার কারণে পর্দা শিথিল করার অনুমতি রয়েছে। নিম্নমানের পর্দা করা যেতে পারে। কিন্তু একইসাথে অকারণে অবৈধভাবে ইসলামী আদেশাবলীকে লঙ্ঘন করতেও বারণ করা হয়েছে। ইসলাম স্বাধীনতার নামে নির্লজ্জতার অনুমতি দেয় নি।"

(খুতবা জুমুআ, ১৮ মার্চ ২০১৬, বায়তুল ফতুহ্, লন্ডন;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৮ এপ্রিল ২০১৬)

পশ্চিমা সমাজে মুসলমান নারীদের নিজেদের ও তাদের অনাগত সন্তানদের হেফাযতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে হুযূর আনোয়ার (আই.) বার বার হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দিকনির্দেশনার আলোকে জ্ঞানগর্ভ উপদেশাবলী প্রদান করেছেন। একস্থানে হুযূর আনোয়ার (আই.) পশ্চিমা সমাজে বসবাসকারী আহমদী নারীদের সম্বোধন করে বলেছেন:

"অতএব এই পশ্চিমা সমাজে বসবাস করে নিজের ও নিজ বংশধরদের সুরক্ষার জন্য যেখানে বহুবিধ সংগ্রাম বা সাধনা আপনাকে করতে হবে সেখানে পর্দার জন্যও

সংগ্রাম করুন। কেননা আজ যদি আপনি পর্দা ছেড়ে দেন তাহলে পরবর্তী প্রজন্ম এর চেয়েও বেশি এগিয়ে যাবে অর্থাৎ আরো বেশি অধঃপতিত হবে।

হযরত আকদস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, "মানুষ ইউরোপের ন্যায় পর্দাহীনতার ওপরও জোর দিচ্ছে, কিন্তু এর আদৌ কোন যৌক্তিকতা নেই। নারীদের এমন স্বাধীনতাই পাপ ও অনাচারের উৎস। যেসব রাষ্ট্র এধরনের স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছে তাদের চারিত্রিক অবস্থার কথা একটু ভেবে দেখ!" আপনারা এসব রাষ্ট্রে বসবাস করছেন, দেখুন! এই স্বাধীনতার ফলে এরা উন্নত চারিত্রিক মানে প্রতিষ্ঠিত আছে কি?

আবার বলেন, "এই স্বাধীনতা ও পর্দাহীনতার কারণে তাদের সতীত্ব ও সচ্চরিত্রতার মান যদি উন্নত হয়ে থাকে তবে আমরা মেনে নিব যে, আমরা ভ্রান্তিতে আছি।" আপনারা এখানে বসবাস করছেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলছেন, যদি তোমাদের মতে এ স্বাধীনতা ও পর্দাহীনতার কারণে তোমাদের এখানে পশ্চিমা বিশ্বের নারীরা খুব পবিত্র হয়ে গিয়ে থাকে, ধার্মিক হয়ে গিয়ে থাকে তবে আমরা মেনে নেব যে, আমরা ভ্রান্তিতে আছি।"

তিনি বলেন, "কিন্তু এটি স্পষ্ট কথা যে, যুবক-যুবতীরা যদি লাগামহীন স্বাধীনতা পায় আর পর্দাহীনতাও থাকে তাহলে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক কতটা বিপজ্জনক হতে পারে! কুদৃষ্টি দেয়া এবং বেশিরভাগ সময় প্রবৃত্তির বশীভূত হয়ে যাওয়া মানুষের বৈশিষ্ট্য। প্রশ্ন হলো, যেখানে পর্দার ভেতর থেকেও কখনো কখনো ভারসাম্যহীন আচরণ প্রদর্শন করা হয় এবং অনাচার কদাচারের ঘটনা ঘটে সেখানে অবাধ স্বাধীনতায় কী না ঘটাতে পারে!

তিনি বলেন, "যেখানে পর্দা করা হয় সেখানেও কখনো কখনো এরূপ বিষয় ঘটে যায়, কিন্তু যখন অবাধ স্বাধীনতা লাভ হবে তখন তো সম্পূর্ণ লাগামহীন হয়ে পড়বে।"

তিনি আরো বলেন, "পুরুষদের অবস্থা ভেবে দেখ, তারা কিরূপ লাগামহীন ঘোড়ার ন্যায় হয়ে গেছে। খোদাভীতিও নেই আর পরকালেও বিশ্বাস নেই। পার্থিব ভোগবিলাসকে নিজেদের উপাস্য বানিয়ে রেখেছে। অতএব, আবশ্যকীয় বিষয় হলো, এ স্বাধীনতা ও পর্দাহীনতায় গা-ভাসানোর পূর্বে প্রথমে পুরুষদের চারিত্রিক অবস্থার সংশোধন কর।" তোমাদের দৃষ্টিতে যদি তোমরা পবিত্র হয়েও থাক তবে প্রশ্ন হলো, এ নিশ্চয়তা তোমরা কীভাবে দিতে পার যে, পুরুষদের চারিত্রিক অবস্থাও শুধরে গেছে? নিজেদের পর্দা অপসারণের পূর্বে পুরুষদের চরিত্র সংশোধন কর। গ্যারান্টি নাও যে, তাদের চরিত্র সংশোধন হয়ে গেছে। কেবল তখনই পর্দা

খুলতে পার। "যদি এটি ঠিক হয়ে যায় এবং পুরুষদের নিজেদের ওপর যদি কমপক্ষে এতটা নিয়ন্ত্রণ থাকে যে, তারা তাদের কুপ্রবৃত্তির কাছে পরাজিত হবে না, তখন এ প্রশ্নের অবতারণা করো যে, পর্দা আবশ্যক কিনা। নয়তো বর্তমান অবস্থায় এ কথার ওপর জোর দেয়া যে, লাগামহীন স্বাধীনতা ও পর্দাহীনতা থাকতে হবে– এটি যেন বাঘের সামনে ছাগলকে পরিবেশন করা।"

একস্থানে তিনি বলেন, বেপর্দা অবস্থায় পুরুষদের সামনে যাওয়া ক্ষুধার্ত কুকুরের সামনে নরম রুটি রেখে দেয়ার নামান্তর। দেখুন! তিনি কত কঠিন শব্দ ব্যবহার করেছেন।

তিনি বলেন, "কমপক্ষে নিজেদের বিবেক (বা conscience)-কেই কাজে লাগান। প্রশ্ন হলো পুরুষদের কি এতটা সংশোধন হয়ে গেছে যে, বেপর্দাভাবে তাদের সামনে নারীদের রাখা হবে।" *(মলফূযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১০৪-১০৬, নবসংস্করণ)*

(কানাডার সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ২৫ জুন ২০০৫; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২ মার্চ ২০০৭)

ইসলামী শিক্ষার ওপর আপত্তির প্রেক্ষিতে হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর এক জুমুআর খুতবায় জামা'তের সদস্যদের উদ্দেশ্যে বলেন:

"ইসলামী শিক্ষার ওপর আপত্তিকারীরা বলে, নারীকে হিজাব পরিয়ে, পর্দার নির্দেশ দিয়ে তার অধিকার পদদলিত করা হয়েছে– এসব কথায় কাঁচাবুদ্ধির মেয়েরা কখনো কখনো প্রভাবান্বিত হয়। ইসলামে পর্দার অর্থ জেলে অন্তরীণ করা নয়। মেয়েদেরকে ঘরের চার দেয়ালের ভেতর বন্দি করা এর উদ্দেশ্য নয়। হ্যাঁ, (এর উদ্দেশ্য হচ্ছে) লজ্জাশীলতা বা শালীনতাবোধ সৃষ্টি করা।"

(খুতবা জুমুআ, ১৩ জানুয়ারি ২০১৭, বায়তুল ফতুহ্, লন্ডন; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭)

"পর্দা নিয়ে বাড়াবাড়ি" বৈধ নয়

ইসলামে পর্দার আদেশ অসাধারণ গুরুত্ব রাখে। কিন্তু এ ইসলামী আদেশ পালন করা ও পালন করানোর ব্যাপারে কোন প্রকার কঠোরতা বৈধ নয়। কেননা নারীদের দাসী বানিয়ে রাখা পর্দার উদ্দেশ্য নয়, বরং এর উদ্দেশ্য হলো তাদের মানমর্যাদা প্রতিষ্ঠিত রাখা। হুযূর আনোয়ার (আই.) পর্দার বিষয়ে কঠোরতামুক্ত শিক্ষার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দিক-নির্দেশানাসমূহ বার বার উপস্থাপন করেছেন। এক স্থানে তিনি বলেন,

"হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, পর্দা নিয়ে এত কঠোরতা বৈধ নয়।... হাদীস শরীফে আছে যে, ক্ষেত্র বিশেষে পুরুষ নারীগর্ভের শিশু প্রসব করাতে পারে। ইসলাম ধর্মে কঠোরতা ও সংকীর্ণতার কোন শিক্ষা নেই। যে ব্যক্তি অযথাই কাঠিন্য ও কষ্টকর বিষয়ের অবতারণা করে সে নিজেই নতুন শরিয়ত উদ্ভাবন করে। পর্দার ব্যাপারে সরকারও কোন কঠোরতা রাখে নি আর এখন আইনও খুব সহজ করে দিয়েছে। মানুষ যেসব প্রস্তাবনা ও সংশোধনী উপস্থাপন করে সরকার তা মনোযোগ দিয়ে শোনে এবং যথাযথভাবে ও সময়ের দাবির নিরিখে বাস্তবায়ন করে থাকে। কেউ আমাকে বলবে কি যে, পর্দা করে নাড়ী (পালস্) দেখানো কোথায় নিষেধ আছে?" *[মলফূযাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭১ (পুরনো সংস্করণ), পৃ. ২৩৯ (নবসংস্করণ)]*

একেতো বলেছেন যে, কোন মহিলার সন্তান প্রসবের সময় যদি পুরুষ ডাক্তার দেখাতে হয় (দেখানো উচিত) তাতে কোন সমস্যা নেই। এক্ষেত্রে কিছু পুরুষ আত্মাভিমান দেখিয়ে বলে বসে যে, পুরুষকে দেখাবো না– এমন মনোভাবের প্রকাশ নিষিদ্ধ। প্রয়োজনের সময় পুরুষ ডাক্তারদের সামনে যাওয়া কোন নিষিদ্ধ বিষয় নয়।"

(যুক্তরাজ্যের সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ৩১ জুলাই ২০০৪; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৪ এপ্রিল ২০১৫ মুদ্রিত)

মোটকথা, ইসলাম সব বিষয়েই বাড়াবাড়ি ও শিথিলতা– উভয়টিই নাকচ করে। যেমন হুযূর আনোয়ার (আই.) এক স্থানে বলেন:

"এরা দু'ধরনের দলে বিভক্ত হয়ে গেছে, একদল বলে এতো কঠোর পর্দা কর যে, নারীদের ঘর থেকে বের হতে দিও না। আরেক দল বলে, তাদের এতটা লাগামহীন ছেড়ে দাও যে, ভালোমন্দের পার্থক্যই যেন উঠে যায়।"

(কানাডার সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ৩ জুলাই ২০০৪; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০০৫)

অপর এক উপলক্ষে একই বিষয়ে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"আল্লাহ্ তা'লার যেসব আদেশ রয়েছে তাতে কোন বাড়াবাড়ি ও শিথিলতা প্রদর্শনের নির্দেশ নেই। না এদিকে ঝুঁকবে না ওদিকে– এটিই মূল কথা।"

(যুক্তরাজ্যের সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ৩০ জুলাই ২০১০; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১১ মার্চ ২০১১)

একই বিষয়ে হুযূর আনোয়ার (আই.) উম্মুল মু'মিনীন হযরত সৈয়দা নুসরত জাঁহা বেগম (রা.)-এর একটি ঘটনা বর্ণনা করার পর পর্দার প্রকৃত উদ্দেশ্য বা চেতনা সম্পর্কে আলোকপাত করে বলেন:

"হযরত আকদস মসীহ্ মওউদ (আ.) হযরত উম্মুল মু'মিনীন (রা.)-কে কতটা পর্দা করাতেন বা তাঁর রীতি কী ছিল? এ সম্পর্কে রেওয়ায়েত রয়েছে যে, হযরত উম্মুল মু'মিনীন কিছুটা অসুস্থই থাকতেন। তিনি (আ.) ডাক্তার সাহেবের সাথে পরামর্শ করেন যে, তিনি যদি মাঝে মধ্যে বাগানে যান তাতে কোন সমস্যা নেই তো? ডাক্তার সাহেব বললেন, না। তখন তিনি (আ.) বলেন:

"সত্যিকার অর্থে কোথাও পাপ না হয়ে যায় এ ভয়ে আমি যা আপত্তিকর নয় আর যতটা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ– এমন সীমার ভেতর থেকে পর্দার সাথে কখনো কখনো ঘরের লোকদের বাগানে নিয়ে যেতাম আর আমি কোন তিরস্কারকারীর পরোয়া করি না। হাদীস শরীফেও আছে যে, বসন্তবায়ু সেবন কর। ঘরের চার দেয়ালে সর্বদা বন্দি থাকলে কখনো কখনো নানা ধরনের রোগব্যাধি হামলা করে। এছাড়া মহানবী (সা.) ও হযরত আয়েশা (রা.)-কে নিয়ে বাইরে যেতেন। যুদ্ধে হযরত আয়েশা (রা.) সাথে থাকতেন। পর্দার বিষয়ে অনেক বাড়াবাড়ি ও শৈথিল্য প্রদর্শিত হয়েছে। ইউরোপের লোকেরা শৈথিল্য দেখিয়েছে আর এখন তাদের অনুকরণে কতিপয় নেচারী বা প্রকৃতিবাদীও এমনটিই চায়। অথচ এ পর্দাহীনতা ইউরোপে পাপাচার ও কদাচারের বন্যা বইয়ে দিয়েছে। এর বিপরীতে কতিপয় মুসলমান এ বিষয়ে এতটা বাড়াবাড়ি করে যে, নারীরা ঘর থেকে কখনো বেরই হয় না অথচ রেলেও সফর করার প্রয়োজন দেখা দেয়। বস্তুত আমরা এ উভয় প্রকার লোকদের ভ্রান্তিতে নিপতিত বলে মনে করি, যারা বাড়াবাড়িও করছে আবার শিথিলতাও প্রদর্শন করছে।" *(মলফূযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৫৭-৫৫৮)*

(জার্মানির সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্য ভাষণ, ২৩ আগষ্ট ২০০৩;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৮ নভেম্বর ২০০৫)

“অতএব প্রত্যেক আহমদী নারী ও পুরুষের উদ্দেশ্যে আমি বলব, যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, তাকওয়ার পোশাকই হচ্ছে সর্বোত্তম পোশাক, তাই তা পরিধানের চেষ্টা করুন যেন আল্লাহ্ তা'লার সাত্তারী (বা ঢেকে রাখার বৈশিষ্ট্য) সর্বদা আমাদের ঢেকে রাখে।”

(খুতবা জুমুআ, ৩ এপ্রিল ২০০৯, বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডন)

তাকওয়ার পোশাক (লিবাসুত্তাকওয়া)

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন (আই.) তাঁর এক জুমুআর খুতবায় আল্লাহ্‌র বাণী 'লিবাসুত্তাকওয়া'-এর ব্যাখ্যা করে বলেন:

"আল্লাহ্ তা'লা একস্থানে লিবাসুত্তাকওয়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সূরা আ'রাফে আল্লাহ্ তা'লা বলেন:

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَ رِيْشًا ؕ
وَ لِبَاسُ التَّقْوٰى ۙ ذٰلِكَ خَيْرٌ ؕ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

(সূরা আল আ'রাফ 7: 27)

"হে আদমসন্তান! আমরা তোমাদের জন্য নিশ্চয় পোশাক অবতীর্ন করেছি, যা তোমাদের দুর্বলতা ঢাকে এবং যা (তোমাদের) সৌন্দর্যের কারণ। বাকি থাকল তাকওয়ার পোশাক (জেনে রাখ!) তা হলো সর্বোত্তম (পোশাক)। এ হলো আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের অন্তর্ভুক্ত যেন তারা (এ থেকে) উপদেশ গ্রহণ করে।"

এখানে পুনরায় সে বিষয়ের উল্লেখ এসেছে যা আমি পূর্বেও বলেছি অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে পোশাক দিয়েছেন তোমাদের নগ্নতা ঢাকার জন্য এবং তোমাদের সৌন্দর্যের উপকরণস্বরূপ। এগুলো হলো বাহ্যিক উপকরণ যা আল্লাহ্ তা'লা উল্লেখ করেছেন। মানুষকে অন্যান্য সৃষ্টি থেকে স্বতন্ত্র করার জন্য একটি পোশাক দিয়েছেন যেন এর মাধ্যমে তার সৌন্দর্যও প্রকাশ পায় এবং তার নগ্নতাও ঢেকে থাকে। কিন্তু একইসাথে এটিও বলেছেন, প্রকৃত পোশাক হচ্ছে লিবাসুত্তাকওয়া বা তাকওয়ার পোশাক।

এখানে আমি আরেকটি বিষয়ও ব্যাখ্যা করছি যে, একজন বিশ্বাসী এবং একজন অবিশ্বাসীর পোশাকের সৌন্দর্যের মানদণ্ড ভিন্ন আর যে কোন ভদ্রলোকের পোষাকের সৌন্দর্যের মানদণ্ড ভিন্ন হয়ে থাকে। বর্তমানে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যে কেতাদুরস্ত (fashionable) শ্রেণি ও দুনিয়াদারদের মাঝে বরং পাশ্চাত্যে সকল শ্রেণির মাঝে পোশাকে যদি নগ্নতা প্রকাশ পায় ও শরীর দেখা যায় তবে সেটিকেই পোশাকের সৌন্দর্য মনে করা হয়। আবার তারাই বলে, পুরুষদের সৌন্দর্য এমন পোশাকে যা দেহ ঢেকে রাখে কিন্তু পুরুষরাই চায় যে নারীদের পোশাক যেন এমন না হয় যা দেহ

আবৃত করে রাখবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবশ্য নারীরাও এমনটিই চায়। সেই নারী যার খোদার ভয় নেই তার কাছে তাকওয়ার পোশাক নেই আর এমন পুরুষও এটিই চায়। একশ্রেণির পুরুষ রয়েছে যারা চায় নারীরা আধুনিক পোষাকে সাজুক, এমনকি নিজ স্ত্রীদের জন্যও এগুলো পছন্দ করে যেন সমাজে তাদেরকে মর্যাদাবান ও কেতাদুরস্ত জ্ঞান করা হয়। সেই পোশাক নগ্নতা ঢাকুক বা না-ই ঢাকুক। কিন্তু একজন বিশ্বাসী এবং যার মাঝে খোদাভীতি আছে সে পুরুষ হোক বা নারী সে ঐ পোশাকই পরিধান করা পছন্দ করবে যা খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম হয় আর এটি তখন সম্ভব যদি তাকওয়ার পোশাক অন্বেষণ করা হয় আর বিশেষ সাবধানতার সাথে নিজের বাহ্যিক পোষাকের প্রতিও দৃষ্টি রাখা হয়।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"... অতএব, এটি তাকওয়ার পোশাক যা বাহ্যিক পোষাকের মান নির্ধারণ করে আর পরস্পরের দুর্বলতা ঢেকে রাখারও মানদণ্ড প্রতিষ্ঠিত করে। আল্লাহ্ তা'লার সমীপে বিনত হওয়া ছাড়া এটি অর্জন করা সম্ভব নয়। কেননা শয়তান সর্বদা বান্দাদের তাকওয়ার পোশাক খুলে ফেলার সুযোগ খুঁজতে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা একস্থানে বলেন, বরং বলতে হবে আমি যে আয়াত পাঠ করেছিলাম এর পরের আয়াতেই আল্লাহ্ তা'লা বলেন:

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا ؕ اِنَّهٗ يَرٰىكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ؕ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَآءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ

(সূরা আল আ'রাফ 7:28)

'হে আদম সন্তান! শয়তান যেন তোমাদেরকে আদৌ পরীক্ষায় ফেলতে না পারে যেভাবে সে তোমাদের পিতামাতাকে জান্নাত থেকে বের করিয়ে দিয়েছিল। সে তাদের দুর্বলতা তাদেরকে দেখানোর উদ্দেশ্যে তাদের পোশাক কেড়ে নিয়েছিল। নিশ্চয় সে ও তার দলবল এমন স্থান থেকে তোমাদের দেখছে যেখান থেকে তোমরা তাদের দেখ না। যারা ঈমান আনে না, নিশ্চয় আমরা শয়তানদেরকে তাদের বন্ধু বানিয়ে দিয়েছি।'

অতএব, বাহ্যিক পোশাকের সাথে সংশ্লিষ্ট যে নগ্নতার কথা আমি বলেছি, (স্মরণ রাখবেন!) একজন মু'মিন কখনো এমন পোশাক পরতে পারে না যা সৌন্দর্যের

কাজ দেয়ার পরিবর্তে দেহ প্রদর্শনের কাজই বেশি করে। রিপোর্ট আসে যে, অন্যের দেখাদেখি এখানেও আর পাকিস্তানেও কিছু কিছু আহমদী মেয়ে শুধু পর্দাই ছেড়ে দেয় না, বরং তাদের পোশাক অশালীন ও অভদ্রোচিত হয়ে থাকে। এ আচরণ শুধু সে-ই করতে পারে যে তাকওয়ার পোশাকশূণ্য।

সুতরাং, আমি সব আহমদী নরনারীকে বলছি, যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, সর্বোত্তম পোশাক হচ্ছে তাকওয়ার পোশাক, এটি পরিধানের চেষ্টা করুন যেন আল্লাহ্ তা'লার সাত্তারী (অর্থাৎ দোষত্রুটি ঢেকে রাখার বৈশিষ্ট্য) সর্বদা আমাদেরকে ঢেকে রাখে। শয়তান, যে পর্দা অপসারনের চেষ্টা করছে, যে মানুষকে নগ্ন করার চেষ্টা করছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, সেই শয়তান তারই বন্ধু যে মু'মিন নয়। যদি ঈমান থেকে থাকে এবং যুগের ইমামকে মেনে থাকি তবে আমাদেরকে সবিশেষ চেষ্টার মাধ্যমে শয়তানদের থাবা থেকে বাঁচার প্রয়াস চালাতে হবে এবং সর্বদা নিজেদের সেই পোশাক দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে যা তাকওয়ার পোশাক। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এর সামর্থ্য দান করুন।

আমি পূর্বেও বলেছি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতের পর আমাদের ওপর অনেক বড় দায়িত্ব বর্তায়, যাতে আমরা আমাদের অবস্থা পরিবর্তনের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাই আর গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে না যাই। বরং খোদা তা'লার সাথে আমাদের সম্পর্ক যেন ক্রমাগতভাবে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হতে থাকে এবং তাকওয়ার পোষাকের প্রকৃত তাৎপর্য যেন আমরা অনুধাবন করতে পারি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেছেন:

"অতীতে হয়তো তার ছোট বা বড় বড় পাপ থেকে থাকবে। (অর্থাৎ যে কোন মানুষ ছোট ছোট বা বড় বড় পাপে লিপ্ত থাকতে পারে)। কিন্তু যখন আল্লাহ্ তা'লার সাথে তার সত্যিকারের সম্পর্ক গড়ে ওঠে তখন তিনি সব পাপ ক্ষমা করে দেন এবং এরপর তাকে আর লজ্জিত করেন না, এ পৃথিবীতেও না এবং পরকালেও না। এটি আল্লাহ্ তা'লার কত বড় অনুগ্রহ্ যে, একবার কাউকে ক্ষমা ও মার্জনা করলে এরপর তিনি কখনো তা উল্লেখই করেন না, তার দোষত্রুটি গোপন করেন। কিন্তু এরূপ অনুগ্রহ ও অনুকম্পা সত্ত্বেও যদি সে কপটতাপূর্ণ জীবনযাপন করে তাহলে এটি চরম দুর্ভাগ্য ও দুর্দশা বৈ-কী।" *(মলফূযাত, ৩য় খন্ড, পৃ. ৫৯৬, ২০০৩ সনে রাবওয়ায় মুদ্রিত)*

অতঃপর এ সম্পর্কে খোদা তা'লা সূরা নিসায় বলেছেন,

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا

(সূরা আন্ নিসা 4: 32)

'তোমরা যদি সেসব গুরুতর পাপ থেকে বিরত থাক যা করতে তোমাদের বারণ করা হয়েছে তাহলে আমরা তোমাদের দোষত্রুটি বা পাপ তোমাদের জীবন থেকে বিমোচন করব এবং তোমাদেরকে এক মহা-সম্মানজনক স্থানে প্রবেশ করাব।'

এখানে বলেছেন, 'বড় পাপ এড়িয়ে চল'। স্মরণ রাখবেন! এর অর্থ এই নয় যে, মানুষ বড় পাপ চিহ্নিত করতে শুরু করবে বা এটি দেখা আরম্ভ করবে যে, কোন্ কোন্‌টি বড় পাপ যা থেকে বিরত থাকতে হবে। একজন প্রকৃত বিশ্বাসী সে যে সকল প্রকার পাপ এড়িয়ে চলে। কেননা আল্লাহ্ তা'লার সাত্তারীয়্যত (দুর্বলতা ঢেকে রাখার বৈশিষ্ট্য) সকল প্রকার পাপের জন্যই। এজন্য এটি ভাবা উচিত নয় যে, বড় পাপ থেকে বাঁচতে হবে আর ছোট ছোট পাপ যদি করেও ফেলি তাতে কোন সমস্যা নেই। আল্লাহ্ তা'লা বড় পাপ থেকে বাঁচতে বলেছেন, এর অর্থ হচ্ছে সকল প্রকার পাপ এড়িয়ে চল। কারণ কুরআন করীমে বড় ও ছোট পাপের কোন তালিকা নেই। বিশেষভাবে তা চিহ্নিত করা হয় নি। আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে প্রতিটি কাজ যা করতে তিনি বারণ করেছেন এবং একজন মু'মিনকে তা না করার কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়েছেন– সেটি করাই হলো পাপ বিশেষ। কাজেই, প্রতিটি মন্দকাজ, খোদা তা'লা যা না করার আদেশ দিয়েছেন, ছোট হোক বা বড় তা পরিত্যাগে যদি কারো সমস্যা হয় তবে সেটি ঐ ব্যক্তির জন্য বড় পাপ। অতএব, যখন একটি কঠিন কাজ সমাধা করে ফেলবে বা তা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসবে তখন এমন পাপ যা ত্যাগ করা অপেক্ষাকৃত সহজ তা এমনিতেই পরিত্যক্ত হবে।

কোন কোন তফসীরকারক এটিও বলেছেন, যে কোন পাপের চরমরূপ হলো 'কবীরা গুনাহ্'। তাই সেই চরম সীমায় পৌঁছার পূর্বেই যদি নিজের সংশোধনের প্রতি দৃষ্টি দাও তবে আল্লাহ্ তা'লা যিনি তখন পর্যন্ত দোষত্রুটি গোপন রেখেছেন, তাও গোপন রাখবেন। তাঁর কৃতজ্ঞতার সাথে পুণ্যসাধনে ব্রতী হও, তবেই আল্লাহ্‌র কাছে পুরস্কার পাবে আর তখন সেই পাপসমূহ আর প্রকাশ পাবে না অর্থাৎ যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, এরপর সেই ছোট বড় পাপের কথা আল্লাহ্ কখনো উল্লেখই করেন না।

খোদা তা'লা কুরআন করীমে অপর এক স্থানে বড় পাপসমূহকে অন্য কিছু পাপের সাথে মিলিয়ে এটি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, যেকোন পাপ 'কবীরাগুনাহ' হতে পারে। যেমন সূরা আশ্ শুরা-তে তিনি বলেন:

وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ

(সূরা আশ্ শুরা 42: 38)

'এবং যারা বড় বড় পাপ ও অশ্লীল কার্যকলাপ বর্জন করে এবং রাগের সময় ক্ষমা করে।'

অর্থাৎ এটি হলো বিশ্বাসীদের পরিচিতি। এখানে মু'মিনদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, তারা বড় পাপ এড়িয়ে চলে, অশ্লীল কার্যাবলী থেকে বিরত থাকে এবং ক্রোধ সংবরণ করে। এখানে দু'টি বরং তিনটি বিষয় একসাথে রাখা হয়েছে।

এখানে প্রনিধানযোগ্য বিষয় হলো, মহানবী (সা.) বলেছেন, লজ্জাবোধ ঈমানের অঙ্গ। এটি সেসব লোকের জন্য চিন্তার বিষয়, যারা ফ্যাশন ও পার্থিবতার পেছনে ছুটছে। তারা এত অশালীন পোশাক পরিধান করে যে, তাদের নগ্নতা প্রকাশ পায় আর তারা লজ্জাশীলতাকে পুরোপুরি বিসর্জন দেয়। আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যে উদ্ধৃতি পাঠ করেছি তাতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'লা দোষত্রুটি গোপন করতে চান এবং ক্ষমা করতে চান। বান্দা যদি আল্লাহ্‌র দিকে হেঁটে যায় তবে তিনি বান্দার দিকে ছুটে আসেন, তা সত্ত্বেও যদি বান্দা সুযোগকে কাজে না লাগায় তাহলে এটি কতবড় দুর্ভাগ্যের বিষয়!"

(খুতবা জুমুআ, ৩ এপ্রিল ২০০৯, বায়তুল ফতুহ্, লন্ডন;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৪ এপ্রিল ২০০৯)

একইভাবে যুক্তরাজ্যের সালানা জলসাতেও মহিলাদের উদ্দেশ্যে তাঁর বক্তৃতায় হুযূর আনোয়ার (আই.) 'লিবাসুত্তাকওয়া' সম্পর্কে স্পষ্ট করেন যে, প্রকৃত সৌন্দর্য পোশাক এবং অলংকারাদির মাধ্যমে লাভ হয় না, বরং 'লিবাসুত্তাকওয়া'-ই হচ্ছে সেই সত্যিকারের পোশাক যা পুরুষ ও নারী উভয়কেই প্রকৃত সৌন্দর্য দান করতে পারে। হুযূর আনোয়ার (আই.) এ সম্পর্কে বলেন:

"কাপড় বা বাহ্যিক সৌন্দর্য কিছুই নয়। প্রকৃত সৌন্দর্য হচ্ছে সেটি যা আল্লাহ্ তা'লা দান করেন। নারীরা তাদের রূপ সৌন্দর্যের বিষয়ে খুবই সচেতন। কিন্তু এমন অনেকেই আছে যারা তাদের প্রকৃত সৌন্দর্য সম্পর্কে উদাসীন থাকে। মেকআপ, ভালো পোশাক পরিধান এবং অলংকারাদি পরলেই সৌন্দর্য লাভ হয় না। প্রকৃত সৌন্দর্য সেটি যা আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে দান করেছেন। সেই সৌন্দর্য সম্পর্কে তারা উদাসীনতা দেখায় যার মাধ্যমে তাদের রূপসৌন্দর্য কয়েক গুণ বৃদ্ধি পেতে পারে। কিন্তু লাগামহীন স্বাধীনতার মাধ্যমে এটি অর্জিত হয় না। এ সমাজের বাজে কার্যকলাপে গা ভাসিয়ে দিয়ে তা লাভ করা যায় না। হিজাব পরিত্যাগ করে এটি লাভ হয় না। মাথা খোলা রাখলে এটি লাভ করা যায় না। নিজ স্বামীদের কাছে পার্থিব কামনা বাসনা পুরণের দাবি করে এটি লাভ করা যায় না। পুরুষদেরও একটি সৌন্দর্য রয়েছে। ফ্যাশনেবল মহিলাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে সেটি লাভ হয় না, বরং আল্লাহ্ তা'লার তাকওয়া অবলম্বনের মাধ্যমে এটি লাভ হয়। বর্তমানে পাশ্চাত্যের ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে আমাদের কিছু নারী এমন মনোভাব ব্যক্ত করে

যেন এটিই সৌন্দর্য। সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে, এ সৌন্দর্য তাকওয়ার পোশাক পরিধানের মাধ্যমে লাভ হয়। আর তাকওয়ার পোশাক তারাই লাভ করে যারা তাদের ঈমানী দায়িত্ব এবং আমানতসমূহকে সর্বোচ্চ সামর্থ্য ও যোগ্যতা দিয়ে পূর্ণ করার চেষ্টা করে, সে পুরুষ বা নারী যেই হোক না কেন।"

(যুক্তরাজ্যের সালানা জলসা মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ২৩ জুলাই ২০১১; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৪ মে ২০১২)

পোশাকের দু'টি উদ্দেশ্য

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন (আই.) কুরআনের বাণী 'লিবাসুত্তাকওয়া'-এর বরাতে নসীহত করতে গিয়ে জুমুআর খুতবার শুরুতে সূরা আ'রাফের ২৭ নম্বর আয়াত তিলাওয়াত করেন এবং এর প্রেক্ষিতে পোশাকের উদ্দেশ্য বর্ননা করে বলেন:

"এ আয়াতে খোদা তা'লা এ বিষয়ের প্রতি দিকনির্দেশনা দিয়েছেন যে, মানুষের সবকিছুর ওপর তাকওয়াকে প্রাধান্য দেয়া উচিত। খোদা তা'লা এখানে পোশাকের উদাহরণ দিয়েছেন, অর্থাৎ পোশাকের দু'টি বিশেষত্ব রয়েছে। প্রথমত পোশাক তোমাদের দুর্বলতাকে ঢেকে রাখে। দ্বিতীয়ত এটি সৌন্দর্যস্বরূপ। দুর্বলতাসমূহ ঢেকে রাখা বলতে শারিরীক ত্রুটি এবং দুর্বলতা ঢাকাও বুঝায়। কিছু লোকের পোশাক এমন হয়ে থাকে যার মাধ্যমে তাদের কিছু ত্রুটি ঢাকা পড়ে। চরমভাবাপন্ন আবহওয়ার ফলে মানুষের ওপর এর যে প্রভাব পড়ে তা থেকে নিরাপদ থাকার বিষয়টিও এর অন্তর্ভুক্ত। সুন্দর ও ভালো পোশাক মানুষের ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তোলে। কিন্তু বর্তমানে এসব দেশে বিশেষ করে এদেশে, সার্বিকভাবে পুরো ইউরোপে, পোশাকের ক্ষেত্রে ফ্যাশনকে বিশেষভাবে নারীদের পোশাককে এরা এতটা নিম্ন পর্যায়ে নিয়ে গেছে যে, এর মাধ্যমে নিজেদের নগ্নতা লোকদের কাছে প্রকাশ করাকে সৌন্দর্য মনে করা হয়। গরমের সময় এ পোশাক পুরোপুরিই উধাও হয়ে যায়। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন পোশাকের দু'টি উদ্দেশ্য রয়েছে, সেগুলো পূর্ণ করো। অতঃপর তাকওয়ার পোশাককে সর্বোত্তম আখ্যায়িত করে মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন, এদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন যে, বাহ্যিক পোশাক এ দুটি উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য। কিন্তু তাকওয়া থেকে দূরে চলে যাওয়ার কারণে এ উদ্দেশ্যও তোমরা পূর্ণ কর না। সুতরাং জাগতিক পোশাকও সে শর্তগুলো সামনে রেখেই পরিধান করা উচিত যা খোদা তা'লা পছন্দ করেন। খোদা তা'লার দৃষ্টিতে সর্বোত্তম পোশাক হচ্ছে তাকওয়ার পোশাক।"

(খুতবা জুমুআ, ১০ অক্টোবর ২০০৮, মসজিদ মোবারক, প্যারিস, ফ্রান্স; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৩ অক্টোবর ২০০৮)

‘রীশ’ শব্দের অর্থ

হুযূর আনোয়ার (আই.) একটি জুমুআর খুতবার শুরুতে সূরা আ’রাফের ২৭ নম্বর আয়াত পাঠ করেন। এরপর এর ব্যাখ্যা প্রদান করে পোশাকের সৌন্দর্য সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন:

“এখানে ‘রীশ’ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ পাখির পালক যা শরীর আবৃত করে পাখিকে সুদর্শন করে তুলে। সেই পাখি যার গায়ে পালক থাকার কারণে সুন্দর দেখায়, যদি তার পালক তুলে ফেলা হয় বা কোন রোগের কারণে সেই পালক ঝরে যায় তবে তা দেখতে আর রুচি হয় না।

এছাড়া এর একটি অর্থ হলো পোশাক বা সুন্দর পোশাক। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বর্তমানে ‘নগ্ন পোশাক’কে ‘সুন্দর পোশাক’ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হচ্ছে। এজন্য বেশি দায়ী হলো পুরুষরা, কারণ তারা মহিলাদের অবাধ স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছে। অপরদিকে নারীরাও তাদের লজ্জাবোধ ও পবিত্র মর্যাদাকে ভুলে গেছে। আমাদের কতিপয় মুসলমান মহিলা এবং দু’একজন আহমদী মহিলাও এতে প্রভাবিত হয়ে থাকে। পর্দা ও হিজাব যখন ছেড়ে দেয়া হয় পরবর্তী ধাপে নগ্ন পোশাকের দিকে আকৃষ্ট হয়। অতএব, প্রতিটি নারীর স্বীয় পবিত্রতা বজায় রাখা আবশ্যক। গতকালই আমাকে একজন নতুন আহমদী বন্ধু প্রশ্ন করেছে যে, এ সমাজ, যেখানে আমরা বসবাস করছি, এতে অনেক ধরনের পাপাচার রয়েছে, অশ্লীল পোশাকও রয়েছে! প্রশ্ন হলো আমরা কীভাবে নিজের কন্যাদেরকে সমাজের প্রভাব থেকে নিরাপদ রাখতে পারি? আমি তাকে এটিই বলেছিলাম যে, শৈশব থেকেই শিশুদের মাঝে তাদের নিজেদের পবিত্রতা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করুন, তাদের নিজেদের চিনতে হবে যে তারা কারা? খোদা তা’লা তাদের কাছে কী প্রত্যাশা করেন? বড় হওয়ার অপেক্ষা না করে ৫/৬ বছর বয়স হতেই তাদেরকে পোশাকের বিষয়ে বলুন যে, তোমাদের চতুষ্পার্শ্বে সমাজের পোশাক যাই হোক না কেন তোমাদের পোশাক কিন্তু অন্যদের থেকে ভিন্ন হতে হবে, কেননা তোমরা আহমদী। দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ্ তা’লার কাছে সেই পোশাকই পছন্দনীয় যার মাধ্যমে (দেহের) নগ্নতাকে ঢেকে রাখা হয়। তাদের ভেতরকার পূতপবিত্র প্রকৃতিকে জাগ্রত করুন, যেন তারা বুঝতে পারে যে, তাদেরকে প্রতিটি কাজ আল্লাহ্‌র জন্য করতে হবে। তাহলে দেখবেন সাবালক হওয়া পর্যন্ত তাদের অন্তরে এ বিষয়টি দৃঢ়তার সাথে বদ্ধমূল হয়ে যাবে।

একইভাবে 'রীশ'-এর একটি অর্থ সম্পদ এবং জীবনোপকরণ। এখানে এটিও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এর জন্যও তাকওয়া আবশ্যক আর জীবনের আরাম আয়েশের জন্য অসৎ কাজ করবে না বা অসৎ উপায়ে সম্পদ অর্জন করবে না। অবৈধ ব্যবসাবাণিজ্য করবে না, দেশের কর প্রদানে ফাঁকি দেবে না। চুরি করা সম্পদের মাধ্যমে বাহ্যিকভাবে স্বল্প সময়ের মধ্যে সুন্দর বাড়ি তৈরী করে নিতে পার কিন্তু তাকওয়া থেকে অনেক দূরে চলে যাবে। এজন্য আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমাদের দুর্বলতা ঢেকে রাখার জন্য এবং তোমাদের সৌন্দর্যের জন্য যে বৈধ উপকরণ তোমাদের সরবরাহ করেছি সেগুলো ব্যবহার করা জরুরী। কিন্তু সর্বদা স্মরণ রেখো! তাকওয়ার পোশাকই আসল জিনিস। এদিকে যদি তোমাদের দৃষ্টি থাকে তাহলে বাহ্যিক পোশাক আর লৌকিকতা ও সৌন্দর্যের জন্য তুমি সেভাবেই আমল করবে যেভাবে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ রয়েছে এবং যেভাবে তোমাদের আদিপিতা আদম, শয়তানের বিভ্রান্তির সময় নিজেকে ঢাকার চেষ্টা করেছেন। সুতরাং আদম সন্তানদের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, সর্বদা যদি আল্লাহ্ তা'লার ভয়, ভীতি এবং তাকওয়া দৃষ্টিতে থাকে আর ইস্তেগফার, তওবা এবং দোয়ার মাধ্যমে আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে থাক তবেই পৃথিবীর সীমাহীন বাজে কার্যকলাপ থেকে নিরাপদ থাকবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন:

"খোদা তা'লা কুরআন শরীফে তাকওয়াকে পোশাক আখ্যায়িত করেছেন। যেমন 'লিবাসুত্তাকওয়া' কুরআন শরীফের শব্দ। এটি এ বিষয়ের দিকে ইশারা যে, আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য আর আধ্যাত্মিক সুষমা তাকওয়া থেকেই সৃষ্টি হয় আর তাকওয়া হলো, মানুষ খোদা তা'লার সকল আমানত এবং ঈমানী অঙ্গীকার আর একইভাবে সৃষ্টির সকল আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষার বিষয়ে যথাসাধ্য যত্নবান থাকবে অর্থাৎ সেগুলোর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিকগুলোর ওপর যথাসাধ্য প্রতিষ্ঠিত থাকবে।" *(যমীমা বারাহীনে আহমদীয়া, ৫ম খণ্ড, রূহানী খাযায়েন, ২১তম খণ্ড, পৃ. ২১০)*

"অর্থাৎ গভীর থেকে গভীরতর ও সূক্ষ্ম অর্থ সন্ধান করে এর ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার যেন চেষ্টা করা হয়।"

(খুতবা জুমুআ, ১০ অক্টোবর ২০০৮, মসজিদ মোবারক, প্যারিস, ফ্রান্স; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৩১ অক্টোবর ২০০৮)

একইভাবে আহমদী মহিলাদের 'লিবাসুত্তাকওয়া'র প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) বলেন:

"যাহোক মহিলাদের সৌন্দর্যের বিষয়ে কথা হচ্ছে আর 'লিবাসুত্তাকওয়া'র বিষয়ে কথা হচ্ছিল যে, সৌন্দর্য মূলত তাকওয়ার পোশাকের মাঝেই নিহিত, অর্থাৎ তার

প্রত্যেকটি কাজ খোদা তা'লার ভয় এবং তাঁর নির্দেশাবলী মানার কথা দৃষ্টিতে রেখে হওয়া উচিত। নিজের কামনা-বাসনাকে প্রাধান্য দিয়ে আমল করা উচিত হবে না। সুতরাং প্রত্যেক আহমদী মহিলা যদি এই চিন্তাচেতনা নিয়ে জীবন অতিবাহিত করেন এবং বাহ্যিক লেবাসের জন্য যতটা না করে থাকেন 'লিবাসুত্তাকওয়া'র জন্য এর চেয়ে বেশি চেষ্টা ও পরিশ্রম করেন তাহলে এই 'লিবাসুত্তাকওয়া' আপনার ছোটোখাটো রূহানী এবং চারিত্রিক ত্রুটিবিচ্যুতিকে ঢেকে রাখবে এবং আপনার ওপর আল্লাহ্ তা'লার ক্ষমার দৃষ্টি থাকবে। যেহেতু আল্লাহ্ তা'লার ভয় অর্থাৎ তাকওয়াকে নিজের পোশাক বানানোর চেষ্টা আছে তাই খোদা তা'লা দুর্বলতাসমূহ দূর করার সামর্থ্য দান করেন এবং করতে থাকবেন আর ঈমানের ক্ষেত্রেও উন্নতি করার সামর্থ্য দান করবেন। কেননা 'লিবাসুত্তাকওয়া' বা তাকওয়ার পোশাকে নিজেকে আবৃত করার প্রতি আপনি যে মনোযোগ নিবদ্ধ করবেন, সেকারণে আপনি খোদা তা'লার সামনে ঝুঁকার সুযোগও লাভ করবেন আর আল্লাহ্ তা'লার সমীপে পুণ্য নিয়তের সাথে যারা অবনত হয় সেরূপ মানুষের দোয়া তিনি কবুল করে থাকেন এবং তাদেরকে ধ্বংস হতে দেন না। অতঃপর এর মাধ্যমে আরো অধিক পুণ্য করার সুযোগ সৃষ্টি হবে। তিনি এমন বিনত ব্যক্তির জন্য নিজের ক্ষমার চাদর বিস্তৃত করেন আর মানুষ যখন আল্লাহ্ তা'লার ক্ষমার চাদরের আশ্রয়ে চলে আসে তখন এমন পথে বিচরণ করে যা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির পথ।"

(যুক্তরাজ্যের সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ৩০ জুলাই ২০০৫,
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১১ মে ২০০৭)

শালীন পোশাক

পাকিস্তান লাজনা ইমাইল্লাহ্'র মজলিসে শুরায় সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) তাঁর এক বিশেষ বার্তায় আহমদী মেয়েদের উপদেশ প্রদান করে বলেন:

"হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের উদ্দেশ্য হলো, নিজের জামা'তকে ইসলামী শিক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত করা এবং একটি আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা। আমাদের মেয়েদেরকে অন্যান্য মেয়েদের চেয়ে আলাদা হতে হবে। তাদের বক্তব্য মার্জিত এবং পরিশীলিত হওয়া দরকার। তাদের চালচলন, পোশাক-আশাক এবং ওঠাবসা থেকে ইসলামী শিক্ষা দেদীপ্যমান হওয়া উচিত। দশ-এগার বছর বয়স থেকেই মেয়েদেরকে মাথা ঢাকা এবং পুরো শালীন পোশাক পরিধানে অভ্যস্ত করুন। পর্দার বয়সে যারা উপনীত হয়েছে তাদের পর্দার প্রতি দৃষ্টি দিন। ঘরে বার বার সদুপদেশ

প্রদান এবং বয়সে আপনাদের চেয়ে ছোট মেয়েদের জন্য উত্তম আদর্শ স্থাপন ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ক্রমাগতভাবে ধর্মীয় শিক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে থাকবে। আমি অনেকবার লাজনাদের ইজতেমা এবং জলসার বক্তৃতায় মেয়েদের সুশিক্ষা প্রদান এবং পর্দার গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। আমার এই উপদেশবাণীগুলো বার বার শুনুন এবং নিজেদের কন্যাদেরকেও শোনান, যেন কোন অপবিত্রতা তাদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা থেকে দূরে নিয়ে যেতে না পারে।"

(লাজনা ইমাইল্লাহ্, পাকিস্তানের মজলিসে শুরার বার্তা, ২০০৯;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২২ জানুয়ারি ২০১০)

হীনম্মন্যতার ফলে পর্দাহীনতার প্রবণতা বৃদ্ধি পায় আর ইসলামী শিক্ষার ওপর আমল না করার কারণে ঈমান নষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে। এই প্রেক্ষাপটে সতর্ক করে এক খুতবায় হুযূর (আই.) জামা'তের সদস্যদের উদ্দ্যেশ্যে বলেন:

"প্রাথমিকভাবে কোন মন্দ কাজ আপাতদৃষ্টিতে অনেক তুচ্ছ মনে হয় অথবা মানুষ মনে করে যে, এই পাপ তার বা সমাজের এমন কি-ই'বা ক্ষতি করবে। কিন্তু যখন এটি বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে বা ব্যাপকহারে মানুষ এতে জড়িয়ে পড়ে অথবা মন্দ কাজ দেখেও চোখ বন্ধ করে রাখে কিংবা সমাজের ভয়ে একে মন্দকর্ম বলতে ভয় পায় অথবা হীনম্মন্যতার কারণে যে, এর বিরোধিতা সমাজের দৃষ্টিতে আমাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করতে পারে, তারা নিশ্চুপ থাকে আর ব্যবস্থা নেয় না। এ সমাজে অনেক বিষয় রয়েছে যা স্বাধীনতার নামে হয়ে থাকে এবং রাষ্ট্রও তা সমর্থন করে, কিন্তু সেগুলো মন্দকর্ম।

উদাহরণস্বরূপ সমাজের সেই সমস্ত লোকের দৃষ্টিতে এটি একটি অন্যায় যে, পর্দার মাধ্যমে মহিলাদের অধিকার পদদলিত করা হয়! এই সমাজে পর্দার বিষয়ে অনেক কথা বলা হয়ে থাকে আর তাদের দৃষ্টিতে এটি (অর্থাৎ পর্দা না করা) কোন অপরাধ নয়। এজন্য তারা এসম্পর্কে বলে যে, শরিয়তের এ নির্দেশের কোন প্রয়োজন ছিল না। লোকে কি বলবে অথবা বন্ধুবান্ধব পছন্দ করবে না অথবা স্কুলের বা কলেজের সহপাঠিনী বা শিক্ষক অনেক সময় পর্দার বিষয়ে ঠাট্টাবিদ্রুপ করে, একারণে কোন কোন মেয়ে হীনম্মন্যতার শিকার হয়ে পর্দার বিষয়ে শৈথিল্য প্রদর্শন করে। শয়তান বলে এটিতো সামান্য বিষয়। তুমি তো আর এ নির্দেশ অমান্য করে নিজের পবিত্রতাকে পদদলিত করছ না। সমাজের সমালোচনা এড়ানোর জন্য নিজের ওড়না, স্কার্ফ ও নিকাব খুলে ফেল– এতে তোমার কোন ক্ষতি হবে না। অন্যান্য কাজ তো তুমি ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ীই করছ। কিন্তু সেই সময় পর্দা পরিত্যাগকারী মেয়ে অথবা মহিলার এদিকে দৃষ্টি থাকে না যে, এটি তো এমন নির্দেশ যা পালন করার উল্লেখ কুরআন করীমে রয়েছে। নারীর শালীনতা তার

শালীন পোশাকেই নিহিত। নারীর পবিত্রতা অপ্রয়োজনে পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলার মাঝে নিহিত। এ সমাজে আল্লাহ্‌র ফযলে এমন আহমদী মেয়েও রয়েছে যারা পর্দার বিষয়ে পুরুষের পক্ষ থেকে আপত্তির দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়ে থাকে যে, এটি আমাদের ব্যক্তিগত বিষয়। আমরা যা পছন্দ করি তা করি। তোমরা পর্দা খুলতে বাধ্য করে আমাদের স্বাধীনতা কেন কেড়ে নিচ্ছ? আমাদেরও অধিকার রয়েছে নিজেদের পোশাক নিজেদের মতো করে পরিধান করার কিন্তু আহমদী হওয়া সত্ত্বেও অনেকে এমনও রয়েছে যারা বলে যে, এই সমাজে পর্দা করা, স্কার্ফ নেয়া অনেক কঠিন কাজ এবং আমাদের লজ্জা হয়। পিতামাতার উচিত ছোট বেলা থেকেই মেয়েদের মাঝে এ চেতনাবোধ জাগ্রত করা যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশ না মেনে চলা এবং ইসলামী শিক্ষা না মানার কারণে তোমাদের লজ্জিত হওয়া উচিত মানার কারণে নয়।

(খুতবা জুমুআ, ২০ মে ২০১৬, মসজিদে নাসের, গোটেন বার্গ, সুইডেন;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১০ জুন ২০১৬)

পুনরায় অপর একটি জুমুআর খুতবায় হুযূর আনওয়ার (আই.) একই বিষয়ে বলেন:

অতএব শালীন পোশাক পরিধান ও পর্দা করা আমাদের ঈমান রক্ষার জন্য আবশ্যক। যদি উন্নত বিশ্ব নিজেদের স্বাধীনতা ও উন্নতির নামে নিজেদের লজ্জাবোধকে পদদলিত করে তাহলে এর কারণ হলো, এরা ধর্ম থেকে দূরে সরে পড়েছে। এক আহমদী মেয়ে যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মেনেছে সে এই অঙ্গীকার করেছে যে, 'আমি ধর্মকে জাগতিক বিষয়ের ওপর প্রাধান্য দিব।' আহমদী পুরুষ, মহিলা, বালক, বৃদ্ধ যে-ই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মেনেছে সে ধর্মকে পার্থিব সব কিছুর ওপর প্রাধান্য দেয়ার অঙ্গীকার করেছে। এই প্রাধান্য দেয়ার অঙ্গীকার তখনই সত্য হবে, যদি ধর্মের শিক্ষানুযায়ী কাজ করা হয়।

(খুতবা জুমুআ, ১৩ জানুয়ারি ২০১৭, বায়তুল ফতুহ্, লন্ডন;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭)

বিশেষ করে আহমদী মহিলাদের উদ্দেশ্য তাদের নিজেদের ও সন্তানদের ঈমানের সুরক্ষার জন্য আল্লাহ্ তা'লার আদেশ পালনের বিষয়ে মর্মস্পর্শী নসীহত করে হুযূর (আই.) বলেন:

"অতএব একজন আহমদী মহিলা, যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেছে নিজেকে জাগতিক অপবিত্রতা থেকে মুক্ত রাখার মানসে আর শুভ পরিণতির জন্য এবং শুভ পরিণতির দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য এই সমাজে তাকে প্রতিটি পদক্ষেপ খুব সাবধানতার সাথে নিতে হবে। নিজের পোশাক পরিচ্ছদ ও

পর্দার বিষয়ে তাকে যত্নবান হতে হবে। নিজের আচার আচরণ ও কথাবার্তার প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে। পাকিস্তান থেকে এক মেয়ে আমাকে লিখেছে, আমি যদি জিন্সের প্যান্টের সাথে লম্বা কামিজ পরিধান করি তাহলে কোন সমস্যা আছে কি? বুঝা যায়, সমাজের প্রভাব পড়েছে। আমি বলেছি, লম্বা কামিজের সাথে জিন্সের প্যান্ট পরে ওপরে বোরকা পরিধান করলে কোন অসুবিধা নেই তবে পর্দার সকল দাবি পুরণ করেই তা পরতে হবে। আমি তাকে এটিই বলেছি, আমার আশঙ্কা হয়, কিছুদিন পর কোথাও এই লম্বা কামিজ ছোট কামিজে আর এরপর ব্লাউজে না নেমে আসে। মোটকথা, যে কাজ ফ্যাশন হিসাবে করা হয় বা কারো অনুকরণে করা হয় তাতে পরবর্তীতে যুগের গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেয়ার অপচেষ্টাও শুরু হয়ে যায়। বরং আরো অনেক কুৎসিত বা ঘৃণ্য বিষয়াদি এথেকে জন্ম নেয়া আরম্ভ হয়ে যায় কিন্তু মানুষ তা অনেক দেরিতে উপলব্ধি করে। তাই এমনপথ সবসময় এড়িয়ে চলা উচিত যাতে শয়তানের হামলার আশঙ্কা থাকে। আপনাদেরকে এবং আপনাদের বংশধরকে ঈমানের ক্ষেত্রে উন্নতি করতে হবে। তাই সেসব পথই অবলম্বন করুন যা সবচেয়ে বেশি খোদা তা'লার পানে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যম হয়। আর 'যাকেরাত' (আল্লাহ্‌কে অধিক পরিমাণে স্মরণকারী নারী) হওয়ার চেষ্টা করুন, 'আবেদাত' (ইবাদতকারী নারী) হওয়ার চেষ্টা করুন এবং নিজেকে আল্লাহ্ তা'লার শিক্ষা বা আদেশ-নিষেধ অনুযায়ী পরিবর্তনের চেষ্টা করুন।"

(সুইজারল্যান্ডের সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ৪ সেপ্টেম্বর ২০০৪; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৭ জানুয়ারি ২০০৫)

একইভাবে এক জুমুআর খুতবায় প্রকৃত পুণ্যের স্বরূপ তুলে ধরতে গিয়ে আহমদী নারীদের উপদেশ প্রদান করে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

আমরা লক্ষ্য করি, মহিলারা পোশাকে শালীনতা বজায় রাখে না। বাইরে বের হবার সময় নিজের পর্দার প্রতি লক্ষ্য রাখে না। আহমদী মুসলমান হয়ে বা আহমদী আখ্যায়িত হওয়া সত্ত্বেও মাথা না ঢেকে, কোন ধরনের হিজাব বা স্কার্ফ কিংবা চাদর না পরে ঘুরে বেড়ায়। পোশাক আঁটসাঁট অর্থাৎ দেহসৌষ্ঠব প্রদর্শন করছে এমন। কিন্তু যদি আর্থিক কুরবানীর কথা বল বা কোন চ্যারিটি বা দাতব্য কর্মে চাঁদা দেয়ার কথা বল তাহলে তাকে বড় উদার পাবে বা সে মিথ্যাকেও ঘৃণা করে এমনকি তার সামনে মিথ্যা কথা বলা সে সহ্যই করতে পারে না। অতএব, চাঁদায় এগিয়ে থাকা বা মিথ্যার প্রতি ঘৃণা তার জন্য বড় পুণ্য নয় বরং তার জন্য বড় পুণ্য হলো কুরআনে উল্লিখিত পর্দা অবলম্বনের এই নির্দেশকে বাস্তবে রূপায়ন করা। নিজের পোশাককে শালীন কর এবং পর্দার প্রতি লক্ষ্য রাখ। যেটিকে সে একটি ছোট পুণ্য মনে করে মনোযোগ দিচ্ছে না, এক সময় সেটিই তাকে বড় কোন পাপ কাজে ঠেলে দেবে।

মোটকথা, পুণ্যকর্ম এবং পাপের মানদণ্ড প্রত্যেক ব্যক্তির অবস্থা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে এবং অবস্থা ও পরিস্থিতি ভেদে বিভিন্ন ব্যক্তির কর্ম তার জন্য পুণ্য ও পাপের সংজ্ঞা নিরূপন করে।"

(খুতবা জুমুআ, ১৩ ডিসেম্বর ২০১৩; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৩ জানুয়ারি ২০১৪)

আরব ও তুর্কিদের মাঝে বোরকার প্রচলন

যুক্তরাজ্যের সালানা জলসায় আহমদী মা-বোনদের বিশেষভাবে সম্বোধন করতে গিয়ে পর্দার সকল দাবি পূরণ করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বিভিন্ন প্রকারভেদের কথা বর্ণনা করার পর বলেছিলেন, বর্তমানে আরব ও তুর্কিদের মাঝে বোরকার যে প্রচলন আছে তা খুবই ভালো। কিন্তু (তাদের কথা হলো) কোট খোলা থাকতে হবে। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে জামা'তের অধিকাংশ মহিলা এধরনের কোট পছন্দ করে না। উপরন্তু যদি কাউকে এমন কোট পরতে দেখে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে চিঠিও লিখতে থাকে। ভালোভাবে বুঝানোর পর এদের অনেকেই নিজেদের পরিবর্তনও করেছে। কিন্তু দুশ্চিন্তার কারণ হলো, কতিপয় মেয়ে স্কুল কলেজে হীনম্মন্যতার শিকার হয়ে লোকলজ্জায় নিজেদের বোরকা পরিহার করে। তাদের স্মরণ রাখা উচিত, কোন ধরনের হীনম্মন্যতার শিকার হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলী মেনে চলার মাঝেই কল্যাণ নিহিত। তৃতীয় বিশ্বে যেমন, আফ্রিকা বা অন্যান্য স্থানে যা অত্যন্ত পশ্চাৎপদ, শিক্ষাদীক্ষার কল্যাণে সেখানকার লোকেরা জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, নিজেদের পোশাকে শালীন পন্থা অনুসরণ করে পর্দার দিকে ফিরে আসছে। পক্ষান্তরে যেসব পরিবারে বোরকার প্রচলন ছিল সেসব পরিবারের কোন কোন মেয়ে যদি বোরকা ছেড়ে জিন্স ও ব্লাউজ পরা শুরু করে দেয় তাহলে এটি খুবই উদ্বেগের কারণ হবে। আমরা তো বিশ্ববাসীর তরবিয়তের দাবি নিয়ে দণ্ডায়মান হয়েছি! আমাদের নিজেদের মাঝে যারা ইসলামী রীতিনীতি ও শিক্ষা পালন করে না তাদের দেখে খুবই দুঃখ হয়। .... আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সর্বদা সত্যিকার অর্থে তাকওয়ার পথে চলার তৌফিক দান করুন এবং কখনো ব্যক্তিগত কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার মানসে যেন ধর্মীয় বিষয়াদিতে বিকৃতি সৃষ্টি না করি। সর্বদা স্মরণ রাখবেন! একজন আহমদী নারী বা আহমদী মেয়ের এক বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। আপনাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূল (সা.) পুণ্যের

ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার রীতিনীতি সম্পর্কে অবহিত করেছেন। এ যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেসব বিষয় সবিস্তারে আমাদের সামনে স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করেছেন, কোন ধরনের হীনম্মন্যতার শিকার না হয়ে সেসব পথে চলুন এবং সেসব নির্দেশ মেনে চলুন। বিশ্ববাসীকে দীপ্তকণ্ঠে বলে দিন যে, নারীর অধিকার কেউ সংরক্ষণ করে থাকলে তা ইসলামই করেছে। সমাজে যদি কেউ নারীর সম্মান প্রতিষ্ঠা করে থাকে তবে তা ইসলামই করেছে। হে জাগতিক চাকচিক্যে মোহগ্রস্তরা শোন! আজ যদি সমাজকে শান্তিপূর্ণ করতে চাও তাহলে ইসলামের শিক্ষা অবলম্বন কর। আপনাদের উচিত তাদেরকে এই পাঠ প্রদান করা। উল্টো তাদের কথায় গা ভাসিয়ে দেয়া বা হীনম্মন্যতার শিকার হওয়া উচিত নয়। তাদেরকে বলে দিন, আজ যদি নিজেদের সম্মান-সম্ভ্রম প্রতিষ্ঠা করতে হয় তাহলে ইসলামের দিকে এসো। আজ যদি নিজেদের ঘরকে জান্নাতপ্রতীম করতে হয় তাহলে আমাদের পদাঙ্ক অনুসরণ কর।"

(যুক্তরাজ্যের সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ৩১ জুলাই ২০০৪; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৪ এপ্রিল ২০১৫)

বোরকা শালীন হওয়া চাই

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মুসলিম নারীদের মাঝে প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের বোরকার বিষয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর নির্দেশনার আলোকে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"বর্তমানে অদ্ভূত অদ্ভূত বোরকার প্রচলন দেখা যাচ্ছে। কেউ কেউ পেট পর্যন্ত বোতাম টানে আর কাপড়ের ছাঁট এত অদ্ভূত স্টাইলের দেয়া হয় যে, বোরকার নীচের অংশটা খোলাই থাকে যার ফলে কাপড়ের সৌন্দর্য চোখে পড়ে। বাঁকা ধরনের ছাঁটের বোরকাও রয়েছে, এর মাধ্যমে (মানুষ) নিজেদের কাপড়ের নকশা বা সৌন্দর্য অন্যের সামনে তুলে ধরে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর যুগেও বোরকার বিষয়ে আপত্তি হতো। তিনি (রা.) তখনো বলেছেন, কোন কোন বোরকা এমন যা সামনের দিক থেকে কাপড়ের সৌন্দর্য প্রদর্শন করে কিংবা যা পরিধানে সম্মুখের কাপড় দেখা যায়। মানুষ আপত্তি করে থাকে, কোন কোন বোরকা পেছন থেকে আঁটসাঁট। সে যুগেও এসব কথা হতো। তিনি (রা.) বলেন, বিভিন্ন মানুষের এই আপত্তি আমি শুনছি যে, বোরকা– হয় সামনের দিকে খোলা থাকছে নয়তো পেছন থেকে ঠিক থাকছে না; সেসময় তিনি (রা.) মহিলাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, তোমরা নিজেরা এমন

শালীন বোরকা ডিজাইন কর, যার মাধ্যমে পর্দাও হবে আর তোমাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য এবং আরামের ব্যবস্থাও হবে। এটি কীভাবে করতে হবে তা তোমরাই ভালো জান। *(মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, আনোয়ারুল উলুম, ১২তম খণ্ড, পৃ. ৫৬০-৫৬১)*

অতএব আজও আপনারা এমন বোরকা পরিধান করুন যার মাধ্যমে যথাযথ পর্দাও হবে আর স্বাচ্ছন্দ্যে কাজকর্ম করতেও অসুবিধা হবে না। যদি এভাবে বোতাম-ঘর খোলা রেখে কাপড়চোপড়ের মাধ্যমে নিজেদের পোশাকের সৌন্দর্য প্রদর্শন করেন তাহলে এই আশা করবেন না যে, পুরুষের দৃষ্টি পড়বে না। এই অবস্থা হলে তো পুরুষের চোখ আপাদমস্তক সবকিছু খতিয়ে দেখবে। এ কারণে অনেক দম্পতির মধ্যে, অনেক পরিবারে, কোন কোন বিবাহিত লোক বা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সমস্যা সৃষ্টি হয়ে গেছে। তাই আমি স্পষ্ট করতে চাই, নিজেকে প্রদর্শন করে জাগতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ না করে বরং ধর্মীয় প্রতিযোগিতায় শামিল হোন। নিজের এবং নিজ সন্তানদের ভবিষ্যত উজ্জ্বল করুন। ইহজগতকেও জান্নাতসদৃশ করুন এবং পারলৌকিক জীবনকেও জান্নাতপ্রতিম করে তুলুন। এটি কেবল তখনই হতে পারে যখন আল্লাহ্ তা'লাকে সর্বাবস্থায় অগ্রগণ্য করা হবে।"

(যুক্তরাজ্যের সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ২৯ জুলাই ২০১৭; আল ফযল ইন্টারনাশন্যাল, ২০ অক্টোবর ২০১৭)

হুযূর (আই.) জার্মানির জলসা সালানায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, দিতে গিয়ে একটি হাদীসের আলোকে শালীন পোশাকের বিষয়ে বলেন:

"মহানবী (সা.)-এর এই কথাকে সর্বদা সামনে রাখুন যে, 'লজ্জা ঈমানের অঙ্গ।' *(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল ঈমান বাব উমূরুল ঈমান, হাদীস নম্বর-৯)*

কাজেই একজন আহমদী মহিলার পোশাক শালীন হওয়া উচিত। সর্বদা নিজের পবিত্র মর্যাদা সম্পর্কে তার সচেতন থাকা উচিত। আমি এখানে এবং অন্যান্য দেশে দেখেছি, ধীরে ধীরে বোরকার পরিবর্তে হাঁটুর ওপরে অথবা বড় জোর হাটু পর্যন্ত কোট পরা হচ্ছে আর পাকিস্তানেও এমনই হচ্ছে। তাই এখনই যদি এদিকে দৃষ্টি দেয়া না হয় তাহলে এটি আরো ওপরে উঠে যাবে আর পর্দা হারিয়ে যাবে। আমি ইউকে'র জলসাতেও বলেছিলাম যে, বোরকার পর্দা এমন হওয়া উচিত যা সম্মুখ বা পশ্চাৎ কোনদিকেই মহিলাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দৃশ্যমান করবে না আর তার পোশাকের সৌন্দর্যও প্রকাশ করবে না। বোরকা উভয় দিক থেকে ঢেকে থাকা উচিত। সুতরাং যদি বিশেষ পছন্দের কোন বোরকা তৈরি করতে হয় তাহলে মহিলাদের তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করা উচিত। লাজনার প্রদর্শনী ও হস্তশিল্প বিভাগ তা ডিজাইন করতে পারে। কিন্তু পর্দা ও শালীনতাবোধ বজায় রাখা মৌলিক উদ্দেশ্য। (বোরকার নামে)

যেন ফ্যাশন করা শুরু না হয়। সব অদ্ভুত কাটিংয়ের বোরকার প্রচলন আরম্ভ হয়ে গেছে। যেমনটি আমি বলেছি, আশ্চর্য হতে হয় যে, এটি বোরকা নাকি কোন 'ফ্যাশন-শো'। একজন আহমদী নারীর এটি পরিহার করা উচিত। বরং আমি শুনেছি, পর্দার মানগত দিক থেকে এখন পাকিস্তানে অ-আহমদী মহিলাদের পর্দা আহমদী মেয়ে ও মহিলাদের পর্দার চেয়ে বেশি ভালো– এটি আমাদের জন্য লজ্জাকর বিষয়! উপরন্তু বর্তমানে এমনও অনেকে আছে যারা পর্দা করা তো দূরের কথা নিজেদের পোশাকে শালীনতার প্রতিও দৃষ্টি রাখে না। সুতরাং নিদেনপক্ষে পোশাকের শালীনতার বিষয়ে যত্নবান হওয়া দরকার আর প্রত্যেক আহমদী মহিলার এ দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত। আপনারা যেখানে অঙ্গীকার করেন, ধর্মকে পার্থিবতার ওপরে প্রাধান্য দেব, সেখানে এই অঙ্গীকার রক্ষার চেষ্টা সর্বদা চালিয়ে যেতে হবে, সমাজের (কটাক্ষের) প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না।"

(জার্মানির সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ২৬ আগস্ট ২০১৭;
আল ফযল ইন্টারনাশন্যাল, ১৭ নভেম্বর ২০১৭)

সাঁতারের পোশাকের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন আবশ্যক

হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর এক জুমুআর খুতবায় শালীন পোশাকের বিষয়ে নসীহত করতে গিয়ে সাঁতারের পোশাকের বিষয়েও দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"সুইজারল্যান্ডে একটি মেয়ে এ মর্মে মামলা করেছে যে, ছেলেদের সাথে সাঁতার কাটতে আমার লজ্জা লাগে, কিন্তু স্কুল মিশ্র-সাঁতারে বাধ্য করে। আমাকে মেয়েদের সাথে পৃথক সাঁতারের অনুমতি প্রদান করা হোক। হিউম্যান রাইটস সংগঠনগুলো যারা মানবাধিকার আদায়ের কর্ণধার সাজে, তারা বলে, তুমি পৃথক করতে চাও ভালো কথা, তোমার এটি করার অধিকার রয়েছে কিন্তু এটি এমন বড় কোন ইস্যু নয় যার জন্য তোমার পক্ষে সিদ্ধান্ত দিতে হবে। যেখানে ইসলামী শিক্ষা ও মহিলাদের শালীনতাবোধের বিষয় আসে সেখানে মানবাধিকার সংগঠনগুলোও অজুহাত দেখাতে আরম্ভ করে। এমতাবস্থায় আহমদীদের পূর্বের চেয়ে অধিক সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। কোন কোন দেশে যদি স্কুলে ছোট বাচ্চাদের জন্য সাঁতার কাটা বাধ্যতামুলক হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা পুরো শরীর ঢাকা সাঁতারের পোশাক যেটিকে আজকাল 'বুরকিনি' বলা হয় তা

পরিধান করে সাঁতার কাটবে যাতে করে তাদের মাঝে এই সচেতনতা জাগ্রত হয় যে, আমাদেরকে শালীন পোশাক পরতে হবে। পিতামাতাও সন্তানদের বুঝান যে, ছেলে এবং মেয়েদের সাঁতার পৃথক হওয়া উচিত আর এজন্য চেষ্টাও করতে হবে।"

হুযূর আনোয়ার (আই) আরো বলেন :

"সুতরাং এই হলো ইসলামের শিক্ষা, প্রথমে পুরুষদের ওপর সব ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এসব সাবধানতার পরও আবার মহিলাদেরকে বলা হয়েছে, তোমাদেরকে তোমাদের পর্দার বিষয়ে যত্নবান হতে হবে। যেসব দেশে সর্বত্র নির্লজ্জতা ছেয়ে আছে সেখানে আমরা কীভাবে বলতে পারি যে, পর্দা করার প্রয়োজন নেই? পর্দাহীনতা ও অসঙ্গত বন্ধুত্ব অনেক অশোভনীয় বিষয়ের জন্ম দিচ্ছে, আমাদেরকে এগুলো এড়িয়ে চলার অনেক চেষ্টা করতে হবে। এ থেকে এটিও স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, যদি পুরুষের সাথে নারীর সাঁতারের অনুমতি না থাকে তাহলে পুরুষেরও নারীর সাথে গিয়ে সাঁতারের অনুমতি নেই।

সুতরাং এই বাধ্যবাধকতা কেবল মহিলাদের জন্য নয় বরং পুরুষদের জন্যেও বটে। মহিলাদের দেখে পুরুষের দৃষ্টি অবনত রাখার আদেশ দিয়ে মহিলাদের সম্মান প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অতএব, ইসলামের প্রত্যেকটি নির্দেশ প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ এবং পাপের সকল সম্ভাবনাকে দূর করে দেয়।"

(খুতবা জুমুআ, ১৩ জানুয়ারি ২০১৭, বায়তুল ফতুহ্, লন্ডন;
আল ফযল ইন্টারন্যাশন্যাল, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭)

মেয়েদের সাঁতার কাটার বিষয়ে লাজনার ন্যাশনাল মজলিসে আমেলার এক সভায় এক প্রশ্নের জবাবে হুযূর আনোয়ার (আই.) নিম্নলিখিত দিক নির্দেশনা প্রদান করেন,

"পুরো শরীর ঢাকে– সাঁতারের এমন পোশাক (swimming suit) পরিধান করে শুধু মহিলাদের জন্য নির্ধারিত সময়ে সুইমিং করাতে কোন সমস্যা নেই।"

(লাজনা ইমাইল্লাহ্, আয়ারল্যান্ডের মজলিস আমেলার সভা, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১০;
আল ফযল ইন্টারন্যাশন্যাল, ২২ অক্টোবর ২০১০)

পশ্চিমা সমাজে আহমদী নারীর পোশাক

হুযূর আনোয়ার (আই.) সকল সমাজে, বিশেষ করে পশ্চিমা বিশ্বে বসবাসকারী আহমদী মহিলাদেরকে তাদের পোশাকে শালীনতার মৌলিক দিকগুলো দৃষ্টিপটে রাখার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে এক দীর্ঘ বক্তৃতায় বলেন:

"কিছু এমন মানুষও আছেন যাদের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে কেবলমাত্র দুনিয়াকে বা দুনিয়ার মানুষকে প্রভাবান্বিত করা ও ফ্যাশন করা। তারা এসব মৌলিক উদ্দেশ্যের দিকে কমই দৃষ্টি দেয়। এজন্য ইউরোপের দিকে তাকান, এই উদ্দেশ্যকে ভুলে যাওয়ার কারণে নগ্নতাকে ঢেকে রাখার পরিবর্তে সেখানে অদ্ভুত ধরনের অসংলগ্ন ও নগ্ন পোশাক চোখে পড়ে। এছাড়া পত্রপত্রিকা ও টিভিতে নগ্ন পোশাকের বিজ্ঞাপন, নগ্ন চলচ্চিত্র ইত্যাদি প্রচারিত হয়। তাই প্রকৃতপক্ষে যে সকল মানুষের মধ্যে কিছুটা শালীনতা বা ভদ্রতা আছে তাদের মূল উদ্দেশ্যই হয়ে থাকে নগ্নতা ঢেকে রাখা। কিছুটা ফ্যাশন করা যেতে পারে কিন্তু আমি যেমনটি বলেছি, একজন আহমদী মহিলার মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নগ্নতা ঢাকা। মহিলারা যে শ্রেণির বা যে চিন্তাধারারই হোক না কেন তাদের একটি বৈশিষ্ট্য আছে, নিজ পরিবেশে অন্যদের চেয়ে নিজেকে স্বতন্ত্র দেখানোর আকাঙ্খা তাদের মাঝে বেশি থেকে থাকে। আহমদী সমাজে স্বতন্ত্রভাবে বা পরিষ্কারভাবে অন্যের সামনে আসার রীতি ভিন্ন। হয়ত এখানে কদাচ এক-আধটা দৃষ্টান্ত এমন দেখা যাবে যেখানে লজ্জাবোধকে সৌন্দর্য্য বলে মনে করা হয় না, নতুবা মোটের ওপর আহমদী মেয়ে এবং আহমদী মহিলারা নিজেদের পোশাকে শালীনতাবোধকে দৃষ্টিপটে রেখে থাকে বা গুরুত্ব প্রদান করে। অথচ এখানে তথা পশ্চিমা বিশ্বে যেভাবে আমি বলেছি, সমাজ থেকে লজ্জা বা শালীনতার ধারণাই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। একারণে এখানে এসব দেশে বসবাসকারী লোকেরা পোশাক হয় বৈরী আবহাওয়া থেকে বাঁচার জন্য পরে থাকে না হয় ফ্যাশনের জন্য। আল্লাহ্ তা'লা এ সকল মানুষকে বিবেকবুদ্ধি দান করুন এবং তাদের মধ্যে খোদাভীতি সৃষ্টি হোক।

যাহোক, আমরা যখন কথা বলি আহমদী নারীদের কথা বলে থাকি। কেননা এই সমাজে বসবাসের কারণে আশঙ্কা থাকে যে, কোথাও দু'একজন আহমদী মেয়ের ওপর এর বিরূপ প্রভাব পড়ে না যায়। দু'একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ব্যতীত মোটের ওপর আল্লাহ্ তা'লা এখন পর্যন্ত রক্ষা করেছেন। কিন্তু আমার মাঝে এই উদ্বেগ দেখা দেয়ার কারণ হলো, এদিকে প্রথম পদক্ষেপ উঠছে বলে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।

এ সমাজে এসেই পর্দার যে গুরুত্ব সেটি আর বজায় থাকে না। পর্দাকে সেই গুরুত্ব প্রদান করা হয় না যার আদেশ ইসলাম আমাদেরকে প্রদান করেছে। **আমি পূর্বেও বলেছি, আহমদী মহিলাদের নিজ থেকেই পর্দার প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত। নিজের মাঝে এই অনভূতির সৃষ্টি হতে হবে যে, আমাকে পর্দা করতে হবে, কাউকে যেন স্মরণ করিয়ে দিতে না হয়।** আহমদী মহিলাদের পর্দার উন্নত মানে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে যার লক্ষণ স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হবে। এছাড়া পর্দার এ মান সকল স্থানে একই হওয়া উচিত। এমন যেন না হয়, জলসা অথবা সভাসমাবেশে বা মসজিদে আসার সময় বোরকা পরব ও পর্দা করব আর বাজারে ঘোরাফেরার সময় সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র সামনে আসবে। আহমদী মহিলারা যদি পর্দা করে তাহলে এজন্য করে যে, এটি খোদা তা'লার আদেশ। তাই সমাজের কুদৃষ্টি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে আর এজন্য নিজেদের মান অপরিবর্তিত-অভিন্ন রাখুন; দ্বৈতআচরণ করবেন না। **এখানে পড়ালেখা করা ও এখানে লালিতপালিত মেয়েদের মাঝে একটি গুণ অবশ্যই রয়েছে অর্থাৎ তাদের মাঝে সততা ও সত্যবাদিতা রয়েছে। তাদেরকে নিজেদের সততার মান অবশ্যই সমুন্নত রাখতে হবে। এখানকার যুবক শ্রেণির একটি বৈশিষ্ট্য হলো, তারা কপটতা বা দ্বৈত আচরণ সহ্য করতে পারে না, তাই এ ক্ষেত্রেও এ বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রাখুন অর্থাৎ দ্বৈত আচরণ যেন প্রদর্শন করা না হয়। আপনাদের পোশাক শালীন হওয়া বাঞ্ছনীয়।** দ্বিতীয়ত যারা পর্দা করার বয়সে উপনীত হয়েছে তারা পোশাকপরিচ্ছদের বিষয়ে বিশেষভাবে সাবধানতা অবলম্বন করুন, কোট ও হিজাব পরে পর্দার ভেতরে থাকার চেষ্টা করুন। আল্লাহ্ তা'লা সর্বক্ষেত্রেই অপরিচিতদের সামনে পর্দা করার নির্দেশ দিয়েছেন। এটি কোথাও লেখা নেই যে, স্বামীর বন্ধুবান্ধব বা ভাইয়ের বন্ধুরা বাড়িতে আসলে তাদের সামনে পর্দা ছেড়ে দেয়ার অনুমতি আছে বা বাজারে যাওয়ার সময় পর্দা না করার অনুমতি আছে কিংবা বিনোদনের সময় পর্দা ছেড়ে দেয়ার অনুমতি আছে আর যা-ই হোক পোশাক শালীন হওয়া চাই। যারা পর্দা করার বয়সে উপনীত হয়েছেন তাদের এমন পোশাক পরিধান করা উচিত যাতে কেউ আহমদী কোন নারীর প্রতি আঙ্গুল ওঠাতে না পারে যে, এ মহিলা বেপর্দা। কর্মক্ষেত্রে অপারগতা থাকলেও এমন পোশাক পরিধান করা উচিত যাতে পুরো শরীর আবৃত থাকবে অধিকন্তু হিজাবও থাকা উচিত। **জামা'তী অনুষ্ঠানাদিতে পর্দা করা যতটা আবশ্যক এর বাইরেও ততটাই জরুরী।"**

(যুক্তরাজ্যের সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ৩০ জুলাই ২০০৫; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১১ মে ২০০৭)

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) এক উপলক্ষে আহমদী মহিলাদের উদ্দেশ্য বক্তৃতাকালে, ইসলামের ইতিহাসের আলোকে পর্দাশীল ও শালীন মুসলিম নারীদের বরাত দিয়ে আহমদী নারীদেরকে পর্দার মাঝে জীবনযাপনের প্রজ্ঞাপূর্ণ উপদেশ প্রদান করে বলেন:

"নারীরা বন্দীদশায় থাকবে– পর্দার অর্থ মোটেও এটি নয়। মহানবী (সা.)-এর যুগে মহিলারা যুদ্ধক্ষেত্রেও যেতেন, পানি ইত্যাদি পান করাতেন; অন্যান্য কাজেও অংশগ্রহণ করতেন। অধিকন্তু মহানবী (সা.)-এর ব্যবহারিক চরিত্র ও ইসলামের অনেক বিধিবিধানের ব্যাখ্যা আমরা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর মাধ্যমে পেয়েছি। বলা হয়, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) ধর্মের অর্ধেকটা শিখিয়েছেন। এজন্য চিন্তাধারাকে আলোকিত রাখা, পড়ালেখা করা এবং জ্ঞানার্জন করাও মেয়েদের জন্য আবশ্যক। কেবলমাত্র নিজের জন্য নয় বরং ভবিষ্যৎ শিশু ও নতুন প্রজন্মের জন্যও আবশ্যক, যারা আপনাদের কোলে লালিত-পালিত হবে, বেড়ে উঠবে এবং যৌবনে উপনীত হবে আর জামা'তের সেবা করবে।

বাধ্য হয়ে যদি কাউকে পেশাগত কাজ করতে হয়, কোথাও যদি চাকুরী করতে হয় তবে তা করতে কোন সমস্যা নেই, কিন্তু এসবের অজুহাত দেখিয়ে অর্থাৎ সেসব কাজ, চাকুরী অথবা পড়াশোনার অজুহাত দেখিয়ে পর্দা ছেড়ে দেয়া উচিত নয়। যেমনটি আমি পূর্বেও বলেছি, এখানে হয়ত স্থানীয় ড্যানিশ, সুইডিস বা কয়েকজন নরওয়েবাসীও থাকবে। আমার সাথে অবশ্য এখনো কারো সাক্ষাত হয় নি। অনুরূপভাবে পাকিস্তানি মহিলারাও রয়েছে যারা পড়াশোনাও করছে, চাকুরীও করছে কিন্তু পাশাপাশি পর্দাও করছে। যারা পর্দার কারণে পড়াশোনা বা কাজে প্রতিবন্ধকতার অজুহাত দেখায়, তা নিছক অজুহাত। কোথাও যদি প্রতিবন্ধকতা থাকেও তবে সুস্থ মনমানসিকতা নিয়ে তা দূর করার চেষ্টা করুন। আপনারা যেখানে কাজ করছেন তাদেরকে বুঝিয়ে বললে কেউ হিজাব, স্কার্ফ বা বোরকা খুলতে বাধ্য করে না।"

(সুইডেনের সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০৫; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৫ মে ২০১৫)

জলসা সালানার সময় পর্দার বিষয়ে যত্নবান হোন

হুযূর আনোয়ার (আই.) হাদীকাতুল মাহদী, ইউকে-তে এক সালানা জলসায় পর্দার প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি দেয়ার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে বলেন:

"মহিলারা ঘুরে বেড়ানোর অভিলাস রাখে, তাই তাদের উচিত আরো বেশি সাবধানতা অবলম্বন করা। অবাধে নিজস্ব এলাকাতে ঘুরে বেড়াবেন না আর বাইরেও না। নতুন এলাকা, নতুন জায়গা বা বড় জায়গা বলে যদি ঘুরে বেড়ানোর ইচ্ছা হয়, এই এলাকা ঘুরে দেখার ইচ্ছা জাগে, জলসার কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর যে সময় পাওয়া যায় সে সময়ে ঘুরে বেড়ান, কোন সমস্যা নেই তবে জলসার কার্যক্রম চলাকালে নয়। কিন্তু স্মরণ রাখবেন, বাইরে বের হবার সময়ও পর্দার খেয়াল অবশ্যই রাখবেন। যারা আহমদী নন তাদের কথা ভিন্ন, কোন আহমদীর সাথে আগত অ-আহমদী মহিলাদের পর্দার কোন ধারণা নেই। আহমদী নারীদের পর্দার বিষয়ে অবশ্যই সচেতন থাকতে হবে। আমি দেখেছি, যারা অ-আহমদীদেরকে নিয়ে আসেন তারা যদি তাদেরকে আমাদের ঐতিহ্য সম্পর্কে বলেন, তবে অবশ্যই তারা এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। আমি দেখেছি তাদের অধিকাংশ আমাদের অনুষ্ঠানাদিতে স্কার্ফ, ওড়না বা শাল ইত্যাদি পরিধান করে আসেন। অতএব অ-আহমদীদেরও এটি চমৎকার গুণ, তাদেরকে শুধু একটু বলা প্রয়োজন। যাহোক আমি যেমনটি বলেছি, আহমদী নারীরা যখন বাইরে যান তখন অবশ্যই পর্দা করা উচিত। একান্তই যদি কোন কারণে পর্দা করতে না পারে তবে এমন মহিলারা যেন মেকআপ না করেন। মাথা আবশ্যই ঢাকা থাকতে হবে, কেননা এটি সম্পূর্ণরূপে একটি ধর্মীয় পরিবেশ। এখানে সকল ধর্মীয় দাবি পূরণের যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত।"

(খুতবা জুমুআ, ২৮ জুলাই ২০০৬, হাদীকাতুল মাহদী;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৮ আগস্ট ২০০৬)

“বর্তমানে যাদের কাছে Facebook আছে বা যারা ফেসবুক ব্যবহার করে তারা এতে এমন এমন স্থানে চলে যায় যেখান থেকে পাপের বিস্তার ঘটতে শুরু করে। ছেলেরা অন্যায় সম্পর্ক গড়ে তুলে। কোন কোন ক্ষেত্রে মেয়েরা ফাঁদে পড়ে যায় এবং Facebook-এ নিজেদের বেপর্দা ছবি পোষ্ট করে। ধরুন! ঘরে বা ঘরোয়া পরিবেশে আপনি আপনার ছবি আপনার বান্ধবীকে দিলেন, পরে সে তার Facebook-এ তুলে দিলো আর এভাবে ছড়াতে ছড়াতে হামবুর্গ থেকে নিউইয়র্ক (আমেরিকা) ও অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছে যায় আর সেখান থেকে যোগাযোগ শুরু হয়ে যায়।”

(ওয়াকেফাতে নও ক্লাস, জার্মানি, ৮ অক্টোবর ২০১১)

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও পর্দাহীনতার ক্ষেত্রে সোশ্যাল মিডিয়ার ভূমিকা

বর্তমানে মোবাইল ফোন ও অন্যান্য মাধ্যম ব্যবহার করে বার্তা আদানপ্রদান এত দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হচ্ছে, মনেই থাকে না যে, আমাদের কোন বার্তা বা ছবি ইসলামের ও চারিত্রিক মূল্যবোধের পরিপন্থিও হতে পারে। এই প্রেক্ষাপটে লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র সদস্যাদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত এক বার্তায় হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনেক পাপের জন্ম হচ্ছে। যুবক-যুবতীরা পিতামাতার সামনে বসে চুপিসারে চ্যাটিং চালিয়ে যায়। বিভিন্ন বার্তা ও ছবি আদান প্রদান চলতে থাকে। নতুন নতুন প্রোগ্রাম বা অ্যাপে একাউন্ট খোলা হচ্ছে এবং সারাদিন ফোন, আইপ্যাড ও কম্পিউটার ইত্যাদিতে বসে সময় নষ্ট করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে চারিত্রিক অধঃপতন ঘটে এবং মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়। (এর ফলে) দেখতে দেখতে সন্তানাদি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। এই সকল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেয়া উচিত এবং এগুলোর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। এ লক্ষ্যে তাদের জন্য বিকল্প ব্যস্ততার কথাও চিন্তা করে বের করতে হবে। তাদেরকে গৃহস্থালী কাজে ব্যস্ত রাখুন, জামা'তের কাজে যুক্ত করুন আর এমন ব্যস্ত কর্মসূচী প্রণয়ন করুন যা তাদের জন্য ও সমাজের জন্য গঠনমূলক ও উপকারী হবে। এটি অনেক বড় দায়িত্ব যা আহমদী নারীদেরকে পালন করতে হবে।

(লাজনা ইমাইল্লাহ্, জার্মানির বার্ষিক ইজতেমায় প্রেরিত বার্তা, ১০ জুলাই ২০১৬)

হুযূর আনোয়ার (আই.) আহমদীদেরকে সোশ্যাল মিডিয়াতে ছবি দেয়া ও সেসব ছবির বিষয়ে বাছবিচারহীন মন্তব্য করতে বারণ করেন, যেমন তিনি (আই.) বলেছেন:

"আজকাল ইন্টারনেট বা কম্পিউটারের মাধ্যমে পারস্পরিক পরিচিতির একটি নতুন মাধ্যম আবিষ্কৃত হয়েছে আর তা হচ্ছে ফেসবুক। যদিও এটি খুব নতুনও নয়, কয়েকবছর পূর্বের আবিষ্কার। আমি একবার এ মাধ্যমটি ব্যবহার করতে বারণ করেছিলাম, খুতবাতেও বলেছিলাম যে, এটি নির্লজ্জতার খোরাক জোগায়। নিজেদের মাঝে যে লাজ-লজ্জা রয়েছে, একে অপরের মাঝে যে পর্দা রয়েছে, মানুষের যে গোপনীয়তা রয়েছে, এটি (অর্থাৎ ফেসবুক) সেসব পর্দাকে পদদলিত করে, সেসব গোপনীয়তা প্রকাশ করে আর নির্লজ্জতার দিকে ডাকে। এই সাইটের উদ্ভাবক স্বয়ং বলেছে, আমার এটি বানানোর উদ্দেশ্য হলো, মানুষ বলতে যা বুঝায়

তা যেন পরিষ্কারভাবে অন্যের সামনে এসে যায়। তার মতে পরিষ্কারভাবে সামনে আসার অর্থ হলো, কেউ যদি নিজের নগ্ন ছবিও পোষ্ট করতে চায় সে করতে পারে আর এ সম্পর্কে অন্যদেরকে মন্তব্য করার আহ্বান জানালে সেটিও বৈধ (ইন্নালিল্লাহ্)। একইভাবে অন্যরাও কারো সম্পর্কে যা কিছু দেখে তা এতে দিয়ে দিতে পারে। এটি চারিত্রিক অধঃপতন আর অবক্ষয় নয় তো আর কী? চারিত্রিক অবক্ষয় ও অধঃপতনের এই যুগে আহমদীরাই রয়েছে যারা বিশ্ববাসীকে চরিত্র ও পুণ্যের উন্নত মান সম্পর্কে অবহিত করবে।"

(জার্মানির সালানা জলসায় সমাপনী ভাষণ, ২৬ জুন ২০১১;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৩ জুলাই ২০১৫)

এক মেয়ে প্রশ্নোত্তর সভায় হুযূর আনোয়ার (আই.)-কে 'ফেসবুক' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে যে, হুযূর! ফেসবুক সম্পর্কে আপনি বলেছিলেন, এটি ভালো নয়, বরং এটি ব্যবহার করতে বারণ করেছিলেন। এর উত্তরে হুযূর (আই.) বলেন:

"আমি একথা বলি নি যে, এটি (অর্থাৎ ফেসবুক) পরিত্যাগ না করলে পাপী হয়ে যাবে বরং আমি বলেছিলাম, এর ক্ষতিকর দিক বেশি, উপকারিতা খুবই কম। বর্তমানে যাদের কাছে Facebook আছে বা যারা ফেসবুক ব্যবহার করে তারা এতে এমন এমন স্থানে চলে যায় যেখান থেকে পাপের বিস্তার ঘটতে শুরু করে। ছেলেরা অন্যায় সম্পর্ক গড়ে তুলে। কোন কোন ক্ষেত্রে মেয়েরা ফাঁদে পড়ে যায় এবং Facebook-এ নিজেদের বেপর্দা ছবি পোষ্ট করে। ধরুন, ঘরে বা ঘরোয়া পরিবেশে আপনি আপনার ছবি আপনার বান্ধবীকে দিলেন, পরে সে তা তার Facebook-এ তুলে দিলো আর এভাবে ছড়াতে ছড়াতে হামবুর্গ থেকে নিউইয়র্ক (আমেরিকা) ও অস্ট্রেলিয়া পৌঁছে যায় আর সেখান থেকে যোগাযোগ শুরু হয়ে যায়।"

(ওয়াকেফাতে নও ক্লাস, জার্মানি, ৮ অক্টোবর ২০১১;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৬ জানুয়ারি ২০১২)

অনুরূপভাবে একবার হুযূর আনোয়ার (আই.) ছেলেমেয়েদের সোশ্যাল মিডিয়াতে বাছবিচারহীন বা বেপর্দা যোগাযোগ এবং অবাধ স্বাধীনতার অশুভ পরিণতির বিষয়ে সর্তক করতে গিয়ে বলেন:

"আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এসব অশ্লীলতার ধারে কাছেও যাবে না। অর্থাৎ এমন সব বিষয় যা অশ্লীলতার প্রতি আকৃষ্ট করে তা থেকে বিরত থাক। বর্তমান যুগে অশ্লীলতা প্রসারের বিভিন্ন মাধ্যম আবিষ্কৃত হয়েছে। এযুগে ইন্টারনেট রয়েছে, তাতে বাজে চলচ্চিত্র দেখার ব্যবস্থা রয়েছে। ওয়েব সাইটে, টিভিতে কুৎসিত বিভিন্ন চলচ্চিত্র সম্প্রচারিত হয়। এছাড়াও বাজে ও কুরুচিপূর্ণ বিভিন্ন ম্যাগাজিন রয়েছে। বর্তমানে এসব বাজে ও কুরুচিকর বিভিন্ন ম্যাগাজিন বা পর্নোগ্রাফি সম্পর্কে এখানেও আওয়াজ

উচ্চকিত হচ্ছে যে, এমন পত্রিকা যেন স্টল বা দোকানে খোলামেলাভাবে না রাখা হয়, কেননা ছেলেমেয়েদের চরিত্রের ওপরও এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে। এদের আজকে মনে পড়েছে অথচ পবিত্র কুরআন আজ থেকে ১৪শ বছর পূর্বে নির্দেশ দিয়েছে যে, এসবের ধারে কাছেও যেয়ো না, কেননা এগুলো সবই নির্লজ্জতা। এগুলো তোমাদেরকে নির্লজ্জ বানিয়ে ছাড়বে। তোমাদেরকে খোদা থেকে দূরে ঠেলে দিবে। ধর্মবিমুখ করে দিবে, এমনকি আইন লঙ্ঘনকারী বানিয়ে ছাড়বে। ইসলাম শুধু বাহ্যিক অশ্লীলতা থেকেই বিরত রাখে না বরং সুপ্ত অশ্লীলতা থেকেও বিরত রাখে। পর্দার আদেশ দেয়ার উদ্দেশ্যই হলো, ছেলেমেয়েদের খোলামেলা ও অবাধ সম্পর্কে পর্দা ও শালীন পোশাকের কারণে যেন একটি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। ইসলাম বাইবেলের মতো একথা বলে না যে, তোমরা মহিলাদের দিকে কুদৃষ্টিতে তাকাবে না বরং বলে যে, তাদের ওপর চোখ পড়লে কাছে আসার বাসনা জাগবে এবং অশ্লীলতা মাথাচাড়া দিবে আর ভালো-মন্দের পার্থক্য উঠে যাবে। এরপর এমন অবাধ মেলামেশার কারণে অর্থাৎ যখন ছেলেমেয়ে বা পুরুষ-মহিলা একস্থানে (নির্জনে) বসবে তখন আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)-এর উক্তি অনুসারে তোমাদের মাঝে তৃতীয়জন হবে শয়তান। *(সুনান তিরমিযি, কিতাবুর রিযায়া*,হাদীস নং-১১৭)

আমি যে ইন্টারনেট ইত্যাদির উদাহরণ দিলাম তাতে ফেসবুক, স্কাইপি ইত্যাদির মাধ্যমে যে চ্যাট করা হয় তাও অন্তর্ভুক্ত। এ কারণে আমি অনেক ঘর ভাঙতে দেখেছি। আমাকে অনেক আক্ষেপের সাথে বলতে হচ্ছে, আমাদের আহমদীদের মাঝেও এমন ঘটনা ঘটে। অতএব, আল্লাহ্ তা'লার এই আদেশকে আমাদের সর্বদা সামনে রাখা উচিত যে, অশ্লীলতার ধারেকাছেও যাবে না, অন্যথায় শয়তান তোমাদের ওপর স্বীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবে।

এটি নয় যে, চোখ উঠিয়ে দেখবে না বা চোখে চোখ মেলাবে না বরং দৃষ্টিকে সর্বদা অবনত রাখতে হবে। সুতরাং এটিই কুরআন করীমের শিক্ষার সৌন্দর্য। এই নির্দেশ নরনারী উভয়ের জন্য যে, 'নিজেদের দৃষ্টি অবনত রাখ'। দৃষ্টি যখন অবনত থাকবে তখন এটি স্পষ্ট যে, এর ফলে অবাধ মেলামেশার মাঝে একটি প্রতিবন্ধকতা তৈরি হবে। এরপর এটিও রয়েছে যে, 'অশ্লীল জিনিস দেখবে না' অর্থাৎ তারা যে বৃথা ও অশ্লীল চলচ্চিত্র দেখে এর পথেও এক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে। এছাড়া এমন লোকদের মাঝে ওঠাবসা করবে না যারা স্বাধীনতার নামে এমন বিষয়াদিতে আগ্রহ রাখে আর নিজেদের গল্প-কাহিনীও শোনায় এবং অন্যদের এদিকে আকৃষ্ট করে। **সুতরাং স্কাইপি, ফেসবুক কোনটিতেই নারী-পুরুষ একে অপরের সাথে কথা বলবে না, একে অপরের চেহারা দেখবে না আর এগুলোকে পরস্পরের মাঝে সম্পর্ক গড়ার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারও করবে না।** কেননা আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এসবই

প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীলতা যার পরিণতি হলো, তোমরা কামনাবাসনার স্রোতে ভেসে যাবে আর তোমাদের বিচার-বুদ্ধি লোপ পাবে। অবশেষে, তোমরা আল্লাহ্ তা'লার আদেশ লঙ্ঘন করে তাঁর অসন্তুষ্টিকে আমন্ত্রণ জানাবে।"

(খুতবা জুমুআ, ২ আগষ্ট ২০১৩, বায়তুল ফতুহ্, লন্ডন;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৩ আগষ্ট ২০১৩)

হুযূর আনোয়ার (আই.) বিভিন্ন বক্তৃতায় সমাজে অশ্লীলতার ক্রমবর্ধমান প্রবণতাকে মানুষের চরিত্রের জন্য অত্যন্ত ভয়াবহ আখ্যা দিয়েছেন অধিকন্তু, নিজেকে এ থেকে রক্ষা করার জন্য 'গাযযে বসর' অর্থাৎ দৃষ্টি সংযত রাখার বিষয়ে ইসলামী শিক্ষার আলোকে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি (আই.) এক বক্তৃতায় বলেন:

"আমি যেমনটি বলেছি, পোশাক দিন দিন অশালীন হয়ে উঠছে। বড় বড় বিল-বোর্ড, টিভি, ইন্টারনেট এমনকি পত্র-পত্রিকাতেও এমন বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়, কোন ভদ্র মানুষের চোখ তাতে পড়তেই লজ্জায় দৃষ্টি অবনত হয়ে যায় আর এমনটিই হওয়া উচিত। এ সবকিছুই হচ্ছে আধুনিক সমাজব্যবস্থা এবং মুক্তচিন্তার নামে। যাহোক যেমনটি আমি বলেছি সৌন্দর্য এখন অশ্লীলতায় বদলে গেছে অর্থ্যাৎ সৌন্দর্যের নামে অশ্লীলতার প্রচার হচ্ছে।"

(জার্মানির সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ২৯ জুন ২০১৩;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৮ অক্টোবর ২০১৩)

সোশ্যাল মিডিয়ার সদ্ব্যবহার

লাজনা ইমাইল্লাহ্ আয়ারল্যান্ড-এর ন্যাশনাল মজলিসে আমেলার এক সভায় সন্তানদের সুশিক্ষায় পিতা মাতার দায়-দায়িত্ব প্রসঙ্গে উত্থাপিত এক প্রশ্নের উত্তরে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) বলেন:

"সহশিক্ষায় কোন সমস্যা নেই, শর্ত হচ্ছে ছেলেরা যেন মেয়েদের সাথে বন্ধুত্ব না করে, আর একে অপরের সাথে যেন কেবল প্রয়োজনেই কথা বলে। এসএমএস, ফেসবুক, চ্যাটিং, ফোনকল করা যেন এড়িয়ে চলে। মা যেন পিতাকে সন্তানদের প্রতি দৃষ্টি রাখতে বলেন। সবসময় কম্পিউটার বা মুঠো ফোন হাতে রাখা উচিত নয়। **যে মায়েরা কম্পিউটার জানে না তারা যেন শিখে নেয় যাতে করে সন্তানদের প্রতি দৃষ্টি রাখতে পারে।**"

(লাজনা ইমাইল্লাহ্, আয়ারল্যান্ডের আমেলার সভা, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১০;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২২ অক্টোবর ২০১০)

সোশ্যাল মিডিয়ার নির্লজ্জতা থেকে রক্ষা করে নিজ সন্তানদের উত্তম শিক্ষাদীক্ষার জন্য আহমদী মা ও মেয়েদের উপদেশ দিতে গিয়ে হুযূর আনোয়ার (আই.) মহিলাদের সম্বোধন করে বলেন:

"এছাড়া রয়েছে বৃথা বা অকল্যাণকর বিষয়াদি। এই বৃথা বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে বিশেষ করে আমি ছেলেদের বলতে চাই, বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলারা বসে বৃথা বা অর্থহীন যেসব কথার্বাতা বলতে থাকে সেগুলোই শুধু বৃথা বিষয় নয়। তারা অবশ্যই বৃথা বিষয়াদিতে লিপ্ত থাকে আর একথা সঠিক যে তা থেকে তাদেরকেও বিরত রাখতে হবে; কিন্তু দশ-বারো বছরের মেয়ে থেকে শুরু করে যুবতী মেয়েদের জন্যও টিভি ও ইন্টারনেট বর্তমানে বৃথা কার্যকলাপে রূপ নিয়েছে। যদি আপনারা সারাদিন এমন অনুষ্ঠান দেখতে থাকেন যাতে কোন শিক্ষণীয় জিনিস থাকে না, তাহলে এটিও বৃথা কাজের শামিল। ইন্টারনেট অনেক সময় এমন জায়গায় নিয়ে যায় যেখান থেকে আপনি আর ফিরে আসতে পারবেন না; আর ক্রমাগতভাবে অশ্লীলতা ছড়াতে থাকে। অনেক সময় দেখা যায় ছেলেরা মেয়েদেরকে কোন অশুভ চক্রে ফাঁসিয়ে ফেলে, যার ফলে এক পর্যায়ে তাদের ঘর ছাড়তে হয় যা তাদের নিজেদের পরিবার এবং জামা'তের জন্য দুর্নামের কারণ হয়ে থাকে।

এজন্য ইন্টারনেট ইত্যাদির বিষয়ে অনেক বেশি সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। এছাড়াও মন-মস্তিষ্ককে বিষিয়ে তোলার জন্য ইন্টারনেটে অনেক অনুষ্ঠানাদি রয়েছে। টেলিভিশনেও অনেক অশ্লীল অনুষ্ঠান থাকে। পিতামাতাদের উচিত এমন চ্যানেল বন্ধ করে রাখা যা বাচ্চাদের মন-মস্তিষ্কে নোংরা প্রভাব বিস্তার করে। এগুলোকে স্থায়ীভাবে লক বা বন্ধ করে দেয়া উচিত। বাচ্চারা ১-২ ঘন্টা টিভি দেখতে পারে কিন্তু তা হতে হবে সুস্থ্য ও শালীন নাটক বা কার্টুন। যদি মন্দ অনুষ্ঠান দেখে তাহলে পিতামাতারও দায়িত্ব হলো তাদের বিরত রাখা। যাদের বয়স ১২-১৩ বছর হয়েছে, তারা যেহেতু বুঝার বয়ঃসীমায় উপনীত থাকে তাই তাদেরও দায়িত্ব- এসব থেকে দূরে থাকা। আপনারা আহমদী, আহমদীদের আচার-আচরণ ভিন্ন হওয়া উচিত সুন্দর হওয়া উচিত; যাকে দেখে বুঝা যাবে সে একজন আহমদী মেয়ে।"

(জার্মানির বার্ষিক ইজতেমায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১১;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৬ নভেম্বর ২০১২)

হুযূর আনোয়ার (আই.) লাজনা সদস্যদের তবলীগ করার প্রেক্ষাপটে যেসব সদুপদেশ দিয়েছেন তাতেও পর্দা করার সত্যিকার চেতনা ও মানকে সমুন্নত রাখার নসীহত করেছেন। যেমন হুযূর আনোয়ার (আই.) এক জায়গায় বলেন:

"লাজনার তবলীগ বিভাগের উচিত, মহিলা এবং কিশোরীদের সমন্বয়ে টিম গঠন করা আর তাদেরকে তবলীগের কাজে লাগানো; **কিন্তু একটি কথা পরিষ্কারভাবে**

স্মরণ রাখতে হবে যে, তবলীগের ক্ষেত্রে মেয়েদের যোগাযোগ শুধুমাত্র মেয়েদের সাথে কিংবা মহিলাদের সাথে হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারো কারো ইন্টারনেটের মাধ্যমে তবলিগী যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। ইন্টারনেটে তবলিগী যোগাযোগ শুধুমাত্র মেয়েদের ও মহিলাদের মাঝে সীমাবদ্ধ রাখবেন। পুরুষদের তবলীগ করার বিষয়টি পুরুষদের হাতে ছেড়ে দিন, কেননা এতে অনেক সময় কিছু কুৎসিত বিষয় সামনে আসে। বলা হয়, আমরা তবলীগ করছি, কিন্তু সচরাচর দেখা গেছে বা অভিজ্ঞতা হলো, ইন্টারনেট ব্যবহারের এমন কিছু ফলাফল প্রকাশ পায় যা কোনোভাবেই একজন আহমদী মেয়ে বা মহিলাকে শোভা পায় না।

এছাড়া যেসব মেয়ে কলেজ বা ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করে তারা কোন ধরনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব, লজ্জা বা হীনম্মন্যতার শিকার না হয়ে নিজেদের সম্পর্কে তথা ইসলাম সম্পর্কে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করুন। নিজের সম্পর্কে স্পষ্ট করে বলে দিন যে, আমরা কে? এভাবেই ইসলাম পরিচিত হবে।"

(অস্ট্রেলিয়ার সালানা জলসার ভাষণ, ১৫ এপ্রিল ২০০৬;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১২ জুন ২০১৫)

আহমদী পিতামাতা ও সন্তানদের উচিত, মিডিয়ার নেতিবাচক প্রভাব গ্রহণ করার পরিবর্তে এর ইতিবাচক ও পুণ্যপ্রভাবসমূহ দ্বারা লাভবান হয়ে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জন করা। এ প্রসঙ্গে উপদেশ দিয়ে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"সুতরাং আমরা যে যুগ অতিবাহিত করছি তাতে মিডিয়া আমাদেরকে পরস্পরের নিকটবর্তী করে দিয়েছে। দুর্ভাগ্যক্রমে পুণ্যের ক্ষেত্রে নিকটবর্তী করার পরিবর্তে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণে নিকটতর করেছে– এটি কোন একটি দেশের কথা নয় বরং সারা পৃথিবীর একই চিত্র। এমন পরিস্থিতিতে একজন আহমদীকে সবচেয়ে বেশি নিজের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এমটিএ দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা জামা'তের আধ্যাত্মিক ও জ্ঞানগত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য ওয়েব-সাইটও দিয়েছেন। যদি আমাদের অধিক মনোযোগ আমরা এদিকে নিবদ্ধ করি, কেবল তবেই আমাদের দৃষ্টি এদিকে থাকবে আর আমরা আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জনকারী হবো এবং শয়তান থেকে নিরাপদ থাকব।"

(খুতবা জুমুআ, ২০ মে ২০১৬, মসজিদ নাসের, গোটেন বার্গ, সুইডেন;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১০ জুন ২০১৬)

একইভাবে আহমদীয়া জামা'ত ইউকে-এর মজলিসে শূরার সমাপনী ভাষণে হুযূর আনোয়ার (আই.) শূরার প্রতিনিধিদের এমটিএ থেকে যত বেশি সম্ভব লাভবান হওয়ার নসীহত করতে গিয়ে বলেন:

"আরেকটি বিষয়ের প্রতি আমি মজলিসে শূরার সদস্য কর্মকর্তা ও প্রতিনিধিদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করতে চাই আর তা হলো তাদের ও তাদের বাড়ির সদস্যদের যত বেশি সম্ভব এমটিএ থেকে উপকৃত হওয়া উচিত। বরং আপনারা অন্যান্য বন্ধুদেরকেও এমটিএ থেকে উপকৃত হওয়ার উপদেশ দিন। প্রাথমিকভাবে আপনারা যা করতে পারেন তা হলো প্রতিদিন কিছুটা সময় এমটিএ-তে আপনাদের পছন্দনীয় অনুষ্ঠান দেখার জন্য নির্ধারণ করুন। উদাহরণস্বরূপ, এমন বন্ধু যারা ইংরেজি প্রোগ্রাম শোনা পছন্দ করেন তাদের জন্য কিছু ভালো ইংরেজি অনুষ্ঠান রয়েছে যা প্রত্যহ এমটিএ-তে প্রচার করা হয়ে থাকে; সেসব অনুষ্ঠান তাদের নিয়মিত দেখা উচিত। সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন যে বিষয়ের তাহলো, আপনারা প্রত্যেক জুমুআর দিন প্রচারিত জুমুআর খুতবা নিয়মিত শুনুন। এছাড়া এরূপ অন্যান্য অনুষ্ঠানও দেখুন যাতে আমি অংশগ্রহণ করে থাকি। যেমন- অমুসলিমদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত আমার বিভিন্ন বক্তৃতা রয়েছে, জলসায় প্রদত্ত আমার বক্তৃতাসমূহ অথবা অন্যান্য অনুষ্ঠানাদিও দেখুন যেখানে আমি অংশগ্রহণ করি। ইনশাআল্লাহ্ এসব অনুষ্ঠান দেখা আপনাদের জন্য অনেক উপকারী প্রমাণিত হবে আর এই উদ্দেশ্যেই আপনাদেরকে এসব অনুষ্ঠান দেখা উচিত।

(সমাপনী বক্তব্য, মজলিসে শূরা, যুক্তরাজ্য, ২০১৩;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৫ অক্টোবর ২০১৩)

“অতএব, এ সমাজ, যেখানে সব ধরনের অশালীন ও বাজে বিষয়াদি বিদ্যালয়ে পড়ানো বা শিখানো হয়, সেখানে আহমদী মায়েদের উচিত হবে পূর্বের চেয়ে অধিক সচেতনতার সাথে সন্তানদের সামনে ইসলামী শিক্ষা ও কুরআনের শিক্ষার আলোকে বিষয়াদি স্পষ্ট করা। শুরু থেকেই সন্তানদের মাঝে লজ্জাবোধ বা শালীনতার গুরুত্ব সৃষ্টি করতে হবে। পাঁচ, ছয় কিংবা সাত বছর বয়স থেকেই এটি শুরু করা উচিত।”

(কানাডার সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ৮ অক্টোবর ২০১৬)

আহমদী নারীর দায়-দায়িত্ব

আহমদী মায়েরা সন্তানদের মাঝে পর্দা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করুন

আহমদী মেয়েদের সুশিক্ষার ক্ষেত্রে মায়েদের ভূমিকার গুরুত্বের নিরিখে হুযূর আনোয়ার (আই.) ছোট বয়সেই মেয়েদের মাঝে শালীনতাবোধ তৈরী করার প্রতি মায়েদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, যাতে তারা বড় হয়ে শালীন পোশাক-পরিচ্ছদের প্রতি আকর্ষণ রাখে। অতঃপর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"এই সমাজে আমাদের স্ত্রী ও মেয়েদের মাঝে হিজাব, পর্দা এবং শালীনতাবোধ সম্পর্কে সঠিক ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা করা উচিত। শালীন হিজাব পরিধান সম্পর্কে যদি কোন মেয়ের মাঝে সংকোচ থেকে থাকে তাহলে মায়েদের উচিত তা দূরীভূত করা। উপরন্তু সে যদি উপযুক্ত বয়সের হয় তবে নিজেরই তা শোধরানো উচিত। মায়েরা যদি নিজেদের সন্তানদের মাঝে ১১-১২ বছর বয়ঃসন্ধিকালে লজ্জাশীলতার চেতনা সৃষ্টি না করেন তবে প্রাপ্তবয়স্ক হলে তাদের মাঝে পর্দার কোন চেতনাই থাকবে না।

অতএব, এ সমাজ, যেখানে সব ধরনের অশালীন ও বাজে বিষয়াদি বিদ্যালয়ে পড়ানো বা শেখানো হয়, সেখানে আহমদী মায়েদের উচিত হবে পূর্বের চেয়ে অধিক সচেতনতা নিয়ে সন্তানদের সামনে, ইসলামী শিক্ষা ও কুরআনের শিক্ষার আলোকে বিষয়াদি স্পষ্ট করা। **লজ্জাবোধ বা শালীনতার গুরুত্ব শুরু থেকেই নিজেদের সন্তানদের মাঝে সৃষ্টি করতে হবে। পাঁচ, ছয় কিংবা সাত বছর বয়স থেকেই এটি আরম্ভ করা উচিত।** এখানে, এসব দেশে (পাশ্চাত্যে) চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণিতেই এমনসব কথা শেখানো হয় যা শুনে বাচ্চারা হতবাক হয়ে যায় যেমনটি আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি। এ বয়সেই মেয়েদের মনে লজ্জাবোধের চেতনা জাগ্রত করা প্রয়োজন। কোন কোন মহিলা বা মেয়েদের মনে হয়তোবা এই ধারণার উদ্রেক হতে পারে যে, ইসলামের আদেশ-নিষেধ তো আরো আছে, কেবল এই পর্দা করলেই কি ইসলামের ওপর আমল করা হয়ে যাবে? ইসলামের বিজয় কি কেবল এরই মাধ্যমে আসবে? স্মরণ রাখবেন, ইসলামের কোন আদেশই ছোট নয়।"

(খুতবা জুমুআ, জলসা গাহ্, কানাডা, ৮ অক্টোবর ২০১৬;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৭ মার্চ ২০১৭)

হুযূর আনোয়ার (আই.) তার জার্মানি-সফরকালে লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র কেন্দ্রীয় আমেলার সদস্যদের সাথে এক সভায় তরবিয়ত এবং পর্দা সম্পর্কে খুবই গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"১২ বছর বয়সী মেয়েদের কীভাবে হিজাব বা পর্দার প্রতি আকৃষ্ট করবেন, তা আমি আমেরিকাতে বলেছিলাম। আমি তাদের বলেছিলাম, শিশুর শিক্ষা তার জন্মলগ্ন থেকেই আরম্ভ হয়ে যায়। জন্মের পর কানে আযান দেয়া হয়। ৩ বছর বয়স থেকে সন্তানকে এমন পোশাক পরিধান করাবেন যাতে বুঝা যায় যে পোশাক দেহকে আবৃত করে রেখেছে। বয়স যতই বাড়বে যদি এরূপ পোশাকই পরিধান করতে থাকে তাহলে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরও মেয়েরা এমন পোশাকই পরিধান করবে যা পুরো শরীর ঢেকে রাখবে, কারণ শৈশব থেকেই আপনি তাকে এতে অভ্যস্ত করেছেন। কিন্তু যদি ছোটকালেই এমন পোশাক পরিধান করান যাতে শরীর পুরোপুরি ঢাকা থাকে না তাহলে পরবর্তীতেও সে এমন পোশাকই পরিধান করবে যাতে তার পুরো দেহ আবৃত থাকবে না, যার ফলে ১১-১২ বছর বয়সে সে বলবে, এটিই আমার পোশাক।"

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"জিন্সের ব্যাপারে আমাকে প্রশ্ন করা হয়ে থাকে। আমি যে উত্তর দিই তা হলো, জিন্স পরতে বাধা নেই কিন্তু শর্ত হলো, কামিজ এতটা লম্বা হওয়া উচিত যাতে নগ্নতা প্রকাশ না পায়। জিন্সের সাথে ছোট কামিজ পরিধানের অনুমতি নেই।"

হুযূর (আই.) আরো বলেন, পোশাক যেন পূর্ণাঙ্গীন হয় এবং কোনরূপ নগ্নতা যেন প্রকাশ না পায়, এতটুকু লজ্জাবোধ ও শালীনতাবোধ থাকা প্রয়োজন।

হযরত মূসা (আ.)-এর সেই ঘটনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বর্ণনা করেছেন যার বিবরণ পবিত্র কুরআনের সূরা কাসাসে রয়েছে। হযরত মূসা (আ.) যখন মিদিয়ানের জলাধারে পৌঁছেন তখন দু'জন নারীর পশুপালকে তিনি পানি পান করান। পরবর্তীতে তাদের মধ্যে থেকে একজন **'তামশী আলা ইস্তেহ্‌ইয়ায়িন'** অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে লজ্জাবনত অবস্থায় আসেন।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, "লজ্জাই মূল বিষয়। মেয়েদের সুশিক্ষা প্রদান করা এবং তাদের মনমস্তিষ্কে এটি গেঁথে দেয়া এবং তাদেরকে এর উপকারিতা ও এটি না থাকার অপকারিতা সম্পর্কে বলা মায়েদের দায়িত্ব।"

(লাজনা ইমাইল্লাহ্‌, জার্মানির ন্যাশনাল আমেলার সভা, ১৮ ডিসেম্বর ২০০৯; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৯ জানুয়ারি, ২০১০)

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) সন্তানসন্ততির সুশিক্ষার মত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি আহমদী মায়েদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, তারা যেন নিজেদের মেয়েদেরকে পর্দা করা শেখান।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"যেসব মা শৈশব থেকে নিজেদের সন্তানদের পোশাকের বিষয়ে যত্নবান হবেন না, বড় হওয়ার পরও তারা তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না। কিছু মেয়ে এত দ্রুত বড় হয় যে, ১০-১১ বছর বয়স্ক মেয়েদের ১৪-১৫ বছর বয়সের মেয়েদের মত দেখায়। তাদেরকে যদি লজ্জাবোধ এবং শালীন পোশাকের পবিত্রতা সম্পর্কে সচেতন না করেন তাহলে বয়ঃপ্রাপ্ত হলেও তাদের মাঝে সেই পবিত্রতা কখনো সৃষ্টি হবে না। মেয়ে বড় না দেখালেও, শৈশবেই বাচ্চাদের মাঝে যদি লজ্জাবোধের এই বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি না করেন এবং এইভাবে যদি না বুঝান যে, দেখো! তুমি একজন আহমদী, তুমি স্থানীয় লোকদের পোশাকের প্রতি তাকাবে না, পৃথিবীকে পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব তোমার, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে যা বলেছেন সেই শিক্ষার ওপর তোমাকে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। এই কারণে আঁটসাঁট জিন্স এবং এর ওপর ছোট ব্লাউজ পরিধান করা একজন আহমদী মেয়ের শোভা পায় না। এমনটি যদি করা হয় তাহলে, ধীরে ধীরে শৈশব থেকে মস্তিষ্কে গেঁথে দেওয়া কথা প্রভাব বিস্তার করতে থাকবে আর প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর হিজাব অথবা স্কার্ফ এবং লম্বা কোট পরিধান করার ব্যাপারে স্বতঃস্ফূর্ত স্পৃহা তৈরী হয়ে যাবে। তা না হলে তাদের ঐ পরিণতিই হবে যা কিছু মেয়ের জীবনে ঘটে থাকে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত হতে আর এখান থেকেও প্রায়শই আমার কাছে অভিযোগ আসে যে, মসজিদে আসার সময়, জামা'তী অনুষ্ঠানগুলোতে অংশগ্রহণ করার সময় মাথা আবৃত থাকে, খুব সুন্দর পোশাক পরিধান করে থাকে কিন্তু বাইরে ঘুরে বেড়াবার সময় মাথায় ওড়নাও থাকে না, এমনকি ওড়নাই উধাও হয়ে যায়; স্কার্ফের তো প্রশ্নই ওঠে না। অতএব, মায়েরা যদি নিজেদের আদর্শ এবং উপদেশকে কাজে লাগিয়ে মেয়েদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকেন এবং এই চেতনা সৃষ্টি করতে থাকেন যে, আমাদের পোশাক শালীন হওয়া উচিত এবং আমাদের এক পবিত্র মর্যাদা আছে, তাহলে তারা অনেক সমস্যা থেকে নিজেরা রক্ষা পাবেন এবং মেয়েরাও রক্ষা পাবে। যদি আমরা নিজেদের তুচ্ছ আবেগ-অনুভূতিকে উপেক্ষা করতে প্রস্তুত না হই তাহলে বড় ধরনের ত্যাগ স্বীকার কীভাবে সম্ভব?"

(খুতবা জুমুআ, জলসা গাহ্, কানাডা, ২৮ জুন ২০০৮;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৫ জুলাই ২০১১)

হাদীস শরীফে মায়ের পদতলে পুরষ্কারস্বরূপ জান্নাতের সুসংবাদ রয়েছে। সত্যিকার অর্থে, একইসাথে উক্ত হাদীসে সন্তানের উত্তম শিক্ষাদীক্ষার দায়িত্বভারও মায়েদের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"আহমদী মায়েদের কাজ হলো, সন্তানদের এরূপ শিক্ষাদীক্ষা প্রদান করা, যাতে তারা আল্লাহ্ তা'লার প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান আনয়ন করে এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করার সর্বাত্মক চেষ্টাপ্রচেষ্টা যেন তাদের কাছে অগ্রগণ্য হয়। এটি ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয় যতক্ষণ পর্যন্ত আহমদী মায়েরা নিজেদেরকে ঈমানের উন্নত মার্গে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা না করবেন। **'মায়ের পায়ের নীচে জান্নাত'**-এর দাবি হলো, একদিকে তাদের নিজেদের ঈমান এবং খোদা-ভীতি পরম মার্গে উপনীত থাকা অপরদিকে তাদের উত্তম শিক্ষাদীক্ষার কারণে তাদের সন্তানদের ঈমান উন্নত হওয়া। সত্য কথা হলো, সব মা জান্নাতের সুসংবাদ বাহক নয়। তাই সর্বদা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই বাক্যটি মনে রাখবেন, **আমি ঈমানকে সুদৃঢ় করতে এসেছি।**"

(যুক্তরাজ্যের সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ২৫ জুলাই ২০০৯;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২১ জুন ২০১৩)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) তাঁর এক বক্তৃতায় ফ্যাশন ও নির্লজ্জতার পারস্পরিক সম্পর্কের নেতিবাচক দিকগুলোর প্রতি আলোকপাত করতে গিয়ে পিতামাতাদেরকে মেয়েদের মাঝে শালীনতাবোধ সৃষ্টি ও পর্দা করানোর ব্যাপারে নসীহত করে বলেন:

"নগ্ন বা অশালীন পোশাক পরিধানের ফলে সব ধরনের বাজে কাজ ও নগ্নতার প্রতি ঘৃণাবোধ হারিয়ে যায়। পিতামাতা বলে বসেন, কোন ব্যাপার না! এরা বাচ্চা মেয়ে। ফ্যাশন করার একটু শখ হয়েছে, করুক না সমস্যা কী? ঠিক আছে, ফ্যাশন করুক, কিন্তু ফ্যাশন করতে গিয়ে যখন পোশাক নগ্নতার দিকে যেতে শুরু করবে তখনই তাকে বাধা দেয়া উচিত। ফ্যাশন করতে গিয়ে বোরকা হিসেবে যে কোট পরিধান করা হয় সেটাও যদি এতটা ছোট হয় যা পরিধান করে পুরুষদের সামনে যাওয়া যায় না তাহলে এরকম পোশাক পরিধান করা নিষিদ্ধ। এটি ফ্যাশন হবে না বরং তা নির্লজ্জতায় পর্যবসিত হবে। এরপর ধীরে ধীরে পুরো পর্দাই লোপ পাবে অথচ ইসলাম লজ্জাশীলতা বা শালীনতাবোধের আদেশ দেয়। অতএব নিজেদের শালীনতাবোধ ও পর্দার প্রতি যত্নবান হোন আর এর গণ্ডিতে থেকে যতটুকু সাজগোজ করা যায় করুন। ফ্যাশন করতে নিষেধ করা হয় না কিন্তু ফ্যাশনের কিছু সীমা-পরিসীমা রয়েছে, এগুলোর প্রতিও যত্নবান থাকুন। নিজেদের ঘর ও মহিলাদের মাঝে ফ্যাশনের বা সাজগোজের বহিঃপ্রকাশ করুন। বাজারে ও বাইরে

এবং এমন কোন জায়গায় যেখানে পুরুষের সামনে পড়তে হয়, সেসব স্থানে এরকম ফ্যাশন করা উচিত নয় যার ফলে অকারণেই পাপ হবার আশংকা থাকে।"

(লাজনা ইমাইল্লাহ্, জার্মানির বার্ষিক ইজতেমায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ১১ জুন ২০০৬; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৯ জুন, ২০১৫)

আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)-এর বর্ণিত আদেশ-নিষেধ অনুযায়ী জীবনযাপনই আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে জগতের অর্থহীন কার্যকলাপ থেকে সুরক্ষিত রাখার নিশ্চয়তা বিধান করে। এ প্রসঙ্গে হুযূর (আই.) বলেন-

অতএব আহমদী মায়েদের দায়িত্ব হলো নিজেদের ছেলেমেয়েদের তত্ত্বাবধান করা, তাদেরকে ভালোবাসার সাথে বুঝানো এবং শৈশব থেকেই তাদের মাঝে এই উপলব্ধি জাগ্রত করা যে, তুমি একজন আহমদী সন্তান, যার কাজ হলো এই যুগের সকল প্রকার পাপের বিরুদ্ধে জিহাদ করা। আহমদী প্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদেরও এ কথাটি মনে রাখতে হবে যে, তারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত হবার দাবিদার, যাদেরকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা পুনরায় জগতে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। যদি আপনারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)-এর নির্দেশ অনুসারে জীবন যাপন করে থাকেন তবে ঠিক আছে, নতুবা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তভুক্ত হয়ে কী লাভ? আজকের মেয়েরা আগামী দিনের মা, যদি মেয়েরা তাদের দায়িত্বের প্রতি সচেতন হয়ে যায় তাহলে আহমদীয়াতের পরবর্তী প্রজন্মও সুরক্ষিত থাকবে।

(মরিশাসের সালানা জলসার ভাষণ, ৩ ডিসেম্বর ২০০৫; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৯ মে ২০১৫)

ছেলে ও মেয়েদের বেপর্দা মেলামেশার ফলে বহু রকম মন্দ বিষয় সৃষ্টি হয়। এ বিষয়ে মায়েদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করার প্রতি গুরুত্বারোপ করতে গিয়ে হুযূর (আই.) বলেন:

"একটা বয়ঃসীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর মেয়েদের উচিত নিজেদের ক্লাসমেট এবং সহপাঠি ছেলেদের সম্মুখে হেজাব বা পর্দার চেতনাবোধ সৃষ্টি করা। প্রয়োজনে পর্দার মাঝে থেকেই কথা বলা উচিত। মেয়েরা নিজেরাও এ বিষয়টি দৃষ্টিতে রাখবেন এবং পিতা-মাতাও; বিশেষভাবে মায়েরা এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখবেন যে বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছার পর মেয়েরা কারও ঘরে যেতে হলে যেন মাহরাম আত্মীয়ের সাথে যায়। বিশেষকরে বান্ধবীর ভাই যখন ঘরে উপস্থিত থাকে, সেসময় সেসব কামরায় যাওয়া উচিত নয়। এছাড়া অনেক সময় দেখা যায় যে, চেতনাবোধ জাগ্রত করা হয় না, সহপাঠী ছেলেরা বড় হয়ে ওঠার পরও বাড়িতে যাতায়াত করতে থাকে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপা যে, আহমদী পরিবেশে এমন অঘটন কদাচ দু'একটা

ঘটে থাকে। অধিকাংশ আহমদী এ থেকে মুক্ত থাকে, কিন্তু যদি এটিকে লাগামহীন ছেড়ে দেন তাহলে এসব পাপ বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। অশোভনীয় সম্পর্ক গড়ে উঠার আশংকা থাকে। এ সমাজে যদি বিনোদনের সন্ধান থাকে তাহলে সর্বত্র এর ব্যবস্থা করা লাজনা সংগঠনের দায়িত্ব। আপনারা মসজিদের সাথে নামায সেন্টার সংলগ্ন এমন কোন ব্যবস্থা করুন যেখানে আহমদী মেয়েরা একত্রিত হবে এবং নিজেদের অনুষ্ঠানাদি করবে। যদি শৈশব থেকেই মেয়েদের মন-মস্তিষ্কে এই বিষয়টি গেঁথে দেওয়া শুরু করেন যে, তোমাদের এক বিশেষ পবিত্র মর্যাদা রয়েছে, অথচ এ সমাজে লাগামহীন যৌনাচার সকল সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তোমরা এখন বুঝার বয়সে পৌঁছে গিয়েছ, তাই নিজেদের ভেতর লজ্জা ও শালীনতাবোধ সৃষ্টি কর যা তোমাদের নিজেদের এবং তোমাদের পরিবার ও জামা'তের জন্য সুনাম বয়ে আনবে, তাহলে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ইল্লা মাশাআল্লাহ্ মেয়েরা এ বিষয়টি বুঝে পুণ্য পথের অভিযাত্রী হবে।"

(লাজনা ইমাইল্লাহ্, জার্মানির বার্ষিক ইজতেমার মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ১১ জুন ২০০৬; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৯ জুন ২০১৫)

একইভাবে বর্তমান যুগে শালীনতাবোধের ক্রমাবনতিশীল মানের উন্নয়ন সাধনের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে গিয়ে হুযূর (আই.) আহমদী ছেলেমেয়েদের উপদেশ প্রদান করে বলেন,

"অধুনা সমাজে যে মন্দ বিষয়াবলী আমাদের চোখে পড়ে তা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এক-একটি বাক্যের সত্যায়ন করে। তাই প্রত্যেক আহমদী মেয়ে ও ছেলে, পুরুষ ও মহিলার, পর্দা করা কেন আবশ্যক, কেন আমরা আঁটসাঁট জিন্স এবং ব্লাউজ পরতে পারব না– এ প্রশ্ন করার পরিবর্তে বা কোন হীনম্মন্যতার শিকার হওয়ার পরিবর্তে নিজের লজ্জাবোধ বা শালীনতাবোধের মান উন্নত করে সমাজের নোংরামি থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা করা উচিত। বাল্যকাল থেকেই সন্তানদের ইসলামী শিক্ষা এবং সমাজের মন্দ বিষয়াবলী সম্পর্কে অবগত করা পিতা-মাতার দায়িত্ব, বিশেষ করে মায়েদের দায়িত্ব। কেবল তবেই আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং নামসর্বস্ব উন্নত সমাজের বিষবাষ্প থেকে সুরক্ষিত থাকবে। স্বভাবতই এই দেশগুলোতে (অর্থাৎ পাশ্চাত্যে) বসবাসের কারণে সন্তানদের ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত করা এবং শালীনতাবোধের সুরক্ষা করার জন্য পিতা-মাতার অনেক বেশি সংগ্রাম করা প্রয়োজন। তাই নিজেদের ব্যবহারিক আদর্শও দেখাতে হবে।"

(খুতবা জুমুআ, ১৩ জানুয়ারি ২০১৭, বায়তুল ফতুহ, লন্ডন; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭)

আহমদী মেয়েদের স্বাধীনতার পরিধি এবং পর্দার মান

ইসলাম মহিলাদের ধর্মীয় ও জাগতিক ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য তাদের দৈহিক এবং মানসিক শক্তি-সামর্থ্যকে সামনে রেখে (নরনারী) উভয়কে সমান সুযোগ দিয়েছে। অতএব পর্দা পালন এবং শালীন পোশাক পরিধান করার পাশাপাশি একজন আহমদী মেয়ের যে স্বাধীনতা লাভ হয়, সে বিষয়টি স্পষ্ট করতে গিয়ে সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন (আই.) বলেন:

"একইভাবে যুবতী মেয়েদেরও আমি বলব- যদি কতক মেয়ের মনে এই প্রশ্ন জাগ্রত হয় যে, কেন আমরা কিছু কাজ করার বিষয়ে স্বাধীন নই? তাদের সর্বদা এটি স্মরণ রাখা উচিত যে, তারা স্বাধীন– কিন্তু নিজেদের স্বাধীনতাকে সেই গণ্ডির মাঝে সীমাবদ্ধ রাখুন যা আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। যদি এই সমাজের পর্দাহীনতার নাম হয় স্বাধীনতা! তাহলে এটি নিশ্চিত যে, কোন আহমদী মেয়ে স্বাধীন নয় আর তার এমন স্বাধীনতার পেছনে ছুটে চলা উচিতও নয়। আল্লাহ্ তা'লার পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত নির্ধারিত সীমারেখার মাঝে থেকে যদি আপনার কাজগুলো হয় তাহলে আপনাদের প্রতিটি কাজ আল্লাহ্ তা'লার কাছে গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদা লাভ করবে। হাদীসে আছে যে, 'লজ্জাবোধ ঈমানের অঙ্গ।' *(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল ঈমান, বাব আল হায়াউ মিনাল ঈমান, হাদীস নম্বর-২৪)*

আর আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমাদের প্রত্যেকটি পুণ্যকর্ম আল্লাহ্ তা'লার সন্নিধানে পুরস্কারযোগ্য তবে শর্ত হল, তোমাদেরকে মু'মিন হতে হবে, তোমাদের মাঝে ঈমান থাকতে হবে। তাই প্রত্যেক আহমদী মেয়ে যদি আল্লাহ্ তা'লাকে ভালোবাসার দাবি করে আর নিজ কর্মের উত্তম প্রতিদান প্রত্যাশা করে, তাহলে তাদের নিজেদের শালীনতাবোধের সুরক্ষা করতে হবে। একজন আহমদী মেয়ের পোশাকও শালীন হওয়া উচিত। এমন যেন না হয় যে, তার প্রতি লোকজনের (নোংরা) দৃষ্টি পড়বে। এমন ফ্যাশন যেন না (করা) হয় যা অন্যদের ও পরপুরুষদেরকে আপনার দিকে আকৃষ্ট করবে। আমি জানতে পেরেছি যে, অনেক মেয়ে এমন বোরকা পরে থাকে বরং অনেকে এমন বোরকা পড়া আরম্ভ করে দিয়েছে যাতে খুব আকর্ষণীয় এমব্রয়ডারি করা থাকে আর পিঠে কিছু বাক্যও লেখা থাকে। এখন বলুন, এটি কী ধরনের পর্দা! পর্দার উদ্দেশ্য হল, অন্যদের দৃষ্টি এড়ানো, এই চেতনাবোধ জাগ্রত করা যে আমরা শালীন; কিন্তু বোরকায় যদি কারুকার্য থাকে এবং দৃষ্টি আকর্ষণকারী বাক্য লেখা থাকে তাহলে এটি পর্দা নয়, আর না এমন বোরকা দ্বারা কোন উপকার সাধিত হয়।

এরপর রয়েছে মেকআপের বিষয়টি, যদি আপনাদের মেকআপ করতেই হয় তাহলে যখন বাইরে বের হবেন তখন চেহারা পুরোপুরি আবৃত করুন। তখন কেবল, কপাল এবং চিবুক ঢাকলেই চলবে না বরং পুরো নেকাব পরতে হবে আর কোট হাটুর নিচে থাকা আবশ্যক; এটিও লজ্জাবোধের অংশ। ট্রাউজার অথবা জিন্স যদি আপনাদের পড়তেই হয় তাহলে জামা লম্বা হওয়া আবশ্যক। অনেক মেয়ে মনে করে নেয় যে, ঘরে জিন্সের ওপর টিশার্ট পরি বা ছোট ব্লাউজ পরি তাতে কিছু আসে যায় না, এতে কোন সমস্যা নাই। ঘর থেকে বের হবার সময় লম্বা কোট পরে নেবো অথচ ঘরে নিজের বাবা ও ভাইয়ের সামনেও এমন পোশাকই পরা উচিত যা শালীন এবং উপযুক্ত। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'লা তাদের সম্মুখে পর্দা না করার ছাড় দিয়েছেন কিন্তু শালীনতাবোধকে সর্বাবস্থায় ঈমানের অঙ্গ আখ্যা দেয়া হয়েছে। এছাড়া ঘরে অনেক সময় কোন আত্মীয়স্বজন এসে যায়, বাবা ও ভাইদের সামনে হঠাৎ কেউ এসে পড়ে, তখন সামনে যেতে হয়, তাদের সামনে এমন পোশাক যথাযথ পোশাক গণ্য হয় না। তাই ঘরেও পোশাক শালীন হওয়া উচিত। নিঃসন্দেহে ঘরে পর্দা করার কোন আবশ্যকতা নেই, মাথা না ঢেকে চলাফেরা করা যেতে পারে, তাসত্ত্বেও পোশাক অবশ্যই শালীন হওয়া চাই। তাই সর্বদা স্মরণ রাখবেন, আপনাদেরকে নিজেদের মানসম্ভ্রমের সুরক্ষা করতে হবে যেন ঈমান রক্ষা পায়, অধিকন্তু এই দাবির সত্যতাও যেন প্রমাণিত হয় যে, আমরা আল্লাহ্ তা'লাকে ভালোবাসি, কারণ আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনের চিহ্ন যা বলেছেন তাহলো, তারা আল্লাহ্ তা'লাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে। **আল্লাহ্ তা'লাকে ভালোবাসার দাবি হলো, তাঁর আদেশ নিষেধের ওপর আমল করা আর ঘরের ভেতর ও বাইরে শালীন পোশাক পড়া– এটি আল্লাহ্ তা'লার আদেশ। শালীনতার দাবি পূরণের পর আপনাদের ডাক্তার হতে, ইঞ্জিনিয়ার হতে অথবা শিক্ষক হতে কেউ বাধা দিবে না অথবা এমন কোন পেশায় যেতে বাধা দিবে না যা মানুষের জন্য কল্যাণকর। আপনারা পর্দা অবলম্বনকৃত অবস্থায় সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন।**

মোটকথা, প্রত্যেক আহমদী মেয়ের একটি পবিত্র সম্মান আছে, এর সুরক্ষা করা আবশ্যক। নিজের পবিত্রতার সুরক্ষা এবং শালীনতার বহিঃপ্রকাশই আপনাকে পুণ্যের প্রতি আহ্বানকারী এবং মন্দ থেকে বারণকারী বানিয়ে দেবে। আপনার আদর্শ আপনাকে অন্যদের জন্য ও আপনার বান্ধবীদের জন্য আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করবে, যার ফলে আপনাদের জন্য তবলীগের পথ উন্মোচিত হবে।"

(জার্মানির সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ২ জুন ২০১২;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৬ অক্টোবর ২০১২)

এ প্রসঙ্গে আহমদী নারীদের সামাজের ভয়ে ঈমানী দুর্বলতা দেখানো ও কুরআনের শিক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত না থাকার কারণে পুরস্কার এবং প্রতিদান থেকে বঞ্চিত থাকার বিষয়গুলো স্পষ্ট করে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

সুতরাং তাদের (তথা সেই সমাজের) বাক্যবাণে কোন যুবতী মেয়ে যেন ভীত না হয় আর কোন ধরনের লজ্জা পাওয়ারও প্রয়োজন নেই। কুরআন করীম সর্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ এবং এর প্রত্যেকটি আদেশ মানব-প্রকৃতির সাথে একান্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ। আজ পর্যন্ত এর মূল অবস্থায় তথা অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান থাকা প্রমাণ করে যে, এই কিতাব খোদার পক্ষ থেকে.... কিন্তু যদি আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ শুধুমাত্র এই কারণে মেনে না চলেন যে, মানুষ হাসিঠাট্টার লক্ষ্যে পরিণত করে, পর্দা যদি এজন্য খুলে ফেলা হয় যে, লোকজন আপনাদের প্রতি অনিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে; তাহলে এটি, খোদাভীতিও না আর তাঁর প্রতি ভালোবাসাও না। এখানকার সমাজ পছন্দ করে, একারণে হাঁটুর ওপরে উঠে থাকে এমন কোট যদি পড়েন অথবা যদি আঁটসাঁট কোট পড়েন তাহলে এর কোন লাভ নেই। এটি পর্দাহীনতায় পর্যবসিত হয় আর এর ফলে আপনাদের শরীরের প্রদর্শনী চলতে থাকে। সুতরাং এটি ঈমানের দুর্বলতা আর খোদার প্রতি ভালোবাসার ঘাটতি বৈ আর কী। আল্লাহ্ তা'লা বান্দার প্রত্যেকটি পুণ্যের দশগুণ বরং এরও অধিক প্রতিদান দিতে চান, পক্ষান্তরে আমরা জগতের ভয় বা জগতের প্রতি আসক্তির কারণে আল্লাহ্ তা'লার আদেশ অমান্য করে এই পুরস্কার থেকে বঞ্চিত থাকছি। এ পরিস্থিতিটি বিবেচনায় নিয়ে দেখুন, কত ক্ষতিকর বিষয়! সুতরাং বিচার-বিশ্লেষণ করলে বুঝতে পারবেন যে, মানবজাতি নিজেই খোদার আদেশ-নিষেধ লঙ্ঘন করে সেসব পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে যা খোদা তা'লা আমাদেরকে দিতে চান, আর এসব কিছু হচ্ছে পশ্চিমা ভাবধারায় প্রভাবিত হওয়ার কারণে।

(জার্মানির সালানা জলসার ভাষণ, ১৫ আগস্ট ২০০৯;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২ মে ২০১৪)

নারীরা হীনম্মন্যতার পরিবর্তে সাহসিকতা প্রদর্শন করুন

হুযূর আনোয়ার (আই.) আহমদী নারীদের সম্বোধন করে তাদের হীনম্মন্যতা ঝেড়ে ফেলে সাহসিকতার সাথে পর্দার ন্যায় ইসলামী নির্দেশাবলী মেনে চলার জন্য নসীহত করে বলেন:

"এখানে এই অজুহাত দাড় করানো হয় যে ইউরোপে পর্দা করা অত্যন্ত কঠিন। এটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত কথা। আমি মনে করি, এটি এক ধরনের হীনম্মন্যতা যা নারীদের

পাশাপাশি পুরুষের মাঝেও পরিলক্ষিত হয়। তোমরা নিজেদের আদর্শিক শিক্ষা ছেড়ে দিয়ে, খোদা তা'লাকে সন্তুষ্ট করার পরিবর্তে সমাজকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য বাহানা তালাশ করছ। কিন্তু এই সমাজেও শত শত বরং হাজার হাজার নারী রয়েছে যারা পর্দা করে থাকে। যারা পর্দা করে না, তদের চেয়ে পর্দা পালনকারীদের বেশি সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হয়। যারা পর্দা করে না তাদের ও তাদের সন্তানদের মাঝে সামাজিক অবক্ষয় বেশি দেখা যাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের এ থেকে রক্ষা করুন। কখনো কখনো খুবই ভয়ানক পরিস্থিতির অবতারণা হয়।"

(লাজনা ইমাইল্লাহ্ যুক্তরাজ্যের বার্ষিক ইজতেমায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ১৯ অক্টোবর ২০০৩; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৭ এপ্রিল ২০১৫)

এ প্রসঙ্গে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) বিশেষভাবে পাকিস্তান ও ভারত থেকে পশ্চিমা বিশ্বে সদ্য আগত মহিলাদের সম্বোধন করে উপদেশ দেন যে, "তারা যেন সব ধরনের হীনম্মন্যতা পরিহার করে পর্দা করা নিশ্চিত করে।" অতঃপর তিনি (আই.) বলেন:

"ইদানিং আমি দেখেছি পাকিস্তান থেকে রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়ে এখানে আগত বরং জলসায় আগত কিছু মহিলাও, না জানি কোন্ হীনম্মন্যতার কারণে এয়ারপোর্ট থেকে বের হতেই নেকাব খুলে ফেলেন আর যে ওড়না ও স্কার্ফ তারা পড়েন তা আদৌ এমন নয় যা সঠিক অর্থে পর্দা হতে পারে, কিছুক্ষণ পরপর তা মাথা থেকে পড়ে যায়। আবার মেকআপও করা থাকে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোন মহিলা ডাক্তারি বা অন্য কোন পেশায় নিয়োজিত থাকে আর নিজের পেশার কারণে সব সময় নেকাব পরতে অসুবিধা হয় তবে সে এমন স্কার্ফ পরতে পারে যাতে তার জন্য চেহারার সর্বোচ্চ পর্দা করা সম্ভব হয় আর কাজের ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধকতা এড়ানো যায় কিন্তু এমন ক্ষেত্রে চেহারায় উগ্র মেকআপ করা উচিত নয়। কিন্তু একজন গৃহিনী, যে পাকিস্তান থেকে নেকাব পরে আসে আর এখানে এসে নেকাব খুলে ফেলে আবার মেকআপও করে তবে এ ধরনের কাজ কোনভাবে পুণ্যকর্ম বলে বিবেচিত হতে পারে না। এসব মহিলাদের সম্পর্কে এটিই ধারণা করা যেতে পারে যে, তারা ধর্মকে পার্থিবতার ওপর অগ্রগণ্য করার পরিবর্তে পার্থিবতাকে ধর্মের ওপর অগ্রগণ্য করছে। তারা পরিবেশের দ্বারা বেশি প্রভাবিত হচ্ছে বরং কখনো কখনো এমন দৃশ্য দেখে লজ্জিত হতে হয় যে, এখানে ইউরোপে বসবাসকারী মেয়ে ও মহিলারা পাকিস্তান থেকে আগত মহিলাদের চেয়ে বেশি ভাল পর্দা করে থাকেন। পাকিস্তান বা ভারত থেকে আগত আহমদী নারীদের চেয়ে তাদের বেশিরভাগ সদস্যার পোশাক ভাল বা শালীন হয়ে থাকে। তারা যদি স্বামীর আদেশে নিজেদের বোরকা খুলে ফেলেন তাহলেও ভুল করছেন, কারণ আল্লাহ্ তা'লার স্পষ্ট আদেশের

বিপরীতে স্বামীর আদেশ মানার কোন প্রয়োজন নেই। যদি এসব মহিলা নিজেরা এমন কাজ করেন তবে তা পুরুষদের জন্যও খুবই লজ্জাকর ব্যাপার। স্বামীর বলা উচিত, তুমি এক আহমদী নারীর পবিত্র মর্যাদা রাখ, এর রক্ষণাবেক্ষণ কর। এটি না করে এর বিপরীতে নারীদের পর্দা পরিত্যাগ করানো অতীব গর্হিত কাজ।

অতএব সব ধরণের হীনম্মন্যতা থেকে মুক্ত হয়ে নারী-পুরুষ উভয়কেই পবিত্র হয়ে এ কাজ করা উচিত। সুতরাং নিজেদের পর্দার সুরক্ষা করুন। এসব নারী-পুরুষের এ বিষয় থেকে শিক্ষা নেয়া উচিত যে, ভিন্ন ধর্মের যেসব মহিলা আহমদীয়াত গ্রহণ করছেন তারা নিজেদের পোশাকে শালীনতা অনুসরণ করছেন বা নিজেদের (পূর্বের) পোশাকের জায়গায় শালীন পোশাক বানাচ্ছেন। যারা ছিল বিবস্ত্র এখন তারা শালীন পোশাক পরছেন এবং পর্দা করার শিক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা করছেন অথচ আপনারা এই শালীন পোশাক খুলে হালকা পোশাকের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছেন, যা ধীরে ধীরে আপনাদেরকে সম্পূর্ণভাবে বেপর্দা বানিয়ে ছাড়বে। ধর্মীয় শিক্ষা লাভের পর কোথায় আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি হবে, আল্লাহ্ তা'লার আদেশ-নিষেধ পূর্বের চেয়ে অধিক সচেতনতার সাথে অনুসরণ করবে; তা না করে, তা থেকে দূরে সরে যাওয়া আপনাদের পুনরায় অজ্ঞতার গহ্বরে ঠেলে দেবে। এ ছাড়া আপনাদের কোন কিছুই সিদ্ধি হবে না। এভাবে নির্দেশ মানার ক্ষেত্রে একের পর এক ঔদাসীন্য দেখা দেবে এরপর সন্তানসন্ততির মাঝে ধর্মের সাথে দূরত্ব সৃষ্টি হবে যেমনটি আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এভাবে পরিণামে পরবর্তী প্রজন্মগুলো ধীরে ধীরে ধর্ম থেকে সম্পূর্ণভাবে দূরে সরে যায় ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।"

(যুক্তরাজ্যের সালানা জলসার ভাষণ, ২৯ জুলাই ২০০৬;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৬ জুন ২০১৫)

এ প্রেক্ষিতে অন্য একস্থানে আহমদী নারীদের নসীহত করতে গিয়ে হুযূর (আই.) বলেন:

"এরা যারা পর্দা ছেড়ে দিচ্ছে তারা এক ধরনের হীনম্মন্যতায় ভুগছে। আহমদী নারীদের সব ধরনের হীনম্মন্যতা পরিহার করা উচিত। কোন ধরনের হীনম্মন্যতায় ভোগা উচিত নয়। যদি কেউ প্রশ্ন করে তবে নির্দ্বিধায় বলুন, লজ্জাশীলতা ও পর্দা অনুসরণ আমাদের জন্য শরীয়তের একটি মৌলিক নির্দেশ। আমি দেখেছি, যেসব মহিলা কোন হীনম্মন্যতায় ভোগেন না, যারা পর্দা করেন, এই পশ্চিমা পরিবেশেও পর্দার কারণে তাদের পবিত্র প্রভাব পড়ছে, তাদের সুশীল বলে বিবেচনা করা হচ্ছে। একারণে এই সংকোচবোধ নিজের মন থেকে ঝেড়ে ফেলুন যে, পর্দার কারণে কেউ আপনার দিকে আঙ্গুল ওঠাচ্ছে। নিজের মর্যাদাপূর্ণ পরিচয় প্রতিষ্ঠিত করুন।

আফ্রিকায় আমি দেখেছি, যারা কাপড় পরত না, তারা কাপড় পরা শুরু করেছে আর পুরো শরীর আবৃত রাখছে, আবার কেউ কেউ পর্দা করছে। কেউ কেউ নেকাব পড়া শুরু করেছে। এখানে আমাদের আফ্রো-আমেরিকান বোনরা যাদের অধিকাংশ আমেরিকা থেকে এসেছেন, তাদের কারো কারো পর্দা অনুকরণযোগ্য ও আদর্শস্থানীয় উন্নত মানের ছিল বরং আমি কাল মুলাকাতের সময় তাদের বলেছি, এখন আপনারা হয়ত পর্দার ক্ষেত্রে পাকিস্তানীদের জন্য বা ভারত থেকে আগত নারীদের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন। তাদের হাস্যোজ্জ্বল ভঙ্গীতে দেয়া উত্তর যেন বলে দিচ্ছিল যে, 'এমনটিই হবে'; তাতে আমার আরো বেশি চিন্তা হয়, কারণ পুরোনো আহমদীদের ভেতর পর্দাহীনতার যে আচরণ বিরাজমান তা নবাগত আহমদীরা লক্ষ্য করছে, তাই তো তারা এমন উত্তর দিয়েছে...আর আমি এটিও বলে দিতে চাই, মেয়েরা ততক্ষণ পর্যন্ত পর্দা করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আপনারা তাদের সামনে ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত স্থাপন না করবেন আর যতক্ষণ পর্যন্ত না মায়েরা মেয়েদের জন্য আদর্শ হবেন। অতএব যদি আপনারা জামা'তের উৎকৃষ্ট সম্পদে পরিণত হতে চান, খোদা তা'লার আদেশাবলীর ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিজেদের ও সন্তানদেরকে তাঁর সুরক্ষা-বলয়ে আনতে চান, তাঁকে নিজেদের বন্ধু বানাতে চান, তাঁর কৃপাবারি নিজেদের ওপর বর্ষিত হতে দেখতে চান, নিজেদের সন্তান-সন্ততিকে সমাজের পাপ থেকে বাঁচাতে চান, তাহলে তাঁর আদেশাবলীর ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সকলকে সেই সামর্থ্য দান করুন। আর আপনারা সকল বিষয়ে সেই দৃষ্টান্ত প্রদর্শনকারী হয়ে যান যার আদেশ আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রদান করেছেন।

(কানাডার সালানা জলসায় প্রদত্ত ভাষণ, ২৫ জুন ২০০৫;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২ মার্চ ২০০৭)

লজ্জাবোধ সমুন্নত রাখার গুরুত্বপূর্ণ দিকটির ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

"মহিলাদের জন্য আমি একটি উদাহরণ দেবো আর তা পর্দা ও শালীনতাবোধের সাথে সম্পর্ক রাখে। যদি একবার তা (অর্থাৎ পর্দা ও লজ্জাবোধ) শেষ হয়ে যায় তবে বিষয় অনেক দূর গড়ায়। অস্ট্রেলিয়ার ব্যাপারে আমি জানতে পেরেছি, বয়োজ্যেষ্ঠ কিছু মহিলা সম্প্রতি পাকিস্তান থেকে অষ্ট্রেলিয়ায় তাদের সন্তানদের কাছে গিয়েছিলেন। তারা যখন দেখেন যে, তাদের মেয়েরা পর্দা করে না, তখন পর্দার কথা বলতে গিয়ে তারা তাদেরকে বলেন, কমপক্ষে শালীন পোশাক পর, স্কার্ফ পর। তখন তাদের কোন কোন মেয়ে যারা পর্দা করত না তারা তাদেরকে (তথা পাকিস্তানি ঐ মহিলাদেরকে) বলে, এখানে পর্দা করা অনেক বড় অপরাধ, তাই আপনারাও পর্দা করা ছেড়ে দিন। তখন সেসব মহিলা যারা পর্দা করতে

বলেছিল, তারা নিজেরাও 'অপরাধ হবে'- এই ভয়ে পর্দা করা ছেড়ে দেয় অথচ সারাটা জীবন তাদের পর্দা করার অভ্যাস ছিল। সত্য কথা হলো, সেখানে এমন কোন আইন নেই আর এটি কোন অপরাধও নয়। এমন কোন নিষেধাজ্ঞাও নেই আর এ বিষয় নিয়ে কেউ মাথাও ঘামায় না। মূলত কেবল ফ্যাশনের জন্য গুটিকতক যুবতী নারী ও মেয়ে পর্দা ছেড়ে দিয়েছে।

বিয়ের পর পাকিস্তান থেকে সেখানে আসা এক মেয়ে আমাকে লিখেছে, আমাকেও জোরপূর্বক পর্দা ছাড়ানো হয়েছিল অথবা পরিবেশের কারণে আমিও এই ফাঁদে পা দিয়েছিলাম অর্থাৎ পর্দা করা ছেড়ে দিয়েছিলাম। এবার সেখানে আমার সফরকালে সে আমাকে লিখে, জলসা উপলক্ষে মহিলাদের উদ্দেশ্যে আপনি যখন ভাষণ, দিয়েছেন এবং পর্দা সম্পর্কে সচেতন করেছেন তখন আমি বোরকা পরিহিত অবস্থায় ছিলাম আর সেই থেকে আমি আর বোরকা পরিত্যাগ করি নি, এখনো আমি এর ওপর প্রতিষ্ঠিত আছি। এতে প্রতিষ্ঠিত থাকার চেষ্টাও করছি আর দোয়াও করছি। সে আমার কাছে দোয়ার আবেদন করে। অতএব পর্দা-সংক্রান্ত যে নির্দেশ কুরআনে রয়েছে, তা বারবার স্মৃতিপটে জাগ্রত করা হয় না, আর ঘরেও এ বিষয়টির উল্লেখ করা হয় না, যার ফলে পর্দাহীনতা দেখা দিচ্ছে। অতএব ব্যবহারিক সংশোধনের জন্য পাপ-পুণ্যের বিষয়টি বারবার স্মরণ করানো আবশ্যক।

(খুতবা জুমুআ, ২০ ডিসেম্বর ২০১৩, বায়তুল ফতুহ, লন্ডন;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১০ জানুয়ারি ২০১৪)

হুযূর আনোয়ার (আই.) নিজ খুতবা ও ভাষণ, ছাড়াও বিভিন্ন স্থানে যে বার্তা প্রেরণ করেন তাতেও তিনি পর্দার সত্যিকার চেতনা জাগ্রত করে খোদা তা'লার নৈকট্য অর্জন করার প্রতি নারীদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তিনি এক স্থানে লিখেছেন:

"যদি কোন মহিলা পর্দাকে গুরুত্ব না দেয় এবং ইউরোপের অনুকরণে তাদের মত পোশাক পরে, তাদের মত ফ্যাশন করে আর আলোকিত ধ্যানধারণার অধিকারী ও প্রগতিশীল সাজে তবে এটি ভুল চিন্তাধারা। মনে রাখবেন, ইসলাম আপনাদের কল্যাণ ও নিরাপত্তার সত্যিকার নিশ্চয়তা বিধান করে। ইসলাম, পর্দার শিক্ষা নারীকে সমস্যার মুখে ঠেলে দেয়া বা তাকে হীনম্মন্যতায় ভুগানোর জন্য প্রদান করে নি। ইসলাম পর্দার মাধ্যমে নারীদের সম্মান ও সম্ভ্রম সুনিশ্চিত করতে চায়। সুতরাং পর্দাকে নিজের জন্য বোঝা মনে করবেন না। ভাববেন না যে, এর ফলে মানুষ আপনাকে অজ্ঞ মনে করবে। আপনাদের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করা। জাগতিক ফ্যাশনের প্রতি তাকাবেন না বরং পর্দার শর্ত অনুসারে পর্দা করার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করুন।"

(লাজনা ইমাইল্লাহ্, জার্মানির বার্ষিক ইজতেমায় প্রেরিত বার্তা, ২০১৭;
লাজনা ইমাইল্লাহ্, জার্মানির বার্ষিক রিপোর্ট, ২০১৬-২০১৭)

সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য দোয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ

সব ধরনের শয়তানী প্রভাব থেকে নিরাপদ থাকা এবং পুণ্যের পথে প্রতিষ্ঠিত থেকে জীবন অতিবাহিত করার জন্য দোয়া গভীর গুরুত্ব রাখে। তাই একবার আহমদী নারীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদানের সময় দোয়ার ওপর নির্ভর করে খোদা তা'লার শিক্ষা মেনে চলার বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"আল্লাহ্ তা'লা দোয়া গ্রহণ করেন আর হৃদয়ের অবস্থা জানেন। তাই সকল আহমদী নারী-পুরুষের জন্য নির্দেশ হলো, পবিত্র মনমানসিকতা নিয়ে সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করতে থাক। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন তাই তিনি যেন আমাকে সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত রাখেন আর শয়তানী ধ্যানধারণাকে তিনি যেন আমার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে না দেন। এসবকিছু যদি হয়, তবে জাগতিক ভোগবিলাস, জাগতিক ফ্যাশন, অথবা এই হীনম্মন্যতা যে, যদি আমরা যুগের সাথে তাল মিলিয়ে না চলি তবে মানুষ আমাদের কী বলবে- এরূপ বিষয়গুলো অর্থহীন হয়ে পড়বে আর ধর্ম ও জামা'ত আমাদের কাছে অগ্রগণ্য থাকবে। একজন আহমদী মেয়ে তার শালীনতা ও লজ্জাবোধের সুরক্ষাকারী হবে। তার মাথায় কখনো একথা আসবে না যে পত্রপত্রিকায় আমার ছবি ছেপে গেলে অসুবিধা কী? বরং পর্দার বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লার আদেশ তাকে এ কথা থেকে বিরত রাখবে যে, এমন আচরণ করা উচিত নয়। এই মনমানসিকতা সৃষ্টি হবে যে, আল্লাহ্ তা'লার প্রত্যেক নির্দেশের মাঝে কোন না কোন প্রজ্ঞা অন্তর্নিহিত রয়েছে। কুরআনের আদেশাবলীর মাঝে এটিও একটি আদেশ যে, তোমরা পর্দা ও শালীনতাবোধ বজায় রাখবে; এজন্য সর্বাবস্থায় আমাকে আমার সম্ভ্রম ও পর্দার সুরক্ষা করতে হবে। আমাদের সে সকল কথা মেনে চলতে হবে অথবা মেনে চলার চেষ্টা করতে হবে– যার আদেশ আল্লাহ্ তা'লা প্রদান করেছেন। আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির পথে চলার সামর্থ্য লাভের জন্য দোয়া করতে হবে। যুগ-খলীফার কাছ থেকে প্রাপ্ত সকল আদেশ মান্য করে আপন অঙ্গীকার রক্ষা করতে হবে, যে ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্তই তিনি প্রদান করেন তা পালন করা অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করব আর মেনে চলার এই নির্দেশ পবিত্র কুরআনে আছে। সকল নারী ও পুরুষ যখন এই চেতনা নিয়ে জীবন অতিবাহিত করবে তখন তাদের আঁকড়ে ধরা এই হাতল শয়তানী ও জাগতিক নোংরা ধ্যানধারণার বিপরীতে 'রক্ষাকবচ' হিসেবে কাজ করবে। যে আয়াত আমি পাঠ করেছি তার পূর্ববর্তী আয়াতে এর বিস্তারিত বিবরণ

রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন: **আল্লাহু ওলীউল্লাযীনা আমানূ** (সূরা আল বাকারা: ২৫৮)– আল্লাহ্ তা'লা তাদের বন্ধু যারা ঈমান আনে। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা যার বন্ধু হন, শয়তান তার কাছে ভিড়তে পারার প্রশ্নই ওঠে না।"

(যুক্তরাজ্যের সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ৮ সেপ্টেম্বর ২০১২, হাদীকাতুল মাহদী; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৩০ নভেম্বর ২০১২)

নতুন (বয়আতকারী) আহমদী নারীরা উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) একবার আহমদীয়া জামা'তে নবাগত মহিলাদের বিশেষভাবে সম্বোধন করে অন্যদের জন্য উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করার উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন:

"নবদীক্ষিত আহমদী বোনদের উদ্দেশ্যে আমি বলছি, আপনারা আহমদীয়াত ও ইসলামের শিক্ষা বুঝেশুনে গ্রহণ করেছেন। আপনাদের স্বামীরা কেমন আহমদী অথবা অন্য মহিলারা কেমন আহমদী– এটি আপনাদের দেখার বিষয় নয়। আপনারা নিজেরা আদর্শ হোন। ইসলামী শিক্ষার খাঁটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন। নিজেদের স্বামীদেরও ধর্মের অনুশাসন মান্যকারী করে তুলুন, আপনাদের সন্তানদেরও ইসলামী শিক্ষানুসারে প্রশিক্ষণ দিন আর অন্যান্য পুরোনো তথা জন্মগত আহমদী বোনদেরও। ব্যক্তিগত আদর্শের মাধ্যমে তাদের জন্য তরবিয়তের অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন। তাদের জন্যও আপনারা আদর্শ হোন। কখনো কখনো পরে আগতরা পুণ্য ও তাকওয়ায় পূর্ববর্তীদের চেয়ে এগিয়ে যায়। আফ্রিকাতেও এমন অনেক মহিলা রয়েছেন যাদের আমি পর্দা ও ইসলামী শিক্ষা অনুসরণ করতে দেখেছি, যারা দৃষ্টান্ত হতে পারেন। আমেরিকার স্থানীয় এমন বেশ কিছু মহিলা রয়েছেন যারা বয়আত গ্রহণ করার পর আদর্শ আহমদী হয়েছেন। জার্মানিতেও বেশ কিছু মহিলা আছেন, যারা বয়আত করেছেন এবং দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এখানে আপনাদের দেশেও এমন মহিলারা রয়েছেন। এসব দেশে পর্দার ক্ষেত্রে অনেকেরই অতি উত্তম উদাহরণ রয়েছে এবং অন্যান্য শিক্ষা মেনে চলার ক্ষেত্রেও অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত রয়েছে। সুতরাং নতুন বয়আত গ্রহণকারীরা সর্বদা মনে রাখবেন, কোন পাকিস্তানী নারীর মাঝে কোন দুর্বলতা দেখলে হোঁচট খাবেন না। গুটিকতক মন্দ হয়ে থাকলে অনেক বড় সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি শ্রেণি এমনও আছে যারা আল্লাহ্‌র কৃপায় ভালো। এছাড়া আপনারা অন্য কোন পুরুষ বা মহিলার বয়আত করেন নি বরং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মান্য করেছেন। আমি যেভাবে বলেছি, অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন

করে পুরোনো আহমদীদের জন্যও তরবিয়তের উপকরণ বা সুযোগ সৃষ্টি করুন। এর ফলে আপনারা দ্বিগুণ পুণ্য অর্জন করবেন।"

(সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০৫; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৫ মে ২০১৫)

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে পর্দার মান বজায় রাখুন

হুযূর আনোয়ার (আই.) জার্মানি সফরকালে আহমদী ছাত্রীদের সাথে এক বৈঠকে তাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। এক ছাত্রী প্রশ্ন করে, অনেক সময় ইংল্যান্ড প্রভৃতি দেশে (স্কুল থেকে) ভ্রমণে যাওয়ার কর্মসূচি থাকে। আমরা বা আহমদী পিতামাতা, যদি মেয়েদের না পাঠাই তাহলে বলা হয় যে, বিদ্যালয় পরিবর্তন কর। এমতাবস্থায় কী করা উচিত? হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"যদি বাধ্যবাধকতা থাকে তাহলে তাদেরকে বলুন, শিশুদের সাথে পিতা-মাতাকেও যেতে দিন। তারা যদি না মানে তাহলে বিদ্যালয় পরিবর্তন করুন। হুযূর বলেন: আসলে মেয়েদের এমনভাবে প্রশিক্ষণ দিন যেন তারা নিজেরাই তাদেরকে বলে যে, পিতা-মাতার কারণে নয় বরং এভাবে যাওয়া আমরা নিজেরাই ভাল মনে করি না; এটিই আমাদের পরিবেশ। মেয়ে যখন যৌবনে উপনীত হয় তখন তার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব হলো পরিবেশের বা মাহরাম আত্মীয়স্বজনের। হজ্জের ক্ষেত্রেও ইসলামের নির্দেশ হলো মহিলারা একা যেন না যায় বরং নিজের কোন মাহরাম আত্মীয়কে যেন সাথে নিয়ে যায়।... সাধারণত প্রাইভেট বিদ্যালয়গুলো বেশি জোর দেয় না কিন্তু সেগুলো ব্যয়বহুল হয়ে থাকে। যাহোক মেয়েদেরকে বুঝান যে, অমুক অমুক বিষয় হলো পাপ আর সেগুলো এড়িয়ে চলতে হবে।"

(জার্মানির ছাত্রীদের ক্লাস, ১০ জুন ২০০৬; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৭ জুলাই ২০০৬)

একইভাবে অন্য শহরে গিয়ে মেয়েদের শিক্ষা অর্জন করার বিষয়ে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, পিতামাতা যদি অনুমতি দেন তাহলে ভাবা যেতে পারে যে, যেখানে যাবে সেখানে গিয়ে কার কাছে থাকবে? মেয়েদের পৃথক ছাত্রাবাস থাকা উচিত। যদি পৃথক থাকে তাহলে ঠিক আছে। আবার সেখানে অধ্যয়নরত অবস্থায় নিজের পবিত্র মর্যাদা সম্পর্কে যত্নবান থাকা আবশ্যক।

হুযূর আনোয়ার (আই.) আরো বলেন, রাবওয়ার মেয়েরা যখন বাইরে পড়তে যেতো, তখন প্রত্যেক মেয়ে "নাযারাত তা'লীম"-এর মাধ্যমে আমার কাছ থেকে অনুমতি নিত। সহশিক্ষার জন্য আমার কাছ থেকে অনুমতি নিত। লিখিত (প্রতিশ্রুতি) দিতো যে, তারা পর্দা বজায় রেখে পড়াশুনা করবে।

হুযূর আনোয়ার (আই.) মেয়েদের বলেন, "পিতামাতা যদি আশ্বস্ত না হন তাহলে উত্তম হলো– নিজ এলাকাতে থাক এবং সেখানেই পড়াশুনা কর।"

(ওয়াকেফাতে নও ক্লাস, জার্মানি, ৮ অক্টোবর ২০১১; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৬ জানুয়ারি ২০১২)

অপর এক অনুষ্ঠানে হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর কাছে এ প্রশ্ন করা হয় যে, বিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্পন্ন করার পর অন্য কোন দেশে গিয়ে শিক্ষা অর্জন করা যাবে কি? এর উত্তরে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

"যদি তুমি উচ্চতর শিক্ষার জন্য বাইরে যেতে চাও আর নিজ দেশে এর কোন ব্যবস্থা না থাকে তাহলে পিতামাতার অনুমতি নিয়ে যাও। কিন্তু নিজের পবিত্র মর্যাদা এবং মান-সম্ভ্রমের প্রতিও দৃষ্টি রাখা উচিত। নিজের পবিত্রতার সুরক্ষার বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। সেখানে ইসলামী শিক্ষার আলোকে জীবনযাপন করবে। অনুরূপভাবে সেখানে তোমাকে বন্ধুত্ব করা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং নিজ পড়াশুনার সাথেই কেবল সম্পর্ক রাখতে হবে।"

(জার্মানির ছাত্রীদের ক্লাস, ১০ জুন ২০০৬; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৭ জুলাই ২০০৬)

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর কানাডা সফরকালে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে ছাত্রীরা হুযূর আনোয়ার (আই.) এর অনুমতি নিয়ে প্রশ্ন করে। এক ছাত্রী জিজ্ঞেস করে, **আমরা আমাদের বিধর্মী বন্ধুদের পর্দার আবশ্যকতার বিষয়টি কীভাবে বুঝাতে পারি?**

হুযূর (আই.) বলেন:

"প্রথমত এটি বল, আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ যে, আমরা সেই ধর্মের অনুশাসন মেনে চলব যার আদেশ আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা পর্দা কর যেন তোমাদের পবিত্রতা বজায় থাকে এবং তোমাদের যেন এই চেতনা থাকে যে, আমি সমাজে ছেলেদের সাথে বেশি মেলামেশা করব না এবং নিজের মাঝে ও ছেলেদের মাঝে আমাকে একপ্রকার দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।"

হুযূর আনোয়ার (আই.) আরো বলেন, "ছেলে মেয়েরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে থাকে। সেখানে অনেক সময় তাদের পরস্পরের মাঝে যোগাযোগ হয়ে যায়। কিন্তু সেখানে কেবল যতদূর তোমাদের পড়াশুনার সাথে সম্পর্ক আছে; তথা কোন বিষয় যদি বুঝতে হয় বা কোন কথা বলতে হয় কেবল ততটুকুই যোগাযোগ হওয়া উচিত এছাড়া কোন স্বাধীন-অবাধ যোগাযোগ তৈরি হওয়া উচিৎ নয়। বন্ধুত্ব হওয়া উচিত নয়। মেয়েরা কেবল মেয়েদের সাথেই বন্ধুত্ব করবে।"

হুযূর আনোয়ার (আই.) পর্দার শিক্ষার বরাতে বলেন:

"পর্দার যে শিক্ষা রয়েছে এবং মহানবী (সা.)-এর এ বিষয়ে যে সকল দিকনির্দেশনা রয়েছে তার একটি প্রেক্ষাপট রয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে, যখন পর্দার এত বেশি প্রচলন ছিল না সেই সময় একজন মুসলমান মহিলা কোন ইহুদীর দোকানে কোন কাজে যান, যখন অন্তর্বাস জাতীয় পোশাক পড়ার কোন রীতি ছিল না। সেই ইহুদী দুস্কৃতিমূলকভাবে তার কাপড় (কোন কিছুতে) বেঁধে দেয়। যখন তিনি উঠে দাঁড়ান তখন তার কাপড় খুলে পড়ে যায়। এরপর সেখানে মারামারি শুরু হয়ে যায় বরং হত্যাকাণ্ডও ঘটে। তখন পর্দা সংক্রান্ত আদেশ আসে যে, মুসলমান নারী যেন তার পবিত্রতা ও সতীত্বের রক্ষণাবেক্ষণ করে। অতএব, তোমাদের ও অন্য ছেলেদের মধ্যে একটা দূরত্ব থাকা আবশ্যক।

অপরদিকে পবিত্র কুরআনে যেখানে পর্দার নির্দেশ অবতীর্ণ হয়েছে সেখানে প্রথমে পুরুষদের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে তোমরা নিজেদের দৃষ্টি অবনত রাখ আর মহিলাদের প্রতি অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকবে না, এরপর মহিলাদের জন্য নির্দেশ রয়েছে যে তোমরাও তোমাদের দৃষ্টি অবনত রাখ এবং তাকাবে না। কিন্তু এরপরও পুরুষদের বিশ্বাস নেই, তাই নিজেদের ঢেকে রাখ।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) লিখেছেন, যদি তোমরা আমাকে এই নিশ্চয়তা প্রদান করতে পার যে, পুরুষদের মন-মস্তিষ্ক সম্পূর্ণভাবে পবিত্র হয়ে গেছে তাহলে আমি বলব, পর্দায় এত কঠোরতা অবলম্বন করতে যেয়ো না; কিন্তু তা হয় নি। যদিও সকল পুরুষ এমন নয় কিন্তু অনেকেই এমন রয়েছে। সমাজের অধিকাংশ মানুষ বা একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ এমন থাকে যাদের দ্বারা অপরাধ সংঘটিত হয়, তাই উত্তম হল, তা থেকে বাঁচার উপায়-উপকরণ সৃষ্টি করা। এ কারণে পর্দা থাকা উচিত যেন অবাধ-স্বাধীন সম্পর্ক তৈরিই না হয়।

হুযূর আনোয়ার (আই.) আরো বলেন:

"প্রত্যেক ধর্মে পর্দা করতে বলা হয়েছে। পুরোনো যুগে খ্রিষ্টানদের অভিজাত বংশে পর্দা করার প্রচলন ছিল। তাদের প্রাচীন পোশাক ছিল লম্বা মেক্সি, কব্জি পর্যন্ত হাতা এবং মাথায় থাকত স্কার্ফ। বাইবেলে যা রয়েছে তাহলো, যদি কোন নারীর মাথা দেখা যায় তাহলে তার চুল কেটে দাও, নেড়া করে দাও। ইসলাম এরূপ কঠোরতা করে নি, অথচ বাইবেলের শিক্ষা কত কঠোর। ইসলাম নারীর শালীনতাবোধকে সমুন্নত রেখেছে আর লজ্জাবোধের ধারণা সর্বত্র রয়েছে এবং প্রত্যেক জাতিতে রয়েছে।"

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"কুরআন করীমে তোমরা হযরত মূসা (আ.)-এর সেই ঘটনা পড়ে থাক, যখন মিদিয়ানে দু'জন মেয়ে তাদের পশুপালকে পানি পান করানোর অপেক্ষায় ছিল। সেখানে পুরুষ পানি পান করাচ্ছিল দেখে তারা পেছনে সরে যায়। পুরুষের সন্নিধানে সরাসরি আসা তারা পছন্দ করতো না। তখন হযরত মূসা (আ.) জিজ্ঞেস করেন, ঘটনা কী? তারা বলে, ঘটনা এরূপ অর্থাৎ তারা পুরো বৃত্তান্ত তুলে ধরে; তখন তিনি তাদের পশুপালকে পানি পান করান। এরপর কুরআন করীম এই বর্ণনা দেয় যে, ফিরে যাওয়ার পর তাদের মধ্যে একজন পুনরায় ফিরে আসে এবং অত্যন্ত লজ্জাবনত ভাবে আসে এবং নিজের ওপর পূর্ণ-নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখে আসে, খোলামেলাভাবে প্রকাশ্যে আসে নি; (এবং বলে) আমার পিতা তোমাকে ডাকছেন। পবিত্র কুরআনে পুরো ঘটনা লেখা আছে, তোমরা তা পড়ে দেখ। পিতাও অনেক সতর্ক ছিলেন। হযরত মূসা (আ.) যখন উপস্থিত হন তখন তিনি এটা বলেন নি যে, তোমার যেহেতু থাকার কোন জায়গা নেই তাই তোমাকে আমার ঘরে আশ্রয় দিচ্ছি; বরং আমার ঘরে যেহেতু যুবতী মেয়েরাও রয়েছে, তাই আমি একটি ছেলে ঘরে রাখলে সেক্ষেত্রে তাদের সতীত্ব-সম্ভ্রমের প্রশ্ন উঠতে পারে। এজন্য তিনি বলেন, তোমাকে ঘরে আশ্রয় দিচ্ছি, শর্ত হল, তুমি আমার দু'মেয়ের মধ্য থেকে একজনকে বিয়ে কর যেন তোমার থাকার বৈধতা সৃষ্টি হয়।

অতএব প্রকৃত বিষয় হলো, পর্দার মাধ্যমে নারীর নিরাপত্তা বিধান করা হয়েছে এবং এর জন্য পুরুষকেও বাধা দেয়া হয়েছে। কিন্তু এরপরও পুরুষদের অবিশ্বাসের কারণে নারীকে বলা হয়েছে যে, তুমি নিজের সুরক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ কর।" *(কানাডার ছাত্রীদের ক্লাস, ১৪ জুলাই ২০১২; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১২ অক্টোবর ২০১২)*

পর্দা চাকুরীর ক্ষেত্রে অন্তরায় নয়

হল্যান্ড সফরের সময় ছাত্রীদের সাথে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর একটি সভা হয় যাতে মেয়েরা হুযূর (আই.)-কে কিছু প্রশ্ন করে। এক ছাত্রী জিজ্ঞেস করে, **জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে মেয়েদের জন্য কতটা অনুমতি রয়েছে?**

উত্তরে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, **জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে মেয়েদের সেই পন্থা অবলম্বনের অনুমতি আছে যাতে নারীদের শালীনতা বা লজ্জাবোধ প্রশ্নবিদ্ধ না হয়। "আল হায়ায়ু মিনাল ঈমান।"** (অর্থাৎ লজ্জাশীলতা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত)– সর্বদা দৃষ্টিপটে থাকা উচিত।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, যদি কে. এল. এম-এ এয়ার হোস্টেস হতে হয়, স্কার্ট পরিধান করতে হয় এবং মাথায় ছোট টুপি পরিধান করতে হয় তাহলে 'ইসলাম' এর অনুমতি দেয় না আর কোন আহমদী মেয়েকে এর অনুমতিও দেয়া যেতে পারে না। আপনারা ডাক্তার, প্রকৌশলী, বিজ্ঞানী, প্রভাষক, উকিল প্রভৃতি হতে পারেন, তবে শর্ত হল আপনাদের পোশাক যথাযথ হতে হবে এবং 'হিজাব' খুলে ফেলা উচিত হবে না। আপনাদের পোশাক শালীন হলে ঠিক আছে। ওকালতি সম্পর্কে হুযূর (আই.) বলেন যে, ক্রিমিনাল কেসগুলোর সাথে সম্পৃক্ত হবেন না।

(ছাত্রীদের ক্লাস, নুনস্পিট, হল্যান্ড, ১৬ মে ২০১২;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৫ জুন ২০১২)

হুযূর আনোয়ার (আই.) এক জুমুআর খুতবায় মেয়েদের চাকুরী করা ও পর্দার বরাতে বিস্তারিত নির্দেশনা দিয়ে বলেন,

"কয়েক দিন পূর্বে এক মেয়ে আমাকে চিঠি লিখেছে, আমি অনেক পড়াশোনা করেছি আর ব্যাংকে ভাল চাকুরী পাওয়ার আশা রাখি। আমি জানতে চাই সেখানে যদি হিজাব পরা ও পর্দা করার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা থাকে, কোটও পরতে না পারি তাহলে আমি কি এই কাজ করতে পারব? অফিস থেকে বের হলে হিজাব পরে নিব। সে বলে, আমি শুনেছি যে, আপনি বলেছিলেন, চাকরিজীবী মেয়েরা নিজ কর্মস্থলে বোরকা বা হিজাব খুলে কাজ করতে পারে। এই মেয়ের মাঝে কমপক্ষে এই সততা বা পুণ্য রয়েছে যে, সে লিখেছে, আপনি নিষেধ করলে কাজ করব না। এটি এজন্য বলছি যে, কেবল একজনের নয় বরং বেশকিছু মেয়ে আমাকে এই প্রশ্ন করেছে। তাই প্রথম কথা হল, আমি যদি বলে থাকি তবে তা বিশেষ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেমন- ডাক্তারদের অনেক ক্ষেত্রে অপারগতা থাকে। সেখানে প্রচলিত

বোরকা অথবা হিজাব পরে কাজ করা সম্ভব না। যেমন অপারেশন করার সময় তাদের মাথায় টুপি থাকে, মুখোশও থাকে আর পোশাক থাকে ঢিলেঢালা। এর বাইরে ডাক্তাররাও পর্দা করে কাজ করতে পারে। রাবওয়াতে আমাদের ডাক্তাররা ছিলেন। ডাক্তার ফাহমিদাকে আমরা সব সময় পর্দা করতে দেখেছি। ডাক্তার নুসরাত জাহাঁ ছিলেন, তিনি উন্নতমানের পর্দা করতেন। এখানে অর্থাৎ যুক্তরাজ্যেও তিনি পড়াশোনা করেছেন এবং প্রত্যেক বছর নিজের যোগ্যতাকে নতুন গবেষণা অনুযায়ী যুগোপযোগী করার জন্য লন্ডন আসতেন। সবসময় পর্দায় থাকতেন বরং তিনি পর্দার শিক্ষা প্রয়োজনের তুলনায় বেশিই মেনে চলতেন। এখানকার কোন ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে আপত্তি করে নি, তাদের কাজ সম্পর্কেও আপত্তি করে নি এবং এ কারণে তাদের পেশাগত দক্ষতার ওপরও কোনরূপ নেতিবাচক প্রভাব পড়ে নি। তারা অনেক বড় বড় অপারেশনও করেছেন। অতএব, যদি সদিচ্ছা থাকে তাহলে ধর্মীয় শিক্ষা অনুসরণের পথ বেরিয়ে আসে।

একইভাবে যারা গবেষণা করে এমন মেয়েদের বলেছিলাম, কোন মেয়ে যদি এতটা মেধাবী হয়ে থাকে আর গবেষণায় নিয়োজিত থাকে; যেখানে তাকে গবেষণাগারে বিশেষ পোশাক পরিধান করতে হয়, তাহলে সে 'হিজাব' না নিয়ে সেখানকার পরিবেশ অনুযায়ী পোশাক পরিধান করতে পারে। সেখানে তাদের টুপি ইত্যাদি পরিধান করতে হয়; কিন্তু বাইরে বের হতেই পর্দা করা উচিত, যে পর্দার আদেশ ইসলাম ধর্ম প্রদান করেছে।

ব্যাংকের চাকুরী এমন কোন চাকুরী নয় যার মাধ্যমে মানবতার সেবা হচ্ছে। এ কারণে সাধারণ চাকুরীর জন্য হিজাব খোলার অনুমতি দেয়া যেতে পারে না যখন কিনা চাকুরীও এমন, যেখানে মেয়েরা দৈনন্দিন পোশাক ও মেকআপে থাকে, বিশেষ কোন পোশাকেরও সেখানে বাধ্যবাধকতা নেই।

তাই সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত, লজ্জাশীলতার জন্য শালীন পোশাক পরিধান করা আবশ্যক। পর্দা করার বর্তমান রীতি শালীন পোশাকেরই একটি অংশ। যদি পর্দায় শৈথিল্য দেখান তাহলে মহিলারা তাদের শালীন পোশাকেও বিভিন্ন অজুহাতে পরিবর্তন করা শুরু করবে। অতঃপর এই সমাজের রঙে রঙ্গীন হয়ে যাবেন যেখানে পূর্বেই ক্রমাগতভাবে অশ্লীলতা বৃদ্ধি লাভ করছে। এ জগত তো পূর্ব থেকেই এই বিষয়ের পিছনে লেগে আছে যে, যারা তাদের ধর্মীয় শিক্ষার অনুসরণকারী তাদেরকে যেন কোনভাবে ধর্ম থেকে দূরে রাখা যায়, বিশেষকরে মুসলমানদেরকে।"

(খুতবা জুমুআ, ১৩ জানুয়ারি ২০১৭, বায়তুল ফতুহ, লন্ডন; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭)

একজন লাজনা সদস্যা প্রশ্ন করেন যে, **নারীরাও কি পুলিশের চাকুরী করতে পারে?** হুযূর আনোয়ার (আই.) উত্তরে বলেন:

"আমার মতে এমন কিছু পেশা আছে, যা এরূপ একজন ধার্মিক নারীর অবলম্বন করা উচিত নয়, যে পর্দা করে বা হিজাব পরে, (যেমন পুলিশের পেশা)। কারণ সেখানে তোমাকে পুলিশের পেশাগত পোশাক পরিধান করতেই হবে। পুলিশের উর্দিতে 'হিজাব' পরা যায় না, বরং তোমাকে প্যান্ট, টি-শার্ট ও জ্যাকেট পরতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে কেবল 'পি-ক্যাপ' ব্যবহার করে থাকে। তাই আহমদী মহিলাদের পুলিশের চাকুরীতে যাওয়া উচিত নয়, সেটা পুরুষদের জন্যই থাকতে দেয়া উচিৎ। আমার মতে এমন অনেক পেশাই আছে যেগুলোকে একজন আহমদী মহিলা অবলম্বন করতে পারে।"

একই মহিলার (অপর) একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

"আপনি সোশ্যাল ওয়ার্কার হতে পারেন, কারণ এ পেশায় আপনি বঞ্চিত ও অভাবী মানবতার সেবা করতে পারবেন। আপনি 'হিউম্যানিটি ফার্স্ট'-এ যোগ দিতে পারেন। আমাদের এ ধরনের মেয়েদের প্রয়োজন যারা আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী গরীবদের সাহায্য করবে।"

(ছাত্রীদের ক্লাস, জার্মানি, ২ জুন ২০১২; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৪ আগস্ট ২০১২)

একজন মেয়ে প্রশ্ন করে যে- ধরুন, এখানে আইন পাশ হলো যে, মহিলারা শুধু পর্দা ছাড়াই কাজ করতে পারবে! এসম্পর্কে হুযূর কিছু বলুন। হুযূর (আই.) বলেন, 'প্রধানত দোয়া করুন। ইনশাআল্লাহ্! এমন আইন আসবে না আর আসলেও– প্রথমে ধর্ম তারপর দুনিয়া।'

(ছাত্রীদের ক্লাস, জার্মানি, ১০ জুন ২০০৬; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৭ জুলাই ২০০৬)

হুযূর আনোয়ার (আই.) একদিকে আহমদী নারীদের মাঝে ইসলামী পর্দা প্রচলনের চেষ্টা করছেন অপরদিকে সফলভাবে অমুসলিমদের পক্ষ থেকে পর্দার ওপর হামলা প্রতিহত করছেন। অতএব, হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর প্রদত্ত এক জুমুআর খুতবায় এ পরিপ্রেক্ষিতে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন:

"এর সাথেই আমি সেসব আহমদী মেয়ে যারা কোন ধরনের হীনম্মন্যতায় ভোগে তাদের বলছি- যদি পার্থিব বিষয়ে ভীত হয়ে অথবা ফ্যাশনে গা ভাসিয়ে দিয়ে তারা তাদের হিজাব ও পর্দা খুলে ফেলে তাহলে তাদের সম্মানেরও কোন নিশ্চয়তা থাকবে না। **আপনার সম্মান ধর্মের সম্মানের সাথে সম্পৃক্ত।**

আমি পূর্বেও একবার একটি ঘটনার উল্লেখ করেছি। এ ধরনের বেশ কয়েকটি ঘটনা রয়েছে। এক আহমদী মেয়েকে তার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা নোটিশ দিল যে, যদি তুমি

হিজাব পরে অফিসে আস তাহলে তোমাকে কাজ থেকে বের করে দেয়া হবে এবং এজন্য তাকে এক মাস সময় দেয়। সেই মেয়ে দোয়া করে, হে আল্লাহ্! আমি তো তোমার নির্দেশ অনুসারে এই কাজ করছি এবং তোমার ধর্মের অনুশাসন মেনে এই পর্দা করছি; কোন উপায় বের কর। আর চাকুরী যদি আমার জন্য ভাল না হয় তাহলে ঠিক আছে; সেক্ষেত্রে অন্য কোন উত্তম ব্যবস্থা করে দাও। যাহোক সেই অফিসার এক মাস পর্যন্ত সেই মেয়েকে বিরক্ত করতে থাকে যে, এতদিন বাকি আছে এরপর তোমাকে বের করে দেয়া হবে; আর এই মেয়ে দোয়া করতে থাকে। অবশেষে এক মাস পর এই মেয়ে তার কাজে বহাল থাকলো কিন্তু সেই কর্মকর্তাকে তার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা কোন ভুলের কারণে বের করে দেয় অথবা অন্যত্র পাঠিয়ে দেয় আর এভাবে সেই মেয়ে পরিত্রাণ পায়। যদি সদিচ্ছা থাকে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা উপায় বের করেন। আল্লাহ্ তা'লার সাথে যদি সম্পর্ক থাকে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা এমনভাবে সাহায্য করেন যে, মানুষ বিস্মিত হয়ে যায় আর অন্তর তখন অবলীলায় আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসার গান গেয়ে ওঠে।"

(খুতবা জুমুআ, ২৩ এপ্রিল ২০১০, সুইজারল্যান্ড;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৪ মে ২০১০)

পর্দা: তবলীগের জন্য ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত

হুযূর আনোয়ার (আই.) তবলীগ সংক্রান্ত এক প্রশ্নের উত্তরে আহমদী মেয়েদেরকে নিজেদের বাস্তব ও ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করার উপদেশ দিয়ে বলেন:

"তবলীগের জন্য আপনাদেরকে পথ খুঁজতে হবে। তবলীগের জন্য নিজেরাই সুযোগ সৃষ্টি করুন। পড়াশুনায় যদি আপনারা মেধাবী হন, আপনাদের বেশ-ভূষা, আচার-আচরণ ও চরিত্র ভাল হয়, স্কার্ফ ঠিক থাকে– পর্দা থাকে, বন্ধুত্ব তৈরির প্রতি মনোযোগ না থাকে, তাহলে অন্যান্য মেয়েরা আপনাদের প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং জিজ্ঞেস করবে, 'আপনি কে?' তখন বলুন, 'আমি একজন আহমদী'। তারপর বলুন, 'আমি ইমাম মাহদীকে মেনেছি'। এভাবে কথা এগোবে এবং তবলীগের পথ খুলে যাবে।"

(ওয়াকেফাতে নও ক্লাস, বাইতুর রশীদ, জার্মানি, ৮ অক্টোবর ২০১১;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৬ জানুয়ারি ২০১২)

জার্মানি সফরের সময় ন্যাশনাল মজলিসে আমেলার সাথে এক সভায় হুযূর (আই.) তবলিগী কার্যক্রম সম্পর্কে যেসব নির্দেশনা প্রদান করেন তার মাঝে কয়েকটি ছিল পর্দা সম্পর্কিত। রিপোর্ট অনুযায়ী:

"হুযূর আনোয়ার (আই.) তবলিগী সভা আয়োজন করা সম্পর্কে বলেন, অবশ্যই আয়োজন করুন আর এমন সভার আয়োজন হলে ভাল হয় যাতে পুরুষরা পুরুষদের আমন্ত্রণ জানাবে আর মহিলারা মহিলাদের দাওয়াত দিবে। যদি কোন জায়গায় কোন লাজনা নিজের সাথে মেহমান নিয়ে আসে এবং পুরুষদের অংশে বসা আবশ্যক হয়ে পড়ে তাহলে শুধু সেই মহিলাই বসতে পারবে যে মেহমান নিয়ে আসবে অন্য মহিলারা নয়। যিনি অতিথি নিয়ে আসবেন তিনি কোন অবস্থাতেই পুরুষদের সাথে খাবার খাবেন না। মহিলারা পর্দার মধ্যে থাকবে। হুযূর (আই.) এ প্রসঙ্গে হল্যান্ডের রাণীর হেগ শহরে অবস্থিত মসজিদে মুবারক পরিদর্শনের কথা উল্লেখ করেন, তিনি সম্প্রতি মসজিদ পরিদর্শনের সময় ইসলামী ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আচরণ করেন। হুযূর বলেন, আপনারা আপনাদের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত থাকুন এবং পর্দার বিষয়ে কোন ছাড় দিবেন না। সেই সময় রাণীর উদ্দেশ্যে একটি বক্তৃতা করার প্রয়োজন ছিল, তাই কোন লাজনাকে তা করার জন্য আমি বিশেষ অনুমতি দিয়েছিলাম কিন্তু এক্ষেত্রেও তাদের এই দিকনির্দেশনা দিয়েছিলাম যে, এই অনুমতি সকল অনুষ্ঠানের জন্য নয়, শুধুমাত্র এই অনুষ্ঠানের জন্য।"

(লাজনা ইমাইল্লাহ্, জার্মানির ন্যাশনাল আমেলার সভা, ৭ জুন ২০০৬;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৭ জুলাই ২০০৬)

একইভাবে হুযূর আনোয়ার (আই.) আহমদী শিক্ষার্থীদের তবলীগের মাঠে ইসলামী পর্দা পালনের নির্দেশ দৃষ্টিপটে রেখে কাজ করার কথা এভাবে বলেছেন:

বিশ্ববিদ্যালয়ের আহমদী শিক্ষার্থীদের বলুন, যদি তারা অন্যদের ভাষা না জানে তাহলে সেই ভাষায় বইপত্র সংগ্রহ করে নিন। **ইন্টারনেটে তবলিগী যোগাযোগ করতে হলে মহিলাদের যোগাযোগ শুধু মহিলাদের সাথেই হওয়া উচিত।** হুযূর আনোয়ার (আই.) পর্দার গুরুত্বও স্পষ্ট করেন। তিনি বলেন, পুরুষদের সাথে কখনো যোগাযোগ হলে তাদেরকে পুরুষদের হাতে দিয়ে দিন। নিজেদের আলোচনা সভায় শুধু মহিলাদের নিয়ে আসুন। যদি কোন জায়গায় মহিলারা পুরো উত্তর দিতে না পারে এবং গ্যাদারিং (নারী পুরুষের মিশ্র সমাবেশ) হয় তাহলে সাথে আনা মহিলা মেহমানকে নিয়ে একপাশে বসুন এবং পর্দার বিষয়ে যত্নবান হোন কিন্তু খাবারের সময়ে মিশ্র সমাবেশে বসবেন না বরং মহিলাদের জন্য নির্ধারিত জায়গায় চলে যাবেন। যৌথ-সভায় আপনাদের সাথে যেসব মহিলার সাক্ষাত হয় তাদের ঠিকানা সংগ্রহ করে রাখুন আর তাদেরকে শুধু মহিলাদের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ দিন। এই পরিস্থিতিতে তাদের মাথায় এই প্রশ্ন জাগবে যে আপনারা যৌথ সমাবেশে আসেন না কেন? সেক্ষেত্রে আপনারা তাদের ইসলামী পর্দা সম্পর্কিত ভুল ধারণাও দূর করতে পারবেন। [এ জায়গায় হুযূর আনোয়ার (আই.) জিজ্ঞেস করেন যে, যাকে

আপনারা open day বলে থাকেন সেটিই কি যৌথ সমাবেশ? হুযূরকে বলা হয়- 'জ্বী হুযূর'] হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব ছাত্রীর সাথে যোগাযোগ হয় তাদের নিয়ে পৃথক বৈঠক হতে পারে।

(লাজনা ইমাইল্লাহ্, জার্মানির ন্যাশনাল আমেলার সভা, ৯জুন ২০০৬; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৭ জুলাই ২০০৬)

হুযূর আনোয়ার (আই.) একবার লাজনা ইমাইল্লাহ জার্মানির ন্যাশনাল আমেলার সভায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করেন; যার মধ্যে কয়েকটি ছিল পর্দা সম্পর্কিত। হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

"শিক্ষিত মেয়েদেরকে নিয়ে পর্দার বিষয়ে এমটিএ-এর জন্য আলোচনা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হাতে নিন; সেখানে এই ইসলামী আদেশের উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন। এই বিষয়ে বাইবেলের বিভিন্ন উদ্ধৃতির বরাতে কথা বলুন যে, খ্রিষ্টান ধর্ম মহিলাদেরকে নিচু মনে করে পর্দার আদেশ দিয়েছে। অন্যদিকে ইসলাম মহিলাদের পবিত্রতা রক্ষা করতে এবং তাদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য এই আদেশ দিয়েছে। পর্দার বিরোধীদের বলুন তোমরা তোমাদের ধর্মকে পরিত্যাগ করেছ, কারণ তা বাস্তবসম্মত ধর্ম ছিল না এবং আজকের পরিস্থিতিতে তা অচল। কিন্তু ইসলাম একটি বাস্তবসম্মত ধর্ম এবং আমরা হিজাব এবং পর্দা করে সব কাজ করতে পারি। এরূপ অনুষ্ঠান প্রস্তুত করে এমটিএ-এর জন্য পাঠান। এমটিএ'তে লাজনা ইমাইল্লাহ্'র যে অনুষ্ঠানগুলো সম্প্রচার করা হয় সেগুলো আমার নির্দেশনা এবং তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। যদিও সেগুলো সারা বিশ্বের জন্য হয়ে থাকে কিন্তু বিশেষভাবে এখানকার অবস্থার নিরিখে তথা ইউরোপীয় দেশগুলোর জন্য তৈরী করা হয়ে থাকে।"

হুযূর আনোয়ার (আই.) আরো বলেন যে, আহমদী মেয়েরা পর্দা ইত্যাদি শিক্ষা সম্পর্কে অভিযোগ করে, যেমনটি আমি লাজনা ইমাইল্লাহ ইউকে-এর ইজতেমায় বলেছিলাম। তাদেরকে বলুন যে, আপনারা যখন কোন ক্লাবে যোগ দেন এর কিছু শর্ত এবং নীতিমালা থাকে। যদি সেই শর্ত পালন না করা হয় তাহলে সেই ক্লাবের সদস্যপদ বাতিল হয়ে যায়। সুতরাং, ইসলামও কিছু নীতি নির্ধারণ করেছে যাতে নামায পড়া, কুরআন পাঠ এবং এর সমস্ত নির্দেশের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া অন্তর্ভুক্ত। এই যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করে আপনারা এই অঙ্গীকার করেছেন যে, তিনি যা বলবেন তাই করব। এ কথাগুলোর নিরিখে দেখ যে, তোমরা কোন পর্যায়ে আছ। এরপর তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন যে, তোমরা কি নিজেদেরকে আহমদী বলে মনে কর? যদি মনে কর তাহলে ইসলামের মৌলিক আদেশগুলোর ওপর বিশ্বাস রাখ কি? যদি রেখে থাক! তাহলে কি সেসব আদেশ পালনের চেষ্টা কর?

যদি করে থাক তাহলে সেসব আদেশের মাঝে একটি পর্দা অবলম্বন-সংক্রান্ত নির্দেশও রয়েছে। এভাবে বুঝিয়ে তাদের জিজ্ঞেস করুন, এখন তোমরা কী করতে চাও? কপটতার সাথে লোক দেখানোর জন্য জামা'তে থাকতে চাও, নাকি নিজেকে পরিবর্তন করে সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে নিজেকে সংশোধন করতে চাও?

(লাজনা ইমাইল্লাহ্, জার্মানির ন্যাশনাল আমেলার সভা, ২৫ ডিসেম্বর ২০০৬; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৯ জানুয়ারি ২০০৭)

হুযূর আনোয়ার (আই.) লাজনা ইমাইল্লাহ জার্মানির ন্যাশনাল মজলিসে আমেলার সাথে সভায় পর্দা করার বিষয়ে নির্দেশনা দিয়ে বলেছেন,

"জার্মানি এবং আফ্রিকান মহিলারা পর্দার ক্ষেত্রে উন্নতি করেছে আর আপনারা পিছিয়ে যাচ্ছেন। এই তো কিছুদিন পূর্বেই একজন জার্মান মেয়ে সাক্ষাতের জন্য এসেছিল। তার পর্দা অনেক উন্নতমানের ছিল। যুক্তরাজ্যে এক ইংরেজ মেয়ে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করছে তার পর্দা খুবই ভালো। সে তো লজ্জাবোধ করে না।"

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"বিশ্ববিদ্যালয়ের আহমদী মেয়েরা স্মরণ রাখবেন, ছেলেদের সাথে পৃথক বসে গল্প-গুজবে মগ্ন থাকবেন না। এতে বন্ধুত্ব বাড়ে এবং এরপর এদিক সেদিক বাজারে ঘুরে বেড়ানো শুরু হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজের পড়ার বিষয়ে যদি কোন শিক্ষার্থীর নিকট থেকে কোন সাহায্য নিতে হয় তো এতে কোন বাধা নাই। যতটুকু বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যক্তিগত তবলীগের সম্পর্ক রয়েছে, সেক্ষেত্রে এ বিষয়ে আগেই দিকনির্দেশনা দেয়া রয়েছে যে, মেয়েরা মেয়েদের এবং ছেলেরা ছেলেদের তবলীগ করবে।"

(লাজনা ইমাইল্লাহ্, জার্মানির ন্যাশনাল আমেলার সভা, ১৮ ডিসেম্বর ২০০৯; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৯ জানুয়ারি ২০১০)

হুযূর (আই.) তাঁর এক বক্তৃতায় আহমদী মহিলাদের নিজেদের পর্দা ঠিক করা এবং তবলীগ করা সম্পর্কে অন্যদের জন্য আদর্শ হওয়ার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেন,

"এই পর্দা তো কুরআনের মৌলিক আদেশ। বিভিন্ন জাতি অর্থাৎ মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোতে যেসব জাতি রয়েছে তারা এর (অর্থাৎ পর্দার) বিভিন্ন পদ্ধতি নিজেদের সুবিধার্থে উদ্ভাবন করেছে। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলতেন, তুর্কী মহিলাদের পর্দা সবচেয়ে সুন্দর। বোরকা আর নিকাব। এর দ্বারা মহিলারা সুরক্ষিতও থাকে এবং কাজও করতে পারে। স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে আর পর্দার

বিষয়টিও অক্ষুণ্ন থাকে। একজন মোবাল্লেগ আমাকে বলেছেন, তিনি তুর্কীদের মাঝে তবলীগ করেন। তিনি বলেন, আমি তবলীগ করতে গেলে তুর্কীরা বলে, আমরা কোন্ ইসলাম কবুল করব? তুমি আমাদের সঠিক যে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছ সেই ইসলাম গ্রহণ করব নাকি তোমাদের মহিলারা যা প্রকাশ করে (তা গ্রহণ করব)? ইসলামে পর্দা করার নির্দেশ রয়েছে অথচ তারা পর্দা করছে না। আমার পরিচিত বেশ কয়েকজন মহিলা আছে যারা পর্দা করে না।

একবার আমি বলেছিলাম, তবলীগের ক্ষেত্রেও নিজেদের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা জরুরী। তবলীগের ক্ষেত্রে নিজেদের ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত অনেক বড় একটি মাধ্যম। কাজেই! আপনাদের এমন চালচলনের কারণে এই যে উদাহরণ সৃষ্টি হয়েছে এর ফলে অন্যরা অপত্তি করার সুযোগ পেয়ে গেছে। আল্লাহ্‌র একটি নির্দেশ পালন না করে তথা এই নির্দেশ অমান্য করে এমন মহিলারা শুধু পাপ করছে না বরং এমন নমুনা হওয়ার কারণে অন্য মানুষের পদস্খলনেরও কারণ হচ্ছে। এভাবে তারা দ্বিগুণ পাপী হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে পরের আয়াতে (সূরা আহযাব ৩৮) বলেছেন, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের অবাধ্যতা করলে তোমরা পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত হবে।"

(সুইজারল্যান্ডের সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০০৪; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ০৭ জানুয়ারি ২০০৫)

হুযূর (আই.) আহমদী মহিলাদের উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন:

"কিছু আরব মহিলা আমাকে বলেন, আমরা যুক্তরাজ্য এবং অন্য জায়গার মসজিদেও গিয়েছি, সেখানকার আহমদী মহিলাদের পর্দা ঠিক ছিল না। আরবরা তাদের চুলের পর্দার বিষয়ে বিশেষভাবে যত্নবান থাকে। তারা মাথা ঢেকে রাখে। আহমদী মহিলারা পর্দা করছে না দেখে তারা খুবই বিস্মিত হন। ছোটখাটো একটি ওড়না মাথায় দিয়ে রাখে। এই দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক যে, আপনার কারণে অন্য কেউ যেন হোঁচট না খায়।"

(লাজনা ইমাইল্লাহ্, জার্মানির বার্ষিক ইজতেমার ভাষণ, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১১; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৬ নভেম্বর ২০১২)

হুযূর আনোয়ার (আই.) লাজনা ইমাইল্লাহ্ জার্মানির ন্যাশনাল আমেলার সাথে এক সভায় তাদের পত্রিকা 'খাদীজা'–প্রসঙ্গে বলেন:

"আপনাদের পত্রিকায় একটি ছবি ছেপেছিল, যাতে নারী ও পুরুষ একসাথে বসা ছিল। এটি অসঙ্গত কাজ। হুযূর পত্রিকার জন্য সম্পাদনা পরিষদ গঠনের নির্দেশ দেন এবং বলেন, সেই পরিষদ নীতিমালা নির্ধারণ করবে যে, কীভাবে পত্রিকার মানোন্নয়ন করা যায়।

হুযূর (আই.) পুনরায় পর্দা করার প্রতি গুরুত্বারোপ করে বলেন, এ বিষয়টি মেয়েদের হৃদয়ঙ্গম করিয়ে দিন যে, এটি খোদার আদেশ, তাই আমাদেরকে পর্দা করতে হবে। জামা'তী রীতিনীতি মেনে চললে কোন হীনম্মন্যতা সৃষ্টি হবে না বরং এর ফলে তবলীগের পথও উন্মোচিত হবে।

কোন কোন মেয়ে পাকিস্তান থেকে বিয়ের পরে এখানে আসে। সেখানে থাকতে তো তারা বোরকা পরত কিন্তু এখানে এসে তারা বোরকা পরা ছেড়ে দেয়। এটি নির্লজ্জতা। এটি তাদের ব্যক্তিগত হীনম্মন্যতার জন্যও হতে পারে আবার স্বামীর প্ররোচনায়ও হতে পারে। আহমদী হওয়ার পর জার্মান মহিলারা যদি শালীন পোশাকে অভ্যস্ত হতে পারে তাহলে উত্তমরূপে পর্দা করতে; এদের কী অসুবিধা? আজকাল টেক্সট মেসেজের প্রচলন শুরু হয়েছে। এটিও পরিচিত মানুষ ছাড়া অন্য কারো সাথে হওয়া উচিত নয়। অনেক সময় বান্ধবীরা অন্য কাউকে ফোন নম্বর দিয়ে দেয়। এজন্য এ বিষয়ের প্রতিও দৃষ্টি দেয়ার প্রয়োজন।"

(লাজনা ইমাইল্লাহ্, জার্মানির ন্যাশনাল মজলিসে আমেলার সভা, ৯ জুন ২০০৬; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৭ জুলাই ২০০৬)

"তোমাদের দৃষ্টান্ত অন্যদের কাজে লাগবে। তোমরা হলে জামা'তের মেয়েদের cream বা নির্যাসস্বরূপ। অতএব তোমাদের এক বিশেষ মর্যাদা রয়েছে, সে কথাও স্মরণ রাখ এবং সর্বদা এই মর্যাদার সুরক্ষা কর। প্রত্যেক আহমদী মেয়ের নিজস্ব একটি পবিত্র মর্যাদা রয়েছে, একটি sanctity বা পবিত্রতা রয়েছে, সেদিকেও লক্ষ্য রাখা উচিত।" *(ওয়াকেফাতে নও ক্লাস, জার্মানি, ২০আগস্ট ২০০৮)*

ওয়াকফে নও মেয়েদের উদ্দেশ্যে উপদেশবাণী

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) তাঁর কানাডা সফরের সময় মসজিদ বায়তুল ইসলাম'-এ ওয়াকফে নও মেয়েদের সাথে অনুষ্ঠিত একটি ক্লাসে বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। এ উপলক্ষে তিনি পর্দা সম্পর্কেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ প্রদান করেন। হুযূর (আই.) বলেন:

"আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনের দু'তিনটি স্থানে অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলেছেন যে, একজন মহিলার যে sanctity বা পবিত্রতা ও chastity বা সতীত্ব রয়েছে তা বজায় রাখ। এজন্য মাথা ঢাকতে, হিজাব পরতে এবং স্কার্ফ নিতে বলা হয়েছে। তোমরা যারা ওয়াকফে নও মেয়ে রয়েছ তারা দৃষ্টান্ত স্থাপন কর। (এক্ষেত্রে) লজ্জা করা বা স্কুল-কলেজে উৎপীড়নের ভয় করার প্রয়োজন নেই। (এভাবে)

রাস্তায় চলতে লজ্জা পাওয়ারও কারণ নেই। বরং নিজেদের দৃষ্টান্ত স্থাপন কর যেন অন্যরাও তা দেখে অনুপ্রাণিত হয়। যেভাবে আজকে তোমরা মাথা ঢেকে রেখেছ এজন্য তোমাদের কেউ কি হীনম্মন্যতায় ভুগছ যে, আমরা কেন মাথা ঢেকে রেখেছি? এছাড়া পিছনে যে ক্যামেরার দায়িত্বে আছে এবং যারা নিরাপত্তার জন্য দাঁড়িয়ে আছে তারাও খুব সুন্দর পর্দা করে রেখেছে। আমি আশা করি, তাদেরও কোন সমস্যা হবে না। এটি আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ আর আল্লাহ্‌র নির্দেশ মানলে নিরাপদ থাকবে। এছাড়া তোমরা ওয়াক্‌ফ করেছ। কাজেই ওয়াক্‌ফের অর্থ হলো, অন্যদের তুলনায় তোমাদেরকে আল্লাহ্'র নির্দেশ অধিক মানতে হবে। তাই তোমাদের নিকাব এবং স্কার্ফ খুলে ফেলা উচিত নয়। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যাতে অন্যরাও তোমাদের দেখে অনুপ্রাণিত হয়।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, ১২-১৩ বছর বয়স পর্যন্ত তোমরা পিতামাতার অধীনে থাক। এখানে ক্লাসে আসার সময় তো খুব সুন্দর করে স্কার্ফ পরে আসে, তখন তাদেরকে খুব সুন্দর লাগে। এরপর বয়স বাড়ার সাথে সাথেই ধীরে ধীরে তারা চিন্তায় পড়ে যায়। কাজেই যেসব বয়ঃপ্রাপ্ত মেয়ে নিয়মিত স্কার্ফ পরে তাদের নামের তালিকা সদর লাজনা বা সেক্রেটারি তরবিয়ত সাহেবা আমার কাছে প্রেরণ করুন আর যারা স্কার্ফ পরিধান করে না তাদের পরতে বলুন। তাদেরকে বুঝান আর তাদের মাঝে যদি দু'মাসের মধ্যে কোন পরিবর্তন না আসে তাহলে তাদের নাম আমার কাছে প্রেরণ করুন যেন তাদেরকে ওয়াকফে নও থেকে বহিষ্কার করা যায়। পরবর্তীতে হুযূর (আই.)-এর অনুমতিক্রমে মেয়েরা প্রশ্নও করেছে।

একজন ওয়াকফে নও মেয়ে প্রশ্ন করে যে, জামা'তে এমন কিছু মেয়ে রয়েছে যারা অনেক সময় যখন বাইরে যায় যেমন- শপিং সেন্টার বা এ ধরনের জায়গায় ঘুরে বেড়ায় অথবা অন্য কোথাও যায়, তারা ওড়না পরে না এবং সঠিকভাবে পর্দা করে না। অথচ মসজিদে আসার সময় ভালোভাবে পর্দা করে আসে, তাহলে এটি কি সঠিক পন্থা?

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আমার তো মনে হয় এখানেও তারা (সঠিক ভাবে হিজাব) পরে আসে না। আমি জলসায় আমার বক্তৃতায় বলেছি, তোমরা মাথায় ওড়না নাও এবং হিজাব পর। এরপর যখন আমি পোডিয়াম থেকে নিজের চেয়ারে বসলাম তখন কমপক্ষে চারজন মহিলাকে তো আমি এমন দেখেছি যারা উঠে যাচ্ছিল আর তাদের চুল পিছন দিকে খোলা দেখাচ্ছিল আর মাথায় কোন ওড়নাও ছিল না। এটি তো লাজনার তরবিয়ত বিভাগের কাজ। সদর সাহেবা এবং তরবিয়তের দায়িত্বপ্রাপ্তরা শুধু বক্তৃতা দিয়েই ক্ষান্ত হবে না বরং দেখুন! বাস্তব ক্ষেত্রে কী ঘটছে। আমার বলার কারণ হলো তোমরা যারা ওয়াকফে নও মেয়েরা

রয়েছ, তোমরা এ দাবি নিয়ে দণ্ডায়মান হয়েছ যে, আমরা পৃথিবীর সংশোধন করব। তাই নিজেদের এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন কর যেন তোমাদের দেখে অন্যরা লজ্জা পায়। এখন দেখার বিষয় হলো, তোমাদের মাঝে এমন কতজন আছে যারা (নিজেদের ব্যবহারিক আদর্শের মাধ্যমে) অন্যদের লজ্জিত করবে।"

হুযূর (আই.) বলেন :

"কপটতা থাকা উচিত নয়। এজন্য আমি সদর লাজনাকেও বলে রেখেছি যে, নিঃসন্দেহে (এমন অনেকেই আছে) যারা অনেক শিক্ষিত, অনেক পরিশ্রমী, অনেক কাজ করেছে কিন্তু তারা যদি যথাযথ হিজাব, পর্দা ইত্যাদি না করে তাহলে তাদেরকে লাজনার কোন পর্যায়েই কাজের সুযোগ দিবেন না। আমার মতে আমাদের পৃথক একটি টিম গঠন করতে হবে যারা পর্যবেক্ষণ করবে। আমার মন চায়, ওয়াকফে নও মেয়েদের মধ্য থেকে কিছু মেয়েকে নির্বাচন করে একটি টিম গঠন করি। তোমরা এসে আমাকে জানাবে, 'কে কী করে'। তোমাদের মূল কাজ হলো যুগ-খলীফার সাহায্যকারী হাত হওয়া। তোমরা যদি এমনটি হয়ে যাও, তাহলে আমি মনে করব কমপক্ষে আমরা কানাডা জয় করে ফেলেছি।

অন্য আরেকটি প্রশ্নের উত্তরে হুযূর (আই.) বলেন:

আমি এটি বলি না যে, তোমরা চুপ হয়ে বসে থাক, তোমরা তোমাদের আবেগ প্রকাশ করতে পারবে না; কোথাও যেন এমন হতাশার সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এরও একটি সীমা থাকা দরকার। এই সীমার মধ্যে থেকে যা ইচ্ছে কর। নিজেদের শালীনতাবোধের সুরক্ষা কর। লজ্জাশীলতা সব সময়ই নারীর সম্মান বৃদ্ধি করে থাকে। পূর্বে খ্রিষ্টান মহিলারাও লজ্জাশীলা ছিল, তাদের পোশাকও লম্বা হত, তাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকদের পোশাক আরো সুন্দর হত, লম্বা হাতা থাকত এবং তারা স্কার্ফ পরিধান করত। এরপর ধীরে ধীরে মহিলাদের স্বাধীনতা লাভ হয়েছে। বরং যুক্তরাজ্যের এক খ্রিষ্টান মহিলা একটি প্রবন্ধ লিখেছেন, তাতে তিনি লিখেছেন, যেসব পুরুষ বলে মহিলাদের স্বাধীনতা দাও, তারা আসলে চায়, তাদের পর্দা খুলে ফেল এবং তাদের পোশাক খুলে নাও। এসব পুরুষ আসলে মহিলাদের স্বাধীনতা চায় না বরং তারা নিজেদের কামনা বাসনা চরিতার্থ করতে চায়। সেই মহিলাই লিখেছে যে, মহিলারা এসব পুরুষের হাতে বোকা বনে যায়। অতএব মহিলাদের নিজস্ব এক sanctity বা পবিত্র মর্যাদা রয়েছে। অবশ্যই একজন আহমদী মহিলার একান্ত সতীসাধ্বী হওয়া উচিত– এ দিকে দৃষ্টি রাখবে।

(ওয়াকেফাতে নও ক্লাস, কানাডা, ১১ জুলাই ২০১২;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১২)

জার্মানি সফরকালে ওয়াকফে নও মেয়েদের সাথে এক ক্লাসে হুযূর (আই.) মেয়েদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। একটি মেয়ে প্রশ্ন করে, ফেসবুক সম্পর্কে হুযূর বলেছিলেন, এটি ভালো নয় আর এটি (ব্যবহার করতে) আপনি নিষেধ করেছিলেন। এ সম্পর্কে হুযূর (আই.) বলেন :

"আমি এটি বলি নি যে, এটি ব্যবহার করা থেকে বিরত না হলে তোমরা গুনাহগার হবে বরং আমি বলেছি, এতে উপকারের তুলনায় ক্ষতি বেশি। যেসব ছেলে-মেয়ে বর্তমানে ফেসবুক ব্যবহার করে, (ব্যবহারের এক পর্যায়ে) তারা এমন স্থানে চলে যায় যেখান থেকে পাপের বিস্তার ঘটতে আরম্ভ করে। ছেলেরা (মেয়েদের সাথে) সম্পর্ক গড়ে তোলে। কোন কোন স্থানে মেয়েরা ফাঁদে পড়ে যায় আর তারা ফেসবুকে নিজেদের বেপর্দা ছবি ছেড়ে দেয়। ধরুন ঘরে সাধারণ পরিবেশে আপনি আপনার বান্ধবীকে কোন ছবি পাঠিয়েছেন, পরে সে তা নিজের ফেসবুকে ছেড়ে দিয়েছে আর এভাবে ছড়াতে ছড়াতে এক সময় তা হামবুর্গ থেকে নিউইয়র্ক (আমেরিকা) এবং অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত পৌঁছে যায় আর সেখান থেকে পরে (পরস্পরের মাঝে) যোগাযোগ শুরু হয়ে যায়। এভাবে পুরুষ ও মহিলাদের গ্রুপ গড়ে উঠে এবং পরে ছবি বিকৃতি করে ব্ল্যাকমেইল করে। এভাবে নোংরামির ব্যাপক বিস্তার ঘটে। তাই মন্দ বিষয়াদিতে না জড়ানোই উত্তম। আমার কাজ উপদেশ দেয়া, কেননা পবিত্র কুরআন বলেছে, উপদেশ দিতে থাকো। যারা না মানবে তাদের পাপের বোঝা তারাই বহন করবে। ফেসবুকে তবলীগ করতে চাইলে এতে যুক্ত হোন আর তবলীগ করুন। alislam ওয়েবসাইটে এটি রয়েছে, সেখানে এটি তবলীগের জন্য ব্যবহার হয়। মেয়েরা খুব সহজেই বোকা বনে যায়। যে–ই তোমাদের প্রশংসা করবে, তোমরা তাকে বলবে তোমার চেয়ে ভালো কেউ নেই। পিতামাতা উপদেশ দিলে বলবে, আমরা জার্মানিতে পড়েছি আর আপনারা উঠে এসেছেন কোন গ্রাম থেকে। আল হিকমাতু যাল্লাতুল মু'মিনে অর্থাৎ কোন ভালো কথা তা যেখান থেকে বা যে জায়গা থেকেই পাবেন গ্রহণ করবেন। এদের সব আবিষ্কারই ভালো নয়। যারা কথা মানে না তারা অবশেষে আমাকে কেঁদে কেঁদে চিঠি লিখে যে, আমাদের ভুল হয়ে গেছে, আমাদেরকে অমুক স্থানে ফাঁদে ফেলা হয়েছে। ফেসবুকের নির্মাতা নিজেই বলেছে, আমি ফেসবুক বানিয়েছি প্রতিটি মানুষকে নগ্নকরে জগতের সামনে উপস্থাপনের জন্য। কোন আহমদী মেয়ে কি নগ্ন হতে চাইবে? এখন যে মানতে না চায়, সে না মানুক।"

(ওয়াকেফাতে নও ক্লাস, জার্মানি, ৮ অক্টোবর ২০১১;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৬ জানুয়ারি ২০১২)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর নরওয়ে ও হল্যান্ড সফরকালে মসজিদ বাইতুন নূর, নুনস্পিটে ওয়াকফে নও মেয়েদের সাথে একটি ক্লাস হয়। সেই ক্লাসে একটি মেয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করে শোনায়, যার বিষয়বস্তু ছিল "শালীনতা ও সতীত্ব হলো আহমদী মেয়ের পরিচিতি ও প্রকৃত মর্যাদা।"

এরপর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

পর্দা সম্পর্কে আপনি খুব ভালো প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন, কিন্তু শুধু ভালো প্রবন্ধ উপস্থাপন করলেই পর্দা হয়ে যায় না। পর্দার সমস্যা সমগ্র পৃথিবীতেই রয়েছে, ইউরোপে রয়েছে বিশেষভাবে। এক সময় পর্দার ক্ষেত্রে নরওয়ে সম্পর্কে অনেক বেশি অভিযোগ আসতো। এজন্য হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) নরওয়েতে একটি কড়া খুতবা প্রদান করেছিলেন। আমিও আমার খুতবায় সেটির উদাহরণ দিয়েছিলাম এবং সেটির উল্লেখ করেছিলাম, কেননা আমার কোন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নেই কিন্তু তখনকার কথা থেকে অনুমান করেছিলাম যে, পর্দা সম্পর্কে তেমন সতর্কতা অবলম্বন করা হয় না। একবার এক ওয়াকফে নও মেয়ে লন্ডনে আমার সাথে সাক্ষাতের জন্য আসে। সে যে পর্দা করেছিল তাতে তার কোটের হাতা ছিল কনুই পর্যন্ত। এমন পর্দার উপকারী কোন দিক নেই। ওয়াকফে নও মেয়েরা বড় হওয়ার পর তাদের পর্দা বা পোশাক তেমনই হওয়া উচিত যেমনটি প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে। লজ্জা বা শালীনতাবোধ আবশ্যক আর লজ্জাবোধ থাকলে ভবিষ্যতে পর্দা করার চেতনাবোধও সৃষ্টি হবে।"

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"সেই মেয়ে, সাক্ষাতের জন্য যে এসেছিল আমি তাকে একথাও জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, তুমি মাথায় ওড়না বা চাদর পর কিনা, স্কার্ফ নাও কিনা? সে একটি পাতলা চুন্নি বা স্কার্ফ মাথায় পরে রেখেছিল, এছাড়া আর কিছুই ছিল না। কিন্তু সে অবশ্য অঙ্গীকার করে যে, ভবিষ্যতে সে পর্দা করবে আর পরে আমি শুনেছি, সে এখন পর্দা করে। অতএব ওয়াকফে নও মেয়েদের মাঝে পর্দার এই চেতনাবোধ জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত আমরা এটা করব, ওটা করব মর্মে যত বড় বড় দাবিই করা হোক বা যত নযমই পড়া হোক না কেন তাতে কোন লাভ হবে না।"

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"এখন এখানে (অর্থাৎ নরওয়েতে) মুলাকাত হচ্ছে, তাদের (অর্থাৎ মহিলাদের) মাঝে আমি লক্ষ্য করছি এমন কিছু মহিলা সাক্ষাতের জন্য আসছে, আমার ধারণা, তাদের নেকাব দীর্ঘকাল পর বের করা হয়েছে। ছয় বছর আগে ২০০৫ সালে

এখানে মুলাকাত হয়েছিল। তাই সাক্ষাতের জন্য ৬ বছর পর এ নেকাব বের হবে এটি ঠিক নয়, বরং প্রতিদিনই বের হওয়া উচিত আর এ দৃষ্টান্ত ওয়াকফে নও মেয়েদেরকেই স্থাপন করতে হবে।"

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"যেভাবে আমি বলেছি, ওয়াকফে নও মেয়েদেরকেই এ দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। কাজেই আপনারা এটি মনে করবেন না যে, আপনারা ছোট। সম্প্রতি আমি জার্মানিতে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমায় তাদেরকে এটিই বলেছিলাম যে, তারা যদি মনে করে, বড়রা নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করছে না এবং ইসলামী শিক্ষা মেনে চলছে না আর সঠিকভাবে জামা'তের সেবাও করছে না তাহলে যুবকরাই এগিয়ে আসুন।"

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"লাজনা ও নাসেরাতের সংগঠনও এ জন্যই গঠন করা হয়েছিল এবং এ জন্যই ওয়াকফে নও মেয়েদের পক্ষ থেকে ওয়াকফের আবেদন গ্রহণ করা হচ্ছে। ওয়াকফে নও মেয়েরা সেভাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে না, যেভাবে আমাদের সেসব মুবাল্লেগ পারে, যাদেরকে রীতিমত প্রশিক্ষণ দিয়ে মুবাল্লেগ হিসেবে নিয়োগ দিয়ে প্রেরণ করা হয় আর যেখানে একজন মহিলা একা যেতে পারে না, সেখানে শুধুমাত্র পুরুষরাই যেতে পারে।"

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"অতএব ওয়াকফে নও যেসব মেয়ে আছে তাদেরকে মহিলাদের মাঝে, যুবতী মেয়ে এবং স্বল্পবয়স্কা মেয়েদের মাঝে নিজেদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমার ধারণা, এখানে দু-একজন ছাড়া অন্য মেয়েরা সবাই দশোর্ধ হবে।"

হুযূর আনোয়ার (আই.) আরো বলেন:

"দশ বছর বয়ঃসীমা এমন একটি বয়স, যা ইসলামের শিক্ষা অনুসারে পরিণত (বা বোধবুদ্ধির) বয়স আর যে বয়সে নামায পড়া আবশ্যক করে দেয়া হয়েছে। নামায এমন একটি ইবাদত, যা খোদার দরবারে প্রতিদিন পাঁচবার পড়তে হয় আর এই ইবাদতকে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.) দশ বছর বয়সে পালন করা আবশ্যিক করে দিয়েছেন। অতএব এর অর্থ হলো, এই বয়সে তোমাদের প্রত্যেক কর্মে এক পরিবর্তন আসা উচিত।"

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

মেয়েরা বলে, আমরা তো এখনো ছোট, কারণ আমাদের বয়স মাত্র এগারো-বারো বছর। বড় হওয়ার পর আমরা স্কার্ফ নেবো বা কোট পরিধান করব। ১০ বছর পর্যন্ত যদি এই চেতনা সৃষ্টি না হয়ে থাকে, তাহলে বড় হয়েও তা সৃষ্টি হবে না। এজন্য স্মরণ রাখবে যে, ওয়াকফে নও মেয়েদেরকে অন্যদের জন্য সর্বদা অনুকরণীয় আদর্শ হতে হবে আর নিজেদের (অর্থাৎ আহমদীদের) জন্য ও নিজেদের জাতির জন্যে আদর্শ হতে হবে।"

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, এই প্রত্যয়ও ব্যক্ত করা হয়েছে যে, নিজেদের লোক এবং জাতির লোকদেরকে তবলীগ করবো আর নরওয়ের উত্তরে ওই পর্যন্ত যাবো যেখানে ২০০৮ সনে পতাকা ওড়ানো হয়েছিল। একটি পতাকা উড়ালে, একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করলে অথবা এক ব্যক্তিকে পবিত্র কুরআন উপহার দেয়ার মাধ্যমে বিপ্লব সাধিত হয় না, বরং পরবর্তীতে এর ধারাবাহিকতাও রক্ষা করা চাই। যথারীতি এর পিছনে লেগে থেকে দেখতে হবে যে, আমরা যে কাজ আরম্ভ করেছি তাকে কতটা উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে পেরেছি।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, অতএব একটি বক্তব্য বা ভাষণের মাধ্যমে পর্দা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না আর হবেও না, যতক্ষণ না প্রত্যেকের অন্তরে এই অনুভূতি সৃষ্টি হবে যে, আমরা যেসব কথা শুনেছি তা মেনে চলবো।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"টেলিভিশনে কোন ভালো নাটক থাকলে দেখ, কিন্তু তাতে যেন কোন নগ্নতা না থাকে। তবে রাতে ঘুমানোর পূর্বে টেলিভিশনে নাটক দেখে বা ইন্টারনেটে দীর্ঘ সময় নষ্ট করার পরিবর্তে সময়মত ঘুমানোর অভ্যাস করুন, যেন নামাযের সময় উঠতে পারেন। এছাড়া ঘুমানোর পূর্বে এভাবে আত্মবিশ্লেষণ করুন যে, আজ সারা দিনে আমরা কী কী কাজ করেছি এবং সে সব কাজ কী করেছি, যা একজন ওয়াকফে নও মেয়ের করা আবশ্যক? নামায পড়া ফরয। প্রশ্ন হলো আমরা নামায পড়েছি কি? পবিত্র কুরআন পাঠেরও আদেশ রয়েছে, আমরা কুরআন কি পড়েছি? সাথে সাথে এটিও দেখতে হবে যে, পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত কোন আদেশ সম্পর্কে আমরা প্রণিধান করেছি কি? আর তাতে বর্ণিত শিক্ষা ও তত্ত্ব উদ্ঘাটন করেছি কি?"

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"ভবিষ্যতে আপনাদেরকে পড়াতে হবে, অন্যদেরকে তরবিয়ত করতে হবে। কেবল এটি নয় যে একজন ওয়াকফে নও মেয়ে ডাক্তার বা শিক্ষক হবে বা আর

কিছু না হলে সামান্য পড়াশোনা করে বিয়ে করে স্বগৃহে চলে যাবে! বরং প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনাদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। সুতরাং এসব আদর্শ অনুসন্ধানের প্রয়োজন রয়েছে আর এটি ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব হবে না, যতক্ষণ না আপনারা ঘুমানোর পূর্বে আত্ম-জিজ্ঞাসা করবেন।"

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

অন্য কেউ যদি আপনার ওপর সমীক্ষা চালায়, সেক্ষেত্রে মিথ্যা বলা সম্ভব; কিন্তু নিজেই যখন নিজের অবস্থা খতিয়ে দেখবেন, তখন মিথ্যা বলতে পারবেন না। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'আমি তোমাদের দেখছি'– এ কথা দৃষ্টিপটে রেখে যখন আত্মবিশ্লেষণ করবেন, তখন আপনি তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে সততার ভিত্তিতে আত্মবিশ্লেষণ করবেন। কেননা, না নিজেকে প্রতারিত করা যায় আর না আল্লাহ্ তা'লাকে।"

(ওয়াকেফাতে নও ক্লাস, নরওয়ে, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১১;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২ ডিসেম্বর ২০১১)

জার্মানি সফরকালে হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর সাথে পনের বয়সোর্ধ্ব ওয়াকফে নও মেয়েদের একটি ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়, যাতে ওয়াকফে নও মেয়েদের উদ্দেশ্যে মূল্যবান উপদেশ দিয়ে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা পর্দার গুরুত্বের বিষয়টি বিশেষভাবে স্পষ্ট করেছেন। মহিলা, যুবতী ও কিশোরীদের মাঝে অনেক সময় এ ভুল ধারণাবশত প্রশ্ন জাগে যে, পর্দার আদেশ শুধু আমাদেরকেই কেন দেয়া হয়েছে? পুরুষদের জন্যও পর্দার কোন আদেশ থাকা বাঞ্ছনীয়। অথচ পর্দার আদেশ আল্লাহ্ তা'লা যেখানে দিয়েছেন, সেখানে প্রথমে দৃষ্টি অবনত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন, অর্থাৎ নিজেদের দৃষ্টি অবনত রাখো, যাতে তোমাদের লজ্জাশীলতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এর পূর্ববর্তী আয়াতে পুরুষদেরকে আল্লাহ্ তা'লা নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তোমাদের দৃষ্টি অবনত রেখো, অযথা ডানে-বামে তাকিয়ে বেড়াবে না। নারীদের প্রতি চোখ তুলে তাকাবে না। প্রথমে নির্দেশ দেয়া হয়েছে পুরুষকে আর পরে দেয়া হয়েছে নারীদেরকে যে, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। পরবর্তীতে এর ব্যাখ্যায় রয়েছে যে, নিজেদের মাথা ঢেকে রাখ, নিজেদের দেহের যেসব অঙ্গের পর্দা করা প্রয়োজন এবং যেগুলোকে পুরুষ থেকে আড়াল করা আবশ্যক, সেগুলো ঢেকে রাখো। বাহিরে এমন সৌন্দর্য প্রকাশ করো না, যা তোমরা নিজ পিতামাতা, ভাই ও নিকটাত্মীয়দের সামনে প্রকাশ করে থাক। অতএব পিতা, ভাই ও নিকটাত্মীয়দের সামনে তো শুধু মুখমণ্ডলই খোলা

থাকে, অন্যান্য গোপনাঙ্গ তো প্রকাশ হয় না। হাত দেখা যায় অথবা মাথায় ওড়না না থাকলেও কোন সমস্যা নেই, মুখমণ্ডলও দেখা যায়। কিন্তু মানুষ পিতা ও ভাইয়ের সামনে দেহের বাকি অংশ কোনক্রমেই প্রকাশ করে না। বিবেকবান প্রত্যেক মানুষই এরূপ করে থাকে। এছাড়া বাইরে যাওয়ার সময় তোমাদের পর্দা এর চেয়েও বেশি হওয়া আবশ্যক; এই হলো আদেশ।"

ওয়াকফে নও মেয়েদেরকে উপদেশ দিতে গিয়ে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"ওয়াকফে নও মেয়েদের এ বিষয়টি দৃষ্টিপটে রাখা উচিত যে, প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনাদেরকে রোলমডেল বা অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হতে হবে, আদর্শ হতে হবে। অতএব এ সমাজ, যেখানে পর্দা নিয়ে অনেক হইচই হয়, সেখানে পর্দা করা অব্যাহত রাখতে হবে আর একই সাথে লজ্জাশীলতার দিকটিও যেন সামনে থাকে। শুধু হিজাব পরিধান করলেই পর্দা হয়ে যায় না যতক্ষণ পর্যন্ত না লজ্জাশীলতা সৃষ্টি হবে এবং নারী-পুরুষ ও ছেলেমেয়েদের পারস্পরিক মেলামেশার বিষয়ে ব্যবধান বজায় থাকবে। একটি অন্তরায় বা দূরত্ব অবশ্যই থাকতে হবে। কোন মেয়ের দিকে খারাপ দৃষ্টিতে তাকানোর সাহস যেন কারো না হয়। ওয়াকফে নও মেয়েদের অনুসৃত আদর্শই পরবর্তীতে অন্যদের সংশোধনের কারণ হবে। অতএব সর্বদা স্মরণ রাখবেন! আপনাদের পর্দা কুরআনী নির্দেশসম্মত হওয়া বাঞ্ছনীয় অর্থাৎ মহিলা বা মেয়েরা বাইরে গেলে তাদের কোন ধরনের রূপ-লাবন্য ও সৌন্দর্য যেন অন্যদের দৃষ্টিগোচর না হয়। মাথা আবৃত থাকবে, চুল ঢেকে রাখতে হবে, মুখমণ্ডলেরও পর্দা করতে হবে। নাক পুরোপুরি ঢেকে রেখেই চলতে হবে, এটি আবশ্যক নয়। মেকআপ করা না থাকলে চিবুক, মাথা ও চুলের পর্দা করলেই চলবে। কিন্তু মেকআপ করা থাকলে অবশ্যই মুখমণ্ডল ঢাকতে হবে। কিছু মেয়ে পাকিস্তান থেকে এখানে এসে স্কার্ফ পরা আরম্ভ করে দেয় অথচ সেখান থেকে তারা নেকাব ও বোরকা পরে আসে। অতএব এটি এক ভুল পন্থা। উন্নত মানের পর্দা যে করছে, তার এ মান ধরে রাখা উচিত। ভালো থেকে মন্দের দিকে যাওয়া উচিত নয়, অর্থাৎ অধঃপতন হওয়া উচিত নয়, বরং মানোন্নয়ন হওয়া উচিত। আফ্রিকায় ছেলেদের মাঝে একটি অনুষ্ঠান চলছিল। সেখানে মানুষ পৌত্তলিক, নাস্তিক ও খ্রিষ্টানদের মাঝ থেকে মুসলমান হয়ে থাকে, তাই তাদের পর্দার মান একেবারেই নেই। তাদের জন্য পোশাক পরিধান করা বা নিজেদেরকে ঢেকে রাখাই অনেক বড় পর্দা। তাদের মধ্য থেকে যারা আধ্যাত্মিকভাবে উন্নতি করে, তারা বোরকাও পরিধান করে। অতএব উত্তম এক মু'মিন মহিলা বা মেয়ের মান ঊর্ধ্বমুখী হওয়া উচিত। ওয়াকফে নও মেয়েদেরকে সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, তারা অন্যদের জন্য আদর্শ। আপনাদের প্রতি অন্যান্য মেয়ে ও মহিলাদের দৃষ্টি থাকে। আপনারা

যদি নিজেরা আদর্শ না হন তাহলে কোন লাভ হবে না। একথা বলা যে, পদাধিকারী মহিলা বা তাদের মেয়েরা জিন্স পরে, এই করে, সেই করে! আপনাদের কেউ যদি জিন্স বা স্কিনটাইট জিন্স পরিধান করে তাহলে স্মরণ রাখবেন, এধরনের পোশাক বা জিন্স পরতে কোন বাধা নেই। তবে কেউ যদি এমন পোশাক পরিধান করে যা আঁটসাঁট আর যার ফলে দেহের অংশবিশেষ বা কোন অঙ্গ প্রকাশ পায় তাহলে তা নিষিদ্ধ। উপমহাদেশে চোস পাজামা বা চুড়িদার পাজামা পরার রীতি রয়েছে, কিন্তু বাইরে যাওয়ার সময় বোরকা পরিধান করা হয় বা লম্বা কোট পরা হয় অথবা নিদেনপক্ষে এমন চাদর পরিধান করা উচিত, যা দ্বারা হাঁটু পর্যন্ত আবৃত থাকে। জিন্সের সাথে যদি লম্বা কামিজ পরা হয়, তাহলে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু জিন্সের সাথে ছোট ব্লাউজ বা টপস্ পরার পর মাথায় যদি কেবল স্কার্ফ জড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়েন, তাহলে এটি হবে নিরর্থক কাজ। কারণ, আপনি মাথার পর্দা করলেন ঠিকই অথচ দেহের পর্দা করলেন না। আসল উদ্দেশ্য হলো শালীনতা বজায় রাখা। শালীনতার মান ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়া আবশ্যক। এটিই মূল বিষয় আর নারীর যে পবিত্র মর্যাদা, তা এতেই নিহিত।

কিছুদিন পূর্বে অ-আহমদী মুসলমানদের একটি অনুষ্ঠান টিভিতে সম্প্রচারিত হচ্ছিল। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন এমনকিছু মহিলা বলেন, নিজেদেরকে আবৃত করে আমরা বেশি নিরাপত্তা বোধ করি। সে অনুষ্ঠানে একজন খ্রিষ্টান ইংরেজ মহিলারও বিবৃতি ছিল। তিনি বলেন, পুরুষরা যে 'পর্দা পর্দা' বলে ধুঁয়ো তোলে আর বলে, আমরা নারীদেরকে স্বাধীনতা প্রদান করছি; আমি মনে করি, পাশ্চাত্যে মেয়েদের মধ্যে যে পর্দা ছাড়ানো হচ্ছে তা নারীর স্বাধীনতার জন্য নয়, বরং পুরুষরা নিজেদের বিলাসিতা এবং চোখের ক্ষুধা মেটানোর জন্য করছে। এই মহিলা মুসলমান ছিলেন না, বরং ছিলেন একজন খ্রিষ্টান সাংবাদিক। কাজেই সর্বদা স্মরণ রাখবেন, নারীদের একটি পবিত্র মর্যাদা রয়েছে আর সেই পবিত্র মর্যাদার সুরক্ষা করতে হবে। সব বিষয়ে, সকল ক্ষেত্রে এই পবিত্র মর্যাদা ধরে রাখার অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হতে হবে ওয়াকফে নও মেয়েদের।

বর্তমানে পর্দা যেহেতু একটি ইস্যু, তাই আমি এ বিষয়টি উঠিয়েছি। ইবাদত-বন্দেগীসহ সকল ক্ষেত্রে আপনাদের মান উন্নত হতে হবে। অন্যান্য বিধিনিষেধ পালনের ক্ষেত্রেও আপনাদের মান উন্নত হওয়া উচিত। যেভাবে আমি বলেছি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এটিও লিখেছেন যে, যে ব্যক্তি কুরআনের সাত শত নির্দেশ পালন করে না, সে আমার জামা'তভুক্ত নয়। কাজেই অনুসন্ধান করা আপনাদের দায়িত্ব, যাতে করে যেসব পরিবেশ বা স্থানে আপনারা বাস করেন,

সেখানকার অন্যান্য আহমদী মেয়ে ও মহিলাদের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়। এ বিষয়ে ভাবুন! যদি এটি হয়ে যায়, তাহলে ইনশাআল্লাহু তা'লা আপনারা কিন্তু বিপ্লব ঘটাবেন।" *(ওয়াকেফাতে নও ক্লাস, জার্মানি, ১৯ জুন ২০১১; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১২ আগস্ট ২০১১)*

জার্মানির হামবুর্গস্থ বায়তুর রশীদ মসজিদে ওয়াকফে নও মেয়েদের হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর সাথে একটি ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। সেই ক্লাসে ওয়াকফে নও মেয়েদেরকে মূল্যবান উপদেশাবলীতে ধন্য করে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"প্রত্যেক আহমদী ওয়াকফে নও মেয়ের রয়েছে এক বিশেষ মর্যাদা। নিজের মান-মর্যাদার প্রতি দৃষ্টি রেখে তাকে সেভাবে ফ্যাশান বা সাজসজ্জা করা উচিত যা পর্দার শর্তাবলী পূর্ণ করে। ইদানিং গোড়ালির উপরে সেলওয়ার পরার যে ফ্যাশন চলছে তাও ঠিক নয়।"

সহপাঠি ছেলেদের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করতে গিয়ে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"পড়াশোনার বিষয়ে যদি কোন সময় কিছু জিজ্ঞেস করতে হয় তা করতে পারেন এবং ক্লাশের ডিসকাশন বা আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু এর বাইরে কোন ধরনের সম্পর্ক রাখবেন না। প্রথমে পড়াশোনা নিয়ে আলোচনা করলেন আর পরে তাদের সাথে বিভিন্ন উপলক্ষ্য যেমন– পিকনিক বা এ ধরনের অনুষ্ঠানে যাওয়া আরম্ভ করলেন– এমনটি যেন না হয়। এটি পুরোপুরি নিষিদ্ধ।"

(ওয়াকেফাতে নও ক্লাস, বায়তুর রশীদ, হামবুর্গ, জার্মানি, ১৪ আগস্ট ২০০৮; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১২ সেপ্টেম্বর ২০০৮)

জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্টস্থ বায়তুস্ সাবুহ মসজিদে ওয়াকফে নও মেয়েদের ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্লাসে হুযূর (আই.) মেয়েদেরকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ প্রদান করেন।

হুযূর (আই.) বলেন,

"সাধারণ মেয়েদের চেয়ে একজন ওয়াকফে নও মেয়ের স্বতন্ত্র এক মর্যাদা রয়েছে। তাকে সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, নিজেকে সকল প্রকার পাপ ও বাজে কার্যকলাপ থেকে বিরত রাখতে হবে এবং খোদা তা'লার নির্দেশাবলী মেনে চলতে হবে। আজকে তোমরা যেভাবে মাথা ঢেকে বসে আছো, তা যেন কপটতা না হয়। বাইরে যাও, বাজারে যাও, শপিং করতে যাও কিংবা বেড়াতে যাও, যারা বড় হয়ে গিয়েছ তাদের মাথায় স্কার্ফ, হিজাব অথবা ওড়না থাকতে হবে। কারণ, তোমাদের আদর্শ অন্যদের কাজে আসবে। তোমরা হলে জামা'তের মেয়েদের শ্রেষ্ঠাংশ, তাই

নিজেদের এ মর্যাদার কথা স্মরণ রাখবে। তোমাদের নিজেদের একটি পদমর্যাদা রয়েছে, তা স্মরণ রাখবে এবং সর্বদা এর রক্ষণাবেক্ষণ করবে। প্রত্যেক আহমদী মেয়ের নিজস্ব এক পবিত্র মর্যাদা রয়েছে, বিশেষ এক পবিত্রতা রয়েছে, এর প্রতি যত্নবান হতে হবে। ওয়াকফে নও মেয়েদের নিজেদের সম্পর্কে সবচেয়ে সচেতন ও সজাগ থাকতে হবে।... নিয়মিত নামায পড়া, কুরআন পাঠ করা এবং সে অনুসারে জীবনযাপনে অভ্যস্ত হওয়া আর সব ধরনের অনাবশ্যক কাজ বর্জন করা আবশ্যক। মাঝে বাড়তি সাজসজ্জা বা ফ্যাশনও বাজে কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত, একথা আমি হামবুর্গেও বলেছিলাম আর এখানেও বলছি। উদাহরণস্বরূপ মেয়েরা, যারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে গেছে, তারা পর্দা করার উদ্দেশ্যে কোট পরিধান করে থাকে। তাদের কোট এমন হওয়া উচিত নয় যা গায়ের সাথে সেঁটে থাকবে, বরং কিছুটা ঢিলেঢালা হওয়া উচিত। 'হাতা' যেন কবজি পর্যন্ত লম্বা থাকে। তখন বোঝা যাবে যে, অন্যদের চেয়ে তোমরা সত্যিই স্বতন্ত্র। এসব বিষয়ের প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখবে এবং নিজেদের পড়াশোনার প্রতি মনোযোগী হবে"।

(ওয়াকেফাতে নও ক্লাস, জার্মানি, ২০ আগস্ট ২০০৮;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১০ অক্টোবর ২০০৮)

ফ্রান্স সফরকালে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পর্দার বিষয়ে যত্নবান হওয়া প্রসঙ্গে ওয়াকফে নও মেয়েদের একটি ক্লাসে মূল্যবান উপদেশ দিতে গিয়ে হুযূর (আই.) বলেন,

"যেসব মেয়ে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত, তাদের সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, প্রধানত প্রত্যেক আহমদী মেয়েকে এমনিতেই নিজেদের পবিত্র মর্যাদা বজায় রাখা উচিত এবং এই চেতনা জাগ্রত থাকা উচিত যে, আমরা আহমদী আর আমরা অন্যদের থেকে ভিন্ন। কিন্তু যারা ওয়াকফে নও মেয়ে, তাদেরকে নিজেদের পবিত্রতা বজায় রাখা ও নিজেদের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার বিষয়ে সাধারণ আহমদী মেয়েদের তুলনায় অধিকতর সচেতন হতে হবে। কেননা, ভবিষ্যতে তাদেরকে জামা'তের কাজও করতে হবে আর তরবিয়তও করতে হবে। তাই এ পরিবেশে সদা চিন্তাভাবনা করে বাজারে যাও, মাথায় স্কার্ফ বা হিজাব পরে যাও, মানুষ এটিকে বাঁকা চোখে দেখুক বা না দেখুক। তিনি বলেন, প্রাইভেট স্কুলও আছে যেখানে এ ধরনের বাধ্যবাধকতা নেই। যারা প্রাইভেট স্কুলের খরচ বহন করতে সক্ষম, তারা সেখানে যেতে পারে। স্কুলে সমস্যা থাকলে সেখানে পৌঁছার পর স্কার্ফ খুলে রাখা যেতে পারে কিন্তু এর বাইরে নয়। স্কুল থেকে বের হওয়ার পর স্কার্ফ বা হিজাব পরে নেবে"।

(ওয়াকেফাতে নও ক্লাস, ফ্রান্স, ১০ অক্টোবর ২০০৮;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৪ নভেম্বর ২০০৮)

একইভাবে, অপর এক উপলক্ষে ওয়াকফে নও মেয়েদেরকে হুযূর (আই.) বলেন:

"আদর্শ হওয়ার জন্য তোমাদের ধর্মীয় জ্ঞান থাকা, নামাযের প্রতি মনোযোগ থাকা, দৈনিক কুরআন পাঠ করা এবং হিজাব বা স্কার্ফ অথবা যথারীতি পর্দা পালন করা আবশ্যক। হিজাব পরে মুখ খোলা রাখলে মেকআপ থাকা উচিত নয়। মেকআপ করা থাকলে মুখ ঢাকতে হবে। কাজেই এসব কথা সর্বদা স্মরণ রাখবে"।

(ওয়াকেফাতে নও ক্লাস, বায়তুর রশীদ, জার্মানি, ০৮ অক্টোবর ২০১১;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৬ জানুয়ারি ২০১২)

ইউরোপীয় দেশগুলোয় সফল সফরের বরাতে খুতবা জুমুআয় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) জামা'তের সদস্যদেরকে তরবিয়তি বা শিক্ষামূলক বিষয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপদেশাবলী প্রদান করেন। হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"নরওয়ে ইউরোপের সেসব দেশের একটি, যেখানে মোটের ওপর তরবিয়তের প্রতি মনোযোগ দেয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। জাগতিকতার প্রতি মোহ রয়েছে ঠিকই, কিন্তু এবার সেখানকার নারী-পুরুষ এবং ছেলেমেয়েদের বোঝানোর পর তাদের চোখে আমি লজ্জাবোধ ও অনুতাপ লক্ষ্য করেছি। তাদের মাঝে এই দৃঢ়-প্রত্যয় ও সংকল্প পরিদৃষ্ট হয়েছে যে, 'অবশ্যই আমরা আমাদের দুর্বলতা দূর করব।' বিশেষভাবে ওয়াকফে নও ছেলেমেয়েদেরকে তাদের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে যখন আমি তাদের ক্লাসে বোঝালাম, তখন ওয়াকফে নও মেয়েরা অত্যন্ত দৃঢ়সংকল্প ব্যক্ত করেছে এবং এ অঙ্গীকার করেছে যে, তারা তাদের অবস্থা পরিবর্তন করবে বরং তাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থায়ও পরিবর্তন আনবে আর এ বিষয়ে তারা অনুশোচনা প্রকাশ করেছে অর্থাৎ পর্দা, পোশাক এবং একজন আহমদী মেয়ের আত্মমর্যাদাবোধের বহিঃপ্রকাশের ক্ষেত্রে তাদের যে ঘাটতি ও দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে তা তারা কেবল দূরই করবে না, বরং নিজেদের চারপাশে, জামা'তের পরিবেশে এবং বাইরের পরিবেশেও অনুকরণীয় এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে দেখাবে। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে এই সামর্থ্য দান করুন এবং বিশ্বের প্রত্যেক আহমদী ছেলেমেয়েকেও সামর্থ্য দিন, যেন তারা আহমদীয়াতের সঠিক আদর্শ হয়ে উঠতে পারে। কেননা, আমাদের মেয়ে এবং মহিলাদের সংশোধন যদি হয়ে যায়, তাহলে ভবিষ্যত প্রজন্মের সংশোধনেরও নিশ্চয়তা লাভ হয় আর আল্লাহ্ তা'লাও তাদেরকে আশিসমণ্ডিত করেন। যাহোক, গত পাঁচ বছরে নরওয়ে জামা'তে কোন কোন ক্ষেত্রে আমি অনেক বেশি উন্নতি লক্ষ্য করেছি।"

(খুতবা জুমুআ, ২১ অক্টোবর ২০১১, বায়তুল ফতুহ্, লন্ডন;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১১ নভেম্বর ২০১১)

ওয়াকফে নও মেয়েদের আদর্শ হোন মায়েরা

ওয়াকফে নও মেয়েদের ইজতেমাগুলোতে প্রদত্ত ভাষণে হুযূর আনোয়ার (আই.) মেয়েদের পাশাপাশি তরবিয়ত বা শিক্ষামূলক দায়িত্বের প্রতি তাদের মায়েদের দৃষ্টিও আকর্ষণ করেন আর মূল্যবান এসব উপদেশ প্রদান করতে গিয়ে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

যেমন হুযূর আনোয়ার (আই.) মূল্যবান উপদেশ প্রদান করতে গিয়ে একবার বলেন,

"এখানে কয়েকজন খুব স্বল্পবয়স্ক মেয়েও আমার সামনে বসে আছে, যাদের বয়স সম্ভবত বারো বছরেরও কম হবে। তাদেরও স্মরণ রাখা উচিত যে, প্রতিটি আহমদী মেয়ের জন্য নিজের শালীনতাবোধ বজায় রাখা আবশ্যক। কোন শিশু আট-নয় কিংবা দশ বছর বয়সের হলেও নিজের পোশাকের ক্ষেত্রে শালীনতার প্রতি তার বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। তাদের মায়েরাও অঙ্গীকার করে রেখেছেন যে, তারা হবে ওয়াকফে নও তাহরীকের অন্তর্ভুক্ত। তাদের উচিত, এসব মেয়ের হৃদয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি দৃঢ়ভাবে গ্রথিত করে দেয়া যে, আত্মসম্ভ্রম ও শালীনতার দাবির নিরিখেই সবর্দা তাদেরকে পোশাক পরিধান করতে হবে। পোশাক পরিধানের ক্ষেত্রে মোটের উপর সকল আহমদী মেয়েরই আত্মসম্ভ্রম ও শালীনতার বিষয়টি স্মরণ রাখা প্রয়োজন। কিন্তু ওয়াকফে নও মেয়েদের মাঝে এর পরিপূর্ণ উপলব্ধি থাকা আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অল্প বয়সেই তাদের মাঝে এ উপলব্ধি সৃষ্টি করা হলে বড় হওয়ার পর পর্দা অবলম্বনের ক্ষেত্রে তারা কোন ধরণের দ্বিধাদ্বন্দ্ব কিংবা হীনম্মন্যতায় ভুগে না।

আট, নয় কিংবা দশ বছরের মেয়েদেরও সঠিক ও শালীন পোশাক পড়া উচিত বা ফ্যাশন অবলম্বন করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় স্বল্পবয়স্ক আহমদী মেয়েরাও অনেক বুদ্ধিমতি হয়ে থাকে। এজন্য তাদেরও ধর্মীয় জ্ঞান লাভ করা উচিত এবং নিজেদের মেধার যথাযথ ও ইতিবাচক ব্যবহার করা উচিত। ছোট একজন মেয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, তার পিতামাতা তাকে যেসব ভালো কথা বলেন, সেগুলো মনোযোগ দিয়ে শোনা এবং মেনে চলার চেষ্টা করা।

মায়েদেরকে সম্বোধন করে হুযূর আনোয়ার (আই.) বিশেষভাবে বলেন:

"এখানে কিছু সংখ্যক মায়েরাও উপস্থিত আছেন, তাদেরকে আমি কিছু দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। আপনাদের সন্তানেরা কেবল তখনই ভালো কিছু শিখবে, যখন আপনারা নিজেরা তাদের সামনে উত্তম দৃষ্টান্ত উপস্থাপন

করবেন। কাজেই পুণ্যকর্ম করা এবং নিজেদের ঘরগুলোকে উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও পুণ্যে সুসজ্জিত করা আপনাদের জন্য আবশ্যক।

পরিশেষে আমার প্রত্যাশা, ওয়াকফে নও তাহরীকে অন্তর্ভুক্ত সকল সদস্যা সেসব প্রত্যাশা পূরণ করতে সক্ষম হবে, যা ইসলাম ও জামা'তের সেবার মানসে তাদের জীবন উৎসর্গ করার সময় তাদের পিতামাতা তাদের প্রতি রেখেছিলেন। আমি দোয়া করি, আপনারা সবাই সেসব মহান মূল্যবোধে সজ্জিত হোন, যার প্রত্যাশা জামা'ত আপনাদের কাছে রাখে এবং যুগ–খলীফাও আপনাদের কাছে রাখেন। আল্লাহ্ তা'লার কাছে আমার প্রত্যাশা যে, আশিষময় এই তাহরীকে অন্তর্ভুক্ত সকল সদস্যা সেই মহান উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সক্ষম হবে, যার জন্য তাদের পিতামাতারা তাদেরকে ওয়াকফ করেছিলেন। খোদার কাছে দোয়া থাকবে, তারা যেন তাদের সারাটি জীবন রসূলে করীম হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-এর অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষার আলোকে অতিবাহিত করতে সক্ষম হয়। তাহরীকে ওয়াকফে নও-এ অন্তর্ভুক্ত সকল সদস্যাকে মহান আল্লাহ্ সব ধরণের আশিষ ও কল্যাণে ভূষিত করুন।

(ন্যাশনাল ওয়াকেফাতে নও ইজতেমা, যুক্তরাজ্যের ভাষণ, লন্ডন, ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০১৬; ওয়াকফে নও সাময়িকী: মরিয়ম, এপ্রিল-জুন ২০১৬)

মুরব্বী ও তাদের স্ত্রীদের প্রতি পর্দা করার দিকনির্দেশনা

সম্মানিত মুরব্বী ও তাদের স্ত্রীদেরকে জামা'তের সদস্যদের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত ও উত্তম আদর্শ স্থাপনের উপদেশ প্রদান করে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"অনুরূপভাবে আরেকটি কথা আমি মুরব্বী ও তাদের স্ত্রীদের উদ্দেশ্যে বলব আর তা হলো– তারা যেন তাদের পোশাক-আশাক এবং দৃষ্টিক্ষেপ বা এদিক-সেদিক তাকানোর ক্ষেত্রে অনেক বেশি সাবধান থাকেন। তাদের আদর্শ কেমন, তার ওপর জামা'তের লোকদের দৃষ্টি থাকে। মুরব্বী ও মুবাল্লেগের স্ত্রীরাও মুরব্বী হয়ে থাকেন এবং তাদেরও উচিত প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নত দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা। আমাদের মুরব্বী ও তাদের স্ত্রীদেরকে আল্লাহ্ তা'লা শালীনতার উচ্চ মান প্রতিষ্ঠা করার তৌফীক দান করুন এবং আমরা সবাই যেন ইসলামের বিধিনিষেধ সর্বোতভাবে অনুসরণ করি।

(খুতবা জুমুআ, ১৩ জানুয়ারি ২০১৭, বায়তুল ফতুহ্, লন্ডন; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭)

লাজনার পদাধিকারীদের জন্য উপদেশ

পর্দার ক্ষেত্রে লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র কর্মকর্তাদেরও উত্তম আদর্শ হওয়া উচিত। যেমন হুযূর (আই.) বলেন:

"উদাহরণস্বরূপ, কুরআনের নির্দেশাবলীর একটি হলো পর্দা-সংক্রান্ত। লাজনার পদধারী হলে তাকে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে, অন্যথায় তার ওপর ন্যস্ত আমানতের বিষয়ে সে সুবিচার করছে না। অন্যান্য আদেশ তো আছেই, কিন্তু পুরুষের চেয়ে নারীদের জন্য বাড়তি একটি আদেশ রয়েছে আর তা হলো পর্দার আদেশ। নরওয়ে সম্পর্কে পর্দা বিষয়ক অভিযোগ বিভিন্ন সময় আসতে থাকে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-ও একবার কঠোরভাবে সাবধান করেছিলেন। এমনিভাবে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবেও (রাহে.) বোঝানো অব্যাহত রাখেন। কিন্তু আপনারা যারা কর্মকর্তা, আপনাদের পর্দার মান যদি সঠিক না হয়, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা থাকে, একে অপরের ঘরে কোনরূপ পর্দা ছাড়াই অবাধ যাতায়াত থাকে আর কোন আত্মীয়তা না থাকা সত্ত্বেও বৈঠক বসানো আর এটি বলা যে, ওমুক আমার ভাই আর অমুককে আমি চাচা বা মামা বানিয়েছি তাই পর্দার আবশ্যকতা নেই, এটি বলে এ ধরনের অবাস্তব সম্পর্ক তৈরী করে, সেটি বৈধ নয়। এরূপ করতে কুরআন বারণ করে আর এক মু'মিন নারীকে তাকীদপূর্ণ নির্দেশ দেয় যে, তোমাদের জন্য পর্দা ও হিজাব পরিধান করা আবশ্যক। শালীনতা প্রদর্শন করা তোমাদের জন্য মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ। লাজনার সকল পর্যায়ের কর্মকর্তারা, তা সে হালকার হোক বা শহরের হোক অথবা জাতীয় পর্যায়েরই হোক না কেন; যদি তারা সঠিকভাবে পর্দা করে এবং নিজেদের আচার-আচরণ ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী পরিবর্তন করে, তাহলে তাদের একটি বড় শ্রেণি অন্যদের জন্যও, নিজ সন্তানদের জন্যও আর নিজ পরিবেশের জন্যও অনুকরনীয় আদর্শ বলে প্রতীয়মান হবে। লাজনার একজন কর্মকর্তার ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব কেবল তখনই সঠিকভাবে পালিত হবে, যদি তিনি অন্যান্য বিষয়াবলীর পাশাপশি যথাযথভাবে পর্দা করেন। অনেকের পর্দার অবস্থা আমি মোলাকাতের সময়েই উপলব্ধি করতে পারি, যখন তাদের নেকাব থেকে প্রতীয়মান হয় যে, দীর্ঘকাল পর সে নেকাব পরে বাইরে বেরিয়েছে, যেটি পরিধান করা তার জন্য কষ্টসাধ্য হচ্ছে। তাই প্রত্যেক কর্মকর্তা, এমনকি সাধারণ আহমদী মহিলার জন্যও আবশ্যক হলো– তাদের ওপর ন্যস্ত দায়িত্বের বিষয়ে সচেতন হওয়া।

বতর্মানে নিজেদেরকে আধুনিক মনে করে, এমন কিছু মানুষ বলে বসে যে, এখন আর পর্দার কোন আবশ্যকতা নেই অথবা হিজাবের এখন আর কোন প্রয়োজন নেই,

অধিকন্তু পর্দার আদেশ সেকেলে। কিন্তু আমি আপনাদেরকে স্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছি, পবিত্র কুরআনের কোন আদেশ সেকেলে নয় আর তা কোন বিশেষ যুগ এবং বিশেষ লোকদের জন্য ছিল না। আহমদী নরনারী গভীর আগ্রহ নিয়ে খেলাফতের সাথে সম্পর্কের কথা ব্যক্ত করে থাকে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা যেখানে খেলাফত জারি রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেখানে এটিকে ইবাদত ও পুণ্যকর্মের সাথে শর্তসাপেক্ষ আখ্যা দিয়েছেন। সূরা নূরে যেখানে এ আয়াতের উল্লেখ রয়েছে, তার দু'আয়াত পূর্বে আল্লাহ্ এটি বলেছেন, তোমরা এই দাবি করো না যে, 'হেন করব, তেন করব' বরং বলেছেন, **"তাআতুন মা'রুফাতুন"** করে দেখাও। সার্বিকভাবে অনুগত্য কর, প্রত্যেক সে বিষয়ের আনুগত্য কর যা পবিত্র কুরআন ও মহানবী (সা.)-এর আদেশ অনুযায়ী তোমাদেরকে বলা হয়। অর্থাৎ যা বলা হয়, সে অনুযায়ী কাজ কর আর তদনুসারে আনুগত্য কর। কুরআন ও মহানবী (সা.)-এর আদেশ যখন উপস্থাপন করা হয়, তৎক্ষণাৎ তা মান্য কর। এ বিষয়ে ইতোপূর্বে আমি বহুবার স্পষ্টভাবে বলেছি। অতএব পুরুষের পাশাপাশি যেখানে মহিলারা নিজেদের ইবাদতের মান উন্নত করবে, নিজেদের ঈমানে উন্নতি সাধনের চেষ্টা করবে এবং সেখানে সেসব নির্দেশাবলী যা মহিলাদের উদ্দেশ্যে দেয়া হয়েছে, তাও মেনে চলার চেষ্টা করবে। এখানে এ বিষয়টিও স্পষ্ট করতে চাই যে, পর্দার প্রেক্ষাপটে নিজেকে ঢেকে রাখার আদেশ যেখানে মহিলাদের জন্য, সেখানে নিজেদের চোখ অবনত রাখা এবং অবাধ মেলামেশা থেকে বিরত থাকার আদেশ নারী-পুরুষ উভয়কেই দেয়া হয়েছে। চোখ অবনত রাখার আদেশ বরং প্রথমে পুরুষের উদ্দেশ্যে দেয়া হয়েছে আর মহিলাদেরকে দেয়া হয়েছে পরে, যাতে পুরুষ বাছবিচারহীনভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না বেড়ায়।

(খুতবা জুমুআ, ওসলো, নরওয়ে, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১১;
আল ফযল, ২১ অক্টোবর ২০১১)

ইসলামী শিক্ষার আলোকে লজ্জাশীলতা বা শালীনতাবোধই হলো একজন নারীর ভূষণ। এ বিষয়ে আহমদী মহিলাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

পর্দা এমন একটি ইসলামী নির্দেশ, যার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা পবিত্র কুরআনে দেয়া হয়েছে। তাই এখানকার পরিবেশের প্রভাবে নিজের হিজাব এবং কোট পরিত্যাগ করবেন না। আমি দেখেছি, অনেক মহিলা কেবল পাতলা ওড়না জড়িয়ে রাস্তায় বেরিয়ে যায়। এটি পর্দা-সংক্রান্ত শিক্ষার পরিপন্থি। কারো কারো বাহুর উধাংশ খোলা থাকে। অধিকাংশের কোট থাকে হাটুর ওপরে। ফ্যাশনের প্রতি ঝোঁক অধিক আর পর্দার প্রতি কম। পর্দা করলে এ চিন্তাচেতনা নিয়ে করুন যে, লজ্জাবোধ ঈমানের অংগ। মহানবী (সা.) বলেছেন, লজ্জা ইসলামের মৌলিক বৈশিষ্ট্যাবলীর অন্যতম। *(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল ঈমান, বাব আল হায়ায়ু মিনাল ঈমান, হাদীস নম্বর: ২৪)*

নিজ লজ্জাবোধ, গাম্ভীর্য ও পবিত্র মর্যাদা আর রীতিনীতির প্রতি একজন নারীর সর্বদা দৃষ্টি রাখা উচিত। এখন আমি দেখলাম– হলে এমন অনেক মহিলা প্রবেশ করেছেন, যাদের মাথা খোলা ছিল। এটি পর্দার প্রতি উদাসীনতা বা মনোযোগ না দেয়া বৈ কিছু নয়। এসেছে জলসার উদ্দেশ্যে, জলসার পরিবেশ থেকে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে, জলসা শোনার উদ্দেশ্যে। মনে মনে এ চিন্তাচেতনা নিয়ে আসছে যে, পবিত্র এক পরিবেশে আমরা যাচ্ছি। অথচ সেখানেও আসে খোলা চুলে! আবার চুল কেতাদুরুস্ত রাখার উপায় হিসেবে মাথায় ওড়না না নেয়া, চাদর না নেয়া এবং মাথা অনাবৃত থাকা! প্রশ্ন হলো, মাথা যদি তাদের অনাবৃতই রাখতে হয় তাহলে জলসায় কেন আসলে? তাদের চারপাশে অধিকাংশ মানুষ রয়েছে এমন যাদের মাথা ঢাকা। অন্যদের বেপর্দা করা এদের উচিত হবে না; তাদের উচিত হবে ঘরেই বসে থাকা।

সুতরাং নিজের শালীনতাবোধ বা লজ্জাশীলতার সুরক্ষার প্রতি অবশ্যই দৃষ্টি দিন। লজ্জাই হচ্ছে একজন মহিলার মূল্যবান গহনা, একজন মহিলার ভূষণ। আপনাদের মেকআপের চেয়ে বড় অলংকার ও ভূষণ হলো আপনাদের লজ্জাবোধ। এটি ভাববেন না যে, যদি আমরা পর্দার মাঝে থাকি তাহলে এই পরিবেশে আমরা মেলামেশা করতে পারব না। এটি একেবারেই ভুল ধারণা। অনেকে এমন আছেন, বরং ভালো ভালো পেশায় আছেন যাদেরকে আমি জানি; তারা নিজেদের কর্মক্ষেত্রে লম্বা কোট ও হিজাব পরে যান। অন্ততপক্ষে কোটের সাথে হিজাব পরে নিজের মাথা, মাথার চুল এবং চিবুক ঢেকে রাখা আবশ্যক। তবে শর্ত হলো, মেকআপ যেন না থাকে। যদি আপনারা মেকআপসহ বাইরে যেতে চান, তাহলে মুখ ঢাকা অত্যাবশ্যক। এমনিভাবে বিনা কারণে পুরুষের সাথে মেলামেশা ও অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলতেও ইসলাম বারণ করে। এসব ছোট ছোট বিষয়ের দিকে যদি এখন থেকেই মনোযোগ না থাকে, তাহলে এগুলো বৃদ্ধি পেতে থাকবে আর অবশেষে পাশ্চাত্যে এখন যে নির্লজ্জ সমাজব্যবস্থা রয়েছে, সেই সমাজই গড়ে উঠবে।

অতএব পবিত্র কুরআনের কোন আদেশকে হালকা দৃষ্টিতে দেখবেন না। এটি মনে করবেন না যে, এ আদেশ সেকেলে অথবা কেবল পাকিস্তান বা এশিয়ার দেশসমূহের জন্য প্রযোজ্য। বরং এ হলো ইসলামের নির্দেশ আর এটি সকল যুগের জন্য প্রযোজ্য, প্রত্যেক দেশের জন্য প্রযোজ্য, প্রত্যেক দেশের আহমদী মুসলিম মহিলাদের জন্য প্রযোজ্য। বিভিন্ন জায়গায় আমি বারবার এ বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করে থাকি, কারণ এ দুর্বলতা এখন বেড়েই চলছে। অবস্থা যদি এমনই থাকে, তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের লাজ-লজ্জা বা শালীনতাবোধের কোন নিশ্চয়তা দেয়া যায় না। তারাও এভাবে খোলাচুলে জিন্স ও ব্লাউজ নিয়ে মিনি স্কার্ট

পরে বাইরে বেরিয়ে আসবে; কিন্তু তারা আহমদী আখ্যায়িত হতে পারে না। পরিণামে তারা আহমদীয়াতের আওতা বহিঃর্ভূত হয়ে পড়বে।

সুতরাং এ বিষয়ে সচেতন হোন এবং হিজাবহীন চলাফেরা আর কামনা-বাসনার মাঝে নিমজ্জিত হওয়া এড়িয়ে চলুন। অন্যথায়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পবিত্র শালীনতাবোধের নিশ্চয়তা দেয়া সম্ভব নয়। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি এবং নিজের ভাল চাইলে গভীর চেতনাবোধ নিয়ে লজ্জাবোধের হেফাযত করুন। মহানবী (সা.) বলেন, "লজ্জাশীলতার সবটাই কল্যাণ"। *(সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল ইমান, বাব বায়ানু আদাদি শু'বিল ঈমান*, হাদীস নম্বর: ১৫৭)

(কানাডার সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ৭ জুলাই ২০১২;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৩ নভেম্বর ২০১২)

মহিলাদের উদ্দেশ্যে হুযূর আনোয়ার (আই.) বারংবার গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে তরবিয়তী উপদেশ প্রদান করে যাচ্ছেন– এমনি এক বক্তৃতার একটি অংশ পাঠকের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করছি। এ উপদেশ সর্বদা আমাদের দৃষ্টিপটে রাখা বাঞ্ছনীয়। হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ঈমান তখনি সুদৃঢ় হয় যখন এই বিশ্বাস থাকে যে, আল্লাহ্ তা'লা সর্বদা আমাকে দেখছেন। অনেক পাপের জন্ম একারণে হয় যে, পাপাচারী মনে করে আমাকে কেউ দেখছে না, আর সেই মুহূর্তে মানুষ আল্লাহ্ তা'লার উক্তি– **ওয়াল্লাহু বিমা তা'মালূনা বাসীর** *(সূরা আলে ইমরান: ১৫৭)* অর্থাৎ– তোমরা যা কিছুই করছ, আল্লাহ্ তা দেখছেন– এটি তারা ভুলে যায়।

অতএব, আল্লাহ্ তা'লাতে বিশ্বাস স্থাপন করার অর্থই হলো– হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লার ভয় রেখে প্রতিটি কাজ করা। উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহ্ তা'লা যেখানে পর্দার নির্দেশ দিয়েছেন, তা কেবল জলসার জন্য দেন নি বা জামা'তী অনুষ্ঠান, মসজিদে আসা অথবা আমার সাথে সাক্ষাতের সময়ের জন্য এই নির্দেশ দেন নি। বরং আল্লাহ্ তা'লা স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, এ নির্দেশ তিনি মু'মিনদের স্ত্রীদেরকে প্রদান করেছেন। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, **ওয়া নিসাইল মু'মিনীনা ইউদ্নীনা আলাইহিন্না মিন জালাবী বিহিন্না** *(সূরা আহযাব: ৬০)*। অর্থাৎ– মু'মিনদের স্ত্রীরা যখন ঘর থেকে বের হন, তখন নিজেদের গায়ে বড় চাদর জড়াবেন।

এ হলো মু'মিনগণের স্ত্রীদের পরিচয়। মু'মিনদের স্ত্রী মু'মিনই হয়ে থাকেন। বিয়েশাদি সংক্রান্ত নির্দেশাবলীর মাঝে এ নির্দেশও রয়েছে যে, "তোমরা মু'মিন নারীদের বিয়ে করো আর মু'মিন নারীদেরকে এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তোমরা মু'মিন পুরুষদের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হও। অতএব এই পর্দা কেবল কোন বিশেষ সময়ের জন্য

প্রজোয্য নয়, বরং ঘর থেকে বাইরে বের হওয়ার সময় প্রত্যেক সেই সাবালিকার জন্য আবশ্যক, যে মু'মিন হওয়ার দাবি করে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করার দাবি করে এবং নিজেদেরকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তভুক্ত বলে মনে করে। এছাড়া এতে সেসব পুরুষের জন্যও নির্দেশ রয়েছে, যারা নিজেদের স্ত্রীদের পর্দা ছাড়িয়ে দেয় বা তাদেরকে বেপর্দা করে এ কারণে যে, বাইরের সমাজে চলতে গিয়ে লজ্জা হয়। মানুষ বলবে যে সে খুবই সেকেলে কেননা সে তার স্ত্রীকে কঠিন পর্দা করায়! এখানে ইউরোপে পর্দার বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে ফুটন্ত পানিতে বলক উঠার ন্যায় প্রতিবাদের ঢেউ উত্থিত হতে থাকে আর ফ্রান্স এই বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এই সমস্ত আন্দোলনের সূত্রপাত সাধারণত সেখান থেকেই হয় আর তখন এর প্রতিক্রিয়ায় মুসলমানদের পক্ষ থেকে পর্দা পালনকারীদের মিছিল বের হওয়া আরম্ভ হয়ে যায়। পর্দাসংক্রান্ত এসব মিছিলে মুখ ঢাকা ও পর্দা করা লোকদের বেশিরভাগ তারা হয়ে থাকে, যাদের অধিকাংশকে আপনি বাজারে মুখ খোলা অবস্থায় ঘোরাফেরা করতে দেখবেন, বরং তাদের পোশাকও হয়ে থাকে লজ্জাকর। এর কারণ হল, তাদেরকে পথ দেখানোর কোন ব্যবস্থা নেই। এটি সাময়িক এক উচ্ছ্বাস-উত্তেজনা মাত্র, যা পর্দার ওপর নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসেবে প্রদর্শিত হয়।

কিন্তু একজন আহমদী মহিলা এবং একজন আহমদী যুবতী, যে পর্দা করার বয়সে উপনীত, তাকে সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, পর্দা করা তার ঈমানের অঙ্গ এবং সেসব শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত যা পালনের নির্দেশ দিয়েছে কুরআন শরীফ। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় অনেক আহমদী মেয়ে এর বাস্তবতা বোঝে। সম্প্রতি ফ্রান্সে পর্দার বিরুদ্ধে যে উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল, তখন আমাদের একজন আহমদী ওয়াকফে নও মেয়ে, যে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে পড়ছে, সে এ সংবাদপত্রে চিঠি লিখে যে, 'একদিকে তো ইউরোপ ব্যক্তি স্বাধীনতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতার স্লোগান দিয়ে থাকে এবং অপরদিকে পর্দার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, যা আমাদের ধর্মীয় নির্দেশাবলীর একটি! অথচ আমরা, পর্দা পালনকারী মহিলারা সেটিকে (অর্থাৎ পর্দার আদেশকে) সানন্দে গ্রহণ করে নিজ প্রভুর আদেশ অনুযায়ী এটি মেনে চলা আবশ্যক মনে করি। কাজেই এ থেকে প্রমাণিত হল, ধর্মীয় স্বাধীনতা দেয়ার তোমাদের দাবি তা নিছক একটি ঘোষণা মাত্র, এর চেয়ে বেশি কোন সত্যতা এতে নেই। বর্তমানে মুসলমানদের অধিকাংশই এরূপ, যারা পর্দা করে না আর তাদের পোশাক তো এতটাই আঁটসাঁট যে, টিভি ইত্যাদিতে অনেক সময় যে অনুষ্ঠানসমূহ প্রচারিত হয়, তা দেখে লজ্জা হয়। অথচ এরা নিজেদেরকে মুসলমানও আখ্যায়িত করে। জলে ও স্থলে নৈরাজ্য দেখা দেয়ার অর্থ হলো– ধর্মের কিছু আর বাকী নেই আর ইসলামেরও কিছু অবশিষ্ট নেই; অথচ এরপরও মুসলমান হওয়ার দাবি করে। কিন্তু একজন

আহমদী নারী, যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মেনেছে, তার সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, সে কেবল পিতামাতার সম্মান রক্ষার্থে আহমদীয়াত গ্রহণ করবে না বা কেবলমাত্র এই উদ্দেশ্য নিজের ওপর আহমদীয়াতের লেবেল লাগাবে না যে, এক আহমদী পরিবারে তার জন্মগ্রহণ করার সৌভাগ্য হয়েছে। আমি আহমদী, একথা ঘোষণা দেয়া ছাড়া আমার গত্যন্তর নেই, কারণ আমার পরিবার আহমদী, আমার স্বামী আহমদী! তাই সর্বদা স্মরণ রাখবেন, আহমদী একজন মহিলার আহমদীয়াতের শিক্ষার জ্ঞান থাকা উচিত। নিজের ঈমানের দৃঢ়তা সম্পর্কেও জানা থাকা উচিত আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করার পর (একজন আহমদীর) নিজের ঈমানে এতটা দৃঢ়তা আনয়ন করা উচিত, যেন জাগতিক কোনো চাওয়াপাওয়া তাকে ঈমান থেকে বিচ্যুত করতে না পারে, তার ঈমানকে দোদুল্যমান করতে না পারে। একজন আহমদীর সম্মান এতেই নিহিত।"

(যুক্তরাজ্যের সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ২৫ জুলাই, ২০০৯;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২১ জুন, ২০১৩)

জার্মানি সফরকালে হুযূর আনোয়ার (আই.), লাজনা ইমাইল্লাহ জার্মানির ন্যাশনাল মজলিসে আমেলার সাথে একটি সভায় তরবিয়ত, পর্দা এবং ফেসবুক ব্যবহারের বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। হুযূর (আই.) বলেন:

"এ ধরণের প্রতিটি মহিলা বা মেয়ে, যে দৈনন্দিন কাজের জন্য বাজারে ঘোরাফেরা করে, যার কোট হাঁটু পর্যন্ত থাকে না, যার মাথায় স্কার্ফ থাকে না এবং চুলও ঢাকা থাকে না এবং কাঁধে ও চিবুকে ওড়না থাকে না, সে মোটেও পর্দা করছে না এবং সে কর্মকর্তা হতে পারে না।"

সদর সাহেবা বলেন, স্থানীয় একজন লাজনা প্রেসিডেন্ট বলেন, তাদের হালকায় পর্দাকারীদের হার খুবই কম। এর উত্তরে হুযূর (আই.) বলেন:

"পর্দাকারীদের হার যদি কম হয় তাহলে সদরকেই দায়িত্ব দিন, সব পদ তিনি একাই সামলাবেন। যে পাঁচ-ছয় জন পর্দা করে, তাদেরকে পদ দিন আর বাকিদেরকে বাদ দিন। যদি কেবল সদরই পর্দানশীন থাকেন তাহলে তিনি একাই অবশিষ্ট সব দায়িত্ব পালন করবেন। যদি কেউ এ অঙ্গীকার করে যে, সে এক মাসের মধ্যে নিজের মাঝে সমস্ত পরিবর্তন সাধন করবে তাহলে প্রথমত পরিবর্তন রাতারাতিই সৃষ্টি হয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু একমাস খতিয়ে দেখুন! যদি কোনো পরিবর্তন না আসে, তাহলে তাকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিন।.."

(লাজনা ইমাইল্লাহ্, জার্মানির আমেলা সভা, ১৭ জুন ২০১১;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২২ জুলাই ২০১১)

নরওয়ের লাজনা ইমাইল্লাহর ন্যাশনাল মজলিসে আমেলার এক বৈঠকে হুযূর আনোয়ার (আই.) তরবিয়তী বিভিন্ন বিষয়ের খবরাখবর নেন এবং আহমদী মহিলা ও মেয়েদের তরবিয়তের উদ্দেশ্যে মূল্যবান দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"আমেরিকায় আমাকে কোন একজন প্রশ্ন করেছিল, মেয়েরা যে পর্দা করে না, এ দিকে মনোযোগ দেয় না, জিন্স পরে এবং সাথে ছোট জামাও পরে– এর জন্য কী করা যেতে পারে? আমি তাদেরকে এ কথাই বলেছিলাম যে, "আপনারা ছোটবেলা থেকে তথা পাঁচ-ছয় বছর বয়স থেকে অভ্যাস করানো আরম্ভ করুন। সাত বছর বয়স থেকে তার যেন জানা হয়ে যায় যে ছোট জামা তার জন্য নয়, ফ্রকও লম্বা পরতে হবে, জিন্সের সাথে ব্লাউজ পরা যাবে না আর কখনো কখনো স্কার্ফ পরার অভ্যাস করতে হবে। তাহলে সে যখন দশ বছর বয়সে উপনীত হবে, তখন তার মাঝে আর কোনরকম সংকোচ থাকবে না। আপনারা যদি এভাবে অভ্যাস না করান তখন সে বলবে যে, আমার বয়স তো মাত্র দশ বছর, এগারো বছর বা বার বছর, ইত্যাদি। একইভাবে কখনো কখনো তারা হাতা-কাটা ফ্রকও পরে নেয়। এক কথায়, লজ্জাবোধ না জন্মালে সবকিছু হারিয়ে যাবে আর এরপর পর্দার অভ্যাস কখনো আর হবে না। তাই শুরু থেকেই পর্দার অভ্যাস করানো প্রয়োজন। নাসেরাতদের তরবিয়ত করার যারপরনাই আবশ্যকতা রয়েছে, কেবল তবেই আপনারা এই পরিবেশ থেকে আপনাদের সন্তানদেরকে রক্ষা করতে পারবেন। এজন্য সবচেয়ে বড় দায়িত্ব নাসেরাতদের ওপরই বর্তায়।"

সেক্রেটারী তবলীগের রিপোর্ট উপস্থাপিত হওয়ার পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"এছাড়া তবলীগের সাধারণ কর্মসূচিও রয়েছে। লিফলেট বিতরণ করার স্কীমে মহিলাদের অংশগ্রহণ করা উচিত, কিন্তু পুরুষদের সাথে নয়। ইউকে-র আহমদীরা যেভাবে কাজ ভাগ করে নিয়েছে তা হলো– ছোট ছোট প্রাইমারি স্কুল ও বাড়ি বাড়ি বিতরণের দায়িত্ব মহিলাদেরকে দেওয়া হয়েছে; তারা গিয়ে সেই কাজ করে। যদি বড় কোন জায়গায় যেতে হয় তাহলে সে দায়িত্ব বর্তাবে পরিবারের ওপর। পুরো একটি পরিবারের পুরুষ-মহিলা একত্রে সেখানে যাবে। অনাত্মীয় পুরুষরা একত্রিত হবে না, বরং আত্মীয়স্বজন সম্মিলিতভাবে এই কাজ করবে অথবা মহিলাদের ওপর শুধুমাত্র প্রাইমারী স্কুলের দায়িত্ব ন্যস্ত হওয়া উচিত। চার্চ কিংবা চার্চের এমন অংশ, যেখানে শুধু মহিলারা গিয়ে থাকে বা মহিলাদের যখন কোন অনুষ্ঠান হয়, তারা সেখানে যাবে অথবা তারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে পরিচিতি তৈরি করবে অথবা চিঠির বাক্সে লিফলেট ফেলার কাজ করবে। স্মরণ রাখবেন! মহিলারা তবলীগের জন্য

নিজেদের পৃথক ব্যবস্থাপনা গড়বেন, পুরুষদের সাথে মিলে করবেন না অর্থাৎ একই কাজ করবেন, কিন্তু পৃথক পৃথকভাবে হওয়া উচিত।"

সেক্রেটারি তবলীগ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধ লেখার বিষয়ে বললে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"ছাত্রী সংগঠন থাকলে সেগুলোকে সক্রিয় করুন।"

লাজনার সদর সাহেবা নিবেদন করেন যে, এখানে সহশিক্ষার এতই প্রভাব যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের মেয়েরা আনুষ্ঠানিক কোন প্রোগ্রাম করলে সেখানে সবসময় ছেলেরাও চলে আসে। এ বিষয়ে হুযূর (আই.) বলেন:

"ঠিক আছে! যদি ছেলেরা এসে থাকে আর হিজাবের মধ্যে থেকে ইসলামের ওপর বক্তৃতা করার প্রয়োজন হয় তাহলে তা করুন, কোন অসুবিধা নেই। সহপাঠী হওয়ার সুবাদে মেয়েরা নিজেদের সহপাঠীদের সাথেই আসবে। যদি পর্দার ভেতর থেকে ইসলামের ওপর কোন বক্তৃতা দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে দেবেন তাতে নিজেদের অবস্থার প্রতিও সংশোধনমূলক দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে। কিন্তু অবাধ মেলামেশার কারণ যেন না ঘটে। কেন্দ্রের পক্ষ থেকে এমন অনুষ্ঠানের তত্ত্বাবধান বা নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। এমন যেন না হয় যে, উটের মতো মাথা রাখার সুযোগ দিলে পুরো উটই ভেতরে ঢুকে পড়বে!"

হুযূর আনোয়ার (আই.) আরো বলেন:

"বিশেষ করে উঠতি বয়সের মেয়েরা, ষোল, সতের বা আঠারো বছর বয়সের বিশ্ববিদ্যালয়গামী মেয়েরা কিছুটা স্বাধীনতা চায়। তাদের সাথেও এসব বিষয়ে আলোচনা হওয়া উচিত যে, 'আমাদের পোশাক কেন শালীন হতে হবে? কেন আমাদের শরীর আবৃত থাকা উচিত?' 'পর্দা করা কেন আবশ্যক?' পর্দার বিরুদ্ধে ইউরোপে যে আভিযান চলমান রয়েছে, তাতে একজন আহমদী মেয়ে কী ভূমিকা পালন করতে পারে? এরপর রয়েছে পবিত্র কুরআন পাঠের অভ্যাস। পবিত্র কুরআনে নারীদের বিষয়ে যেসব বিধিনিষেধ রয়েছে সেগুলো বুঝা আবশ্যক। এ প্রশ্নও করা হয় যে, মহিলাদের জন্য পর্দা করা কেন আবশ্যক? পুরুষদের জন্য কেন নয়? অথচ **'গায্যে বাসর'** বা দৃষ্টি অবনত রাখার নির্দেশ প্রথমে পুরুষদেরকে দেয়া হয়েছে। একইভাবে, কোন কোন ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার সম্পর্কে এপ্রশ্ন তোলা হয় যে, পুরুষের অংশ বেশি আর নারীর কম কেন? কাজেই এধরনের প্রশ্নগুলো আপনাদের চিন্তাভাবনা করে একত্রিত করতে হবে। পরে এসব প্রশ্ন বা আপত্তি সম্পর্কে মেয়েদের মাঝে আলোচনার ব্যবস্থা করুন।"

সেক্রেটারী তরবিয়ত বলেন, লাজনাদের মাঝে 'আপাজান' যখন এসেছিলেন, তিনি কিছু উদাহরণ দিয়ে গেছেন; যেমন- যেসব মেয়ে নতুন আহমদী হয়, তাদের ওপর আমাদের কৃষ্টি-সংস্কৃতি চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয়। এর সমাধান হলো– আপনারা শালীন পোশাক পরিধান করুন। অনেক সময় আমাদের পায়জামা হয়ে থাকে চূড়িদার। অতীতে এমন পায়াজামা বোরকায় আবৃত থাকত। তাই আপনাদের পোশাক এমন হওয়া উচিত যা পুরো শরীর আবৃত করবে এবং কোট হওয়া উচিত হাটুর নিচ পর্যন্ত লম্বা।

সেক্রেটারী তরবিয়ত সাহেবা বলেন, বর্তমানে মেয়েরা যে 'টাইটস' পরিধান করে, সেটি নিয়ে আমরা অনেক কাজ করছি। এ প্রসঙ্গে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"তারা যদি টাইটস এর ওপর লম্বা কামিজ পরে যা হাটুর নিচ পর্যন্ত ঝুলে থাকে, তাহলে টাইটস ব্যবহার করতে কোন অসুবিধা নেই। আসল বিষয় হলো, কামিজ লম্বা হওয়া উচিত। আমি বলেছিলাম, মেয়েরা জিন্সও পরতে পারে। আঁটসাঁট জিন্স পরতে চাইলে সানন্দে পরুন, কিন্তু সেটির ওপর কামিজ পরা আবশ্যক। লম্বা কামিজ পরুন, নয়তো বাহিরে বের হওয়ার সময় লম্বা কোট পরুন। আসলে দেখুন! পর্দার মূল উদ্দেশ্য কী? আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, তোমাদের পর্দা হলো অন্যদের সামনে সেই সৌন্দর্য গোপন কর যা তোমরা তোমাদের পিতামাতা ও ভাইবোনের সামনে প্রকাশ করতে পার।"

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"বাড়িতে যদি বাজে পোশাক পরা হয় তাহলে বাড়ির পোশাকের বিষয়টিও দেখার প্রয়োজন রয়েছে। একজন যুবতী মেয়ে যদি বাড়িতে তার পিতা ও যুবক ভাইয়ের সামনে জিন্স বা টাইটসের ওপর ব্লাউজ পরে আর কোন পর্দা না করেই ঘুরে বেড়ায় তাহলে তার লজ্জাবোধ বা শালীনতাবোধ লোপ পাবে। প্রকৃত বিষয় হলো 'হায়া' বা লজ্জাবোধ। তাই লজ্জাবোধ সৃষ্টির চেষ্টা করুন। বাকি থাকলো টাইট পায়জামা পরার বিষয়টি। স্মরণ রাখবেন, তা পূর্বেও পরা হতো আর এতে কোন সমস্যা নেই। টাইট চুড়িদার পায়জামা এবং বর্তমান যুগের টাইটসের মধ্যে পার্থক্য আছে। চুড়িদার পায়জামাতে পায়ের পুরো আকার-আকৃতি চোখের সামনে ভেসে উঠে না। গোড়ালী থেকে নলা পর্যন্ত, বরং হাঁটু পর্যন্ত সেটির গোল আকৃতি সর্বত্র এক ও অভিন্ন, যার ফলে নলা বা পায়ের গোছার আকৃতি চোখে পড়ে না। অথচ টাইটস এর ক্ষেত্রে বিষয়টি এমন নয়, এতে নলা থেকে গোড়ালী পর্যন্ত পায়ের পুরো আকৃতি চোখের সামনে ভেসে উঠে। এজন্য বলতে হবে, এ দু'য়ের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। অতএব আপনারা মেয়েদেরকে এদিকে আনার চেষ্টা করুন বা এটি

বোঝানোর চেষ্টা করুন যে, আসল বিষয় হলো 'লজ্জাবোধ'। **"আল হায়াউ মিনাল ঈমান"** অর্থাৎ লজ্জাবোধ ঈমানের অঙ্গ। কাজেই আপনারা যদি লজ্জাবোধের চর্চা করেন, তাহলে আপনাদের পোশাক এবং পর্দা এমনিতেই ঠিক হয়ে যাবে। অনেক মা মেয়েদের পক্ষ নেয়– এ প্রশ্নের উত্তরে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: যাদের মায়েরা মেয়েদেরকে সমর্থন করে, তাদেরকে বোঝান। পবিত্র কুরআনে এটি লেখা নেই যে, লাঠিপেটা কর, বরং পবিত্র কুরআনে লেখা আছে **'ফাযাক্কির'**। অতএব আপনাদের দায়িত্ব হলো নসীহত বা উপদেশ দিতে থাকা। তোমাদেরকে উপদেশদাতা বানানো হয়েছে, দারোগা বানানো হয় নি। তাই, পদাধিকারীদের কাজ হলো– ভ্রান্ত যা কিছুই দেখবে, এর সংশোধনার্থে উপদেশ দিতে থাকা। এছাড়া দেখুন যে, এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন কী বলে এবং মহানবী (সা.)-এর বক্তব্য কী আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শিক্ষা কী!

পর্দা বেশ কয়েকটি মানের রয়েছে। যেভাবে আমি পূর্বেও বলে এসেছি, লন্ডনে একজন মিশরীয় নাগরিক বয়আত গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, আমার মায়ের জন্য দোয়া করবেন, তিনি যেন আহমদী হয়ে যান। আমি তাকে বলি, আপনার মাকে মসজিদে নিয়ে আসুন। কিছুদিন পর সেই ব্যক্তি এসে বলেন, তার মা মসজিদে গিয়েছিলেন এবং সেখানকার মহিলাদের পর্দা দেখে বলেছেন, শিক্ষার যতটুকু সম্পর্ক আছে তা সঠিক এবং আমি সব মানি, কিন্তু তোমাদের মহিলারা পর্দা করে না। তার পর্দা হলো সেই হিজাব, যা আরবের মহিলারা ব্যবহার করে অর্থাৎ তারা কপাল ঢেকে নেয়। সম্মুখ থেকেও চুল দেখা যায় না আর পিছন থেকেও না। একটি সীমা পর্যন্ত তো চুলের পর্দাও করতে হয়। অতএব এটি এক ভ্রান্তরীতি যে ফ্যাশন করার জন্য আপনারা ছোট হিজাব ব্যবহার করবেন আর পিছনটা দেখানোর জন্য ঢেউখেলানো চুল ঝুলিয়ে রাখবেন!"

(লাজনা ইমাইল্লাহ্, নরওয়ের ন্যাশনাল আমেলার সভা, ২ অক্টোবর ২০১১;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৩ ডিসেম্বর ২০১১)

“আমাদের প্রতি আল্লাহ্ তা’লার বিশেষ কৃপা। কেননা আল্লাহ্ তা’লার নির্দেশিত পথ লাভের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করার জন্য তিনি আমাদেরকে মুহাম্মদী মসীহ্‌র জামা’তভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা’লা আমাদের তৌফিক দান করুন, আমরা যেন সর্বদা আল্লাহ্ তা’লার নির্দেশাবলী প্রণিধান করতে পারি, সেগুলো মেনে চলতে পারি এবং নিজেদের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে পারি।”

(যুক্তরাজ্যের সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ৩০ জুলাই ২০০৫)

অনুকরণীয় কয়েকটি দৃষ্টান্ত

পর্দার বরাতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) আহমদী মহিলাদেরকে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হবার কথা উল্লেখ করেছেন। অনেক স্থানে নাম না নিয়ে বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী আহমদী মহিলা ও মেয়েদের পর্দার অনুশাসন মেনে চলা এবং ইসলামী এই নির্দেশটি সাহসিকতার সাথে শিরোধার্য করার কথা হুযূর আনোয়ার উল্লেখ করেন আর একইসাথে এরূপ অ-আহমদী মহিলাদের বিভিন্ন মন্তব্যও তুলে ধরেন, যারা আহমদী মহিলাদের পর্দার মাঝে থেকে দায়িত্ব পালনের বিষয়ে সাধুবাদ জানান। এ সম্পর্কে হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর কয়েকটি নির্বাচিত উক্তি সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো, যাতে আমরাও খোদার অতীব গুরুত্বপূর্ণ এই নির্দেশ মেনে খোদা তা'লার সন্তুষ্টি ও ভালোবাসা লাভ করতে পারি এবং জাগতিক সম্মানের যোগ্য বলে বিবেচিত হই।

❖ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) নিজের শ্রদ্ধেয়া মাতা ও সৈয়্যদনা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর কন্যা এবং হযরত সাহেবজাদা মির্যা মনসুর আহমদ সাহেবের সহধর্মিণী হযরত সৈয়দা নাসেরা বেগম সাহেবার মৃত্যুর পর প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় মরহুমার বিস্তারিত স্মৃতিচারণ করেন আর একই সাথে হযরত সৈয়্যদা নাসেরা বেগম সাহেবার দৃষ্টিতে পর্দার গুরুত্ব এবং পর্দা করার বিশেষত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে হুযূর (আই.) বলেন:

"তাঁর এক পুরনো সহকর্মী সদর সাহেবা লিখেছেন, লাজনাদের তরবিয়্যতের বিষয়ে তিনি ছিলেন খুবই যত্নবান। এজন্য তিনি নতুন নতুন পন্থা অন্বেষণ করতেন, নিত্যনূতন কৌশল অবলম্বন করতেন এবং আমাদেরকে তা বলতেন। তাঁর প্রচেষ্টা ছিল, রাবওয়ার প্রতিটি মেয়ে এবং প্রতিটি মহিলা যেন তরবিয়্যতের ক্ষেত্রে উচ্চ মান-সম্পন্ন হয়। বেশ কয়েকবার এমন হয়েছে যে, নিম্নমানের পর্দা দেখলে তথা পথচারিণীকে, বয়স্কা মহিলাকে কিংবা কোন মেয়েকে বা মেয়েদেরকে এমনভাবে চলতে দেখলে যা আহমদী মেয়ের মর্যাদার পরিপন্থি, তৎক্ষণাৎ কাছে গিয়ে স্নেহের সাথে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করতেন এবং একজন আহমদী মেয়ের মানমর্যাদা কেমন হওয়া উচিত তা তিনি তাকে বুঝাতেন।

পর্দার প্রেক্ষাপটে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর এক বক্তৃতার একটি অংশ আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে চাই। ১৯৮২ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর খিলাফতকালে প্রথম যে জলসা হয়,

সেখানে মহিলাদের জলসাগাহে তিনি যে বক্তৃতা দিয়েছেন তাতে পর্দার কথাও উল্লেখ করেন। এ প্রসঙ্গে আমার শ্রদ্ধেয়া আম্মার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমার এক শ্রদ্ধেয়া বোন আছেন, পর্দার বিষয়ে শুরু থেকেই তাঁর অবস্থান অত্যন্ত সুদৃঢ়; কেননা তিনি ছিলেন হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর হাতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রথম প্রজন্মের একজন। তিনি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-কে বাড়িতে যা কিছু করতে দেখতেন, যেভাবে তিনি মেয়েদেরকে বাড়ির বাহিরে বের করতে দেখেছেন তা তার স্বভাবের সাথে এমনভাবে একাকার হয়ে যায় যে, সে অভ্যাস থেকে কোনভাবেই তিনি বিরত থাকতে পারতেন না। তার সম্পর্কে আমাদের কিছু মেয়ের ধারণা হলো এই যে, তাঁরা সেকেলে মানুষ, তাদেরকে কিছু বলো না, তারা পাগল হয়ে গিয়েছেন। পুরোনো যুগের মানুষ এমন কথা বলেই থাকেন! প্রশ্ন হলো– পুরোনো যুগ কোন্‌টি? আমিতো সেই পুরোনো যুগ সম্পর্কে জানি, আমিতো সেই প্রাচীন যুগ সম্পর্কে অবগত যা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর যুগ। অতএব কেউ যদি এসবকে সেকেলে আখ্যা দিয়ে কিছু বলতে চায় তবে তা তার ইচ্ছা। তার সাথে খোদা যেভাবে বোঝাপড়া করবেন তা সে নিজেই বুঝবে। কিন্তু আমার এই বোন সত্যিই তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে এ বিষয়ে কঠোরতা অবলম্বন করতেন।"

(খুতবা জুমুআ, ৫ আগষ্ট ২০১১, বায়তুল ফতুহ্, লন্ডন;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৬ আগস্ট ২০১১)

❖ হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর কন্যা এবং হযরত সাহেবজাদা মির্যা মুজাফ্ফর আহমদ সাহেবের সহধর্মিণী সাহেবজাদী হযরত আমাতুল কাইয়্যূম বেগম সাহেবার তিরোধানে হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর জুমুআর খুতবায় সবিস্তারে মরহুমার স্মৃতিচারণ করেন। এই আলোচনায় হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর পর্দা করার বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন:

"জামা'ত ও খিলাফতের বিষয়ে তিনি ছিলেন খুবই আত্মাভিমানী এবং পর্দা-সংক্রান্ত শিক্ষার ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। অনেক সময় তিনি এত কঠোর পর্দা করতেন যে, স্বল্পবয়স্ক কোন আত্মীয় যাকে তিনি চিনছেন না এমন কেউ বাড়িতে এলে তাকে না চেনা পর্যন্ত, তার সাথেও তিনি পর্দা করতেন।"

(খুতবা জুমুআ, ২৬ জুন ২০০৯, বায়তুল ফুতুহ, লন্ডন;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৭ জুলাই ২০০৯)

❖ মোহতরমা ডা. ফাহমিদা মুনীর সাহেবা রাবওয়ার ফযলে উমর হাসপাতালে ওয়াকফে-যিন্দেগী হিসেবে সুদীর্ঘকাল সেবা করার সুযোগ

পেয়েছেন। তার মৃত্যুতে হুযূর আনোয়ার (আই.) জুমুআর খুতবায় মরহুমার বিভিন্ন উত্তম গুণাবলীর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তার কঠোর পর্দার বিষয়টি উল্লেখ করে বলেন:

"১৯৬৪ সনে তিনি রাবওয়া আসেন এবং ১৯৮৪ সন পর্যন্ত ফযলে উমর হাসপাতালে মহিলা ডাক্তার হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। .... হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) একবার মজলিসে শূরায় তার পর্দার উদাহরণ দিয়ে বলেছিলেন যে, পর্দার মাঝে থেকে কীভাবে কাজ করতে হয় তা যদি কেউ শিখতে চায়, তবে সে যেন ডা. ফাহমিদার কাছ থেকে শিখে নেয়।"

(খুতবা জুমুআ, ১২ অক্টোবর ২০১২, বায়তুল ফতুহ্, লন্ডন;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২ নভেম্বর ২০১২)

❖ .... শ্রদ্ধেয়া নাসেরা সেলিমা রেজা সাহেবা ছিলেন একজন আফ্রো-আমেরিকান মহিলা। তিনি ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"১৯২৭ সনে আমেরিকার সেন্ট লুইসে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ছিলেন একজন ব্যাপটিষ্ট পাদ্রী। ... ১৯৪৯ সনে মরহুম ডাক্তার খলীল আহমদ নাসের সাহেবের মাধ্যমে তার আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য হয়। ১৯৫১ সনে শ্রদ্ধেয় মরহুম নাসের আলী রেজা সাহেবের সাথে তার বিয়ে হয়...। বছরের পর বছর তিনি স্থানীয় লাজনা ও রিজিওনাল লাজনা সংগঠনের প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করেন।...তার হৃদয় ছিল ইসলামের ভালোবাসায় পরিপূর্ণ। ভালো শিক্ষিকা হিসেবে তিনি ছিলেন সুপরিচিত। সেখানে আহমদীরা তাকে মায়ের মত মনে করত। মানুষকে তিনি খুবই স্নেহের সাথে বুঝাতেন এবং ভুলের সংশোধন করতেন। মেয়েদেরকে তিনি সব সময়েই পর্দার পাঠ দিতেন আর একইভাবে ইসলামী নৈতিকতার শিক্ষা দিতেন। পশ্চিমা সমাজের অপসংস্কৃতির মোকাবিলা কীভাবে করতে হয়, তাও বলতেন। সেখানেই তিনি লালিতপালিত হয়েছেন বিধায় সবই তিনি জানতেন।"

(খুতবা জুমুআ, ০১ মার্চ ২০১৩, বায়তুল ফতুহ্, লন্ডন;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২২ মার্চ ২০১৩)

❖ ... শ্রদ্ধেয়া তানিয়া খান সাহেবা ছিলেন নিষ্ঠাবান এক নও-আহমদী। কানাডায় তার মৃত্যুতে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে হুযূর আনোয়ার (আই.) তার

পর্দার ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকার বিষয়টিও উল্লেখ করেন। হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"তিনি ছিলেন লেবাননী বংশোদ্ভূত একজন কানাডিয়ান মহিলা। ১৯৯৮ সনে তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেন এবং খুবই সক্রিয় একজন দায়ী-ইলাল্লাহ্ও ছিলেন। তবলীগ করার ছিল গভীর আগ্রহ। কানাডা লাজনা ইমাইল্লাহর ন্যাশনাল সেক্রেটারী তবলীগ ছাড়াও তিনি স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন পদে জামা'তের কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন।..., খিলাফতের প্রতি তার গভীর ভালোবাসা ও আন্তরিকতার সম্পর্ক ছিল। প্রতিটি ডাকেই তিনি সাড়া দিতেন। পর্দার অনুশাসন মেনে চলতেন এবং সৃষ্টি-সেবার চেতনায় সমৃদ্ধ ছিলেন। তিনি তার বিভিন্ন অঙ্গপ্রতঙ্গ মরণোত্তর দান করার ওসীয়্যতও করে গিয়েছিলেন।

(খুতবা জুমুআ, ১৬ আগস্ট ২০১৩, বায়তুল ফতুহ্, লন্ডন;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৩০ আগস্ট ২০১৩)

❖ বয়আত করার সাথে সাথেই বয়আতকারীর নৈতিক-অবস্থার পরিবর্তন আরম্ভ হওয়া আহমদীয়াতের সত্যতার একটি নিদর্শন। এ প্রসঙ্গে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"মরক্কোর ফাহিমী সাহেবা নামের এক ভদ্র মহিলা আছেন। তিনি বলেন, 'লিকা মায়াল আরাব' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জামা'তের সাথে আমার পরিচয় হয়।.... সুতরাং আমি ইস্তেখারা করা শুরু করি এবং একটি সত্য স্বপ্ন দেখার পর আমি বলি– যা হবার হবে, এখন আর আমি কোন কিছুর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করি না। তাই আমি কালবিলম্ব না করে বয়আত করি এবং বয়আত করার পর থেকেই পর্দা করা শুরু করে দেই।"

(খুতবা জুমুআ, ২৮ মার্চ ২০১৪, বায়তুল ফতুহ্, লন্ডন;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৮ এপ্রিল ২০১৪)

❖ ... আমেরিকার জিওন জামা'তের প্রেসিডেন্ট শ্রদ্ধেয় আলহাজ্ব জালালুদ্দীন লতীফ সাহেবের সহধর্মিণী শ্রদ্ধেয়া আলহাজ্ব সিষ্টার নায়িমা লতীফ সাহেবার মৃত্যুতে তার স্মৃতিচারণ করে হুযূর আনোয়ার বলেন:

"সিস্টার নায়িমা লতীফ ১৯৩৯ সনের ২১ মে এক খ্রিষ্টান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পশ্চিম ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার পর তিনি আমেরিকান সেনা বাহিনীর মেডিকেল কোরে স্বেচ্ছাসেবিকা হিসেবে কাজ শুরু করেন। ... ১৯৭৪ সনে তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেন এবং

ব্যক্তিগত পড়াশোনার মাধ্যমে ঈমান ও নিষ্ঠায় অতি দ্রুত উন্নতি করেন। ... জীবনে কখনো তিনি জুমুআ'র নামায পরিত্যাগ করেন নি। জামা'তের অনুষ্ঠানগুলোতে তিনি নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন। রমযানের রোযাও তিনি কখনো বাদ দেন নি। এছাড়া তিনি মহানবী (সা.)-এর রীতি অনুসরণে নিয়মিত সাপ্তাহিক রোযাও রাখতেন। এ'তেকাফে বসার সৌভাগ্যও তিনি লাভ করেন। মানবসেবার ক্ষেত্রে তিনি অগ্রণী ভূমিকা রাখতেন।... বায়তুল্লাহ্ শরীফে হজ্জ করারও সৌভাগ্য পেয়েছেন।... আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে তিনি থাকতেন প্রথম সারিতে। স্বামীর পক্ষ থেকে উপহারস্বরূপ কোন অলঙ্কার পেলে তিনি তা মসজিদ তহবিল খাতে চাঁদা দিয়ে দিতেন।... খিলাফত ও যুগ-খলীফার প্রতি তার ছিল প্রগাঢ় ভালোবাসা আর যুগ-খলীফার আনুগত্য করাকে সর্বদা অগ্রগণ্য রাখতেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর আমেরিকা সফরকালে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্দার গুরুত্ব সম্পর্কে তাঁর বক্তৃতা শোনামাত্রই তিনি হিজাব পরা আরম্ভ করে দেন এবং তার নিজ এলাকায় তিনিই ছিলেন একমাত্র মহিলা, যাকে ইসলামী পর্দা করতে দেখা যেতো।

(খুতবা জুমুআ, ০৩ অক্টোবর ২০১৪, বায়তুল ফতুহ্,লন্ডন;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৪ অক্টোবর ২০১৪)

❖ আহমদীয়াত গ্রহণ এবং খিলাফতের আনুগত্যে আহমদী মহিলারা কীভাবে ইসলামী রীতিনীতি অনুসরণ করছেন– এ প্রসঙ্গে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"আহমদীয়াতভুক্ত হওয়ার পর কীভাবে পবিত্র পরিবর্তন সাধিত হয় তা দেখুন! প্রধানত নামাযের প্রতি মনোযোগের বিষয়টি নিন! চরমবৈরী আবহাওয়ার প্রতিও ভ্রুক্ষেপ না করে বরং মসজিদ আবাদ করার চিন্তা-ই মাথায় থাকত তার। মেসিডোনিয়া থেকে এক আহমদী বন্ধু বলেন, আমার স্ত্রীর নাম রেজা। জার্মানির সালানা জলসায় অংশগ্রহণ করার পূর্বে তিনি পর্দা করতেন না। সে বন্ধু আমাকে লিখেছেন, আমি আপনার প্রতি খুবই কৃতজ্ঞ, কারণ মহিলাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত আপনার বক্তৃতা শোনার পর থেকে তিনি পর্দা করা শুরু করেছেন। এখন তিনি রীতিমত পর্দা করছেন আর আহমদীয়াতের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত আছেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ঈমানের ক্ষেত্রেও তিনি উন্নতি করছেন। অতএব, যারা ইসলামের শিক্ষা থেকে দূরে সরে গিয়েছিল– এরূপ নবাগত মহিলারাও যখন আহমদীয়াত গ্রহণ করে, তখন আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সঠিক ইসলামী শিক্ষা অনুসরণের চেষ্টা করে। সুতরাং আমাদের মেয়ে, যুবতী ও মহিলাদের উচিত ইসলামী

নির্দেশাবলীর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা। আল্লাহ্ তা'লা যেসব বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করেছেন, সেগুলো পালন করা আবশ্যক আর পর্দা হলো সেগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি নির্দেশ।

(খুতবা জুমুআ, ৩ এপ্রিল ২০১৫, বায়তুল ফতুহ্, লন্ডন; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৪ এপ্রিল ২০১৫)

❖ পর্দার ক্ষেত্রে শ্রদ্ধেয়া ডাক্তার নুসরত জাহাঁ সাহেবাও ছিলেন অনুকরণীয় এক আদর্শ। পাকিস্তান থেকে এম.বি.বি.এস. করার পর তিনি ইংল্যান্ড থেকে স্ত্রীরোগ বিদ্যায় বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং ১৯৮৫ সনে ফযলে উমর হাসপাতালে সেবা প্রদান আরম্ভ করেন। তার মৃত্যুতে তার গুণাবলীর কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তার পর্দার বিষয়ে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"তার জামাতা লেখেন, আমাদের কন্যা বার বছর বয়সে পদার্পণ করতেই তিনি তাকে মাথা ঢাকার এবং পর্দা করার উপদেশ দিতেন এবং হযরত আম্মাজান ও অন্যান্য বুযুর্গদের বরাতে ছোট ছোট, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কথা শিশুদেরকে উদাহরণ হিসেবে বা গল্পচ্ছলে শোনাতেন। পর্দা করার বিষয়ে তিনি নিজেও খুবই যত্নবান ছিলেন। কাজেই পিতামাতা ও জ্যেষ্ঠরা যদি শিশুদেরকে এ ধরনের উপদেশ দিতে থাকেন তাহলে মেয়েদের মাঝে হিজাব নেয়ার বিষয়ে যে জড়তা রয়েছে তা দূর হয়ে যায়, বরং সৎ সাহস জন্মায়।... রাবওয়ার তাহের হার্ট ফাউন্ডেশনের ইনচার্জ ডা. নূরী সাহেব বলেন, গত নয় বছরের অধিক সময় যাবৎ মোহতরমা ডা. নুসরাত জাঁহা সাহেবার সাথে ফযলে উমর হাসপাতালের যোবায়দা বানী উইং এবং তাহের হার্ট ইনষ্টিটিউটে কাজ করার সুযোগ হয়েছে। তার মাঝে এমন কিছু বিশেষ গুণাবলী ছিল, যা আজকাল অনেক কম ডাক্তারের মাঝেই দেখা যায়। তিনি খুবই পুণ্যবতী, দোয়াকারী, উন্নত চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী, মুত্তাকী, নিজ রোগীদের জন্য দোয়াকারী, পর্দার সূক্ষ্ম দিকগুলো সামনে রেখে পর্দায় অভ্যস্ত, পবিত্র কুরআনের বিস্তর জ্ঞানের অধিকারী, মহানবী (সা.) এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আদর্শ অনুসরণকারী মহিয়সী এক নারী ছিলেন। তিনি এখানে যুক্তরাজ্যেও পড়ালেখা করেছেন আর পরবর্তীতে নিজের জ্ঞানের পরিধি সম্প্রসারণের জন্য এখানকার বিভিন্ন হাসপাতালেও আসতেন; কিন্তু সব সময় তিনি নেকাবের সাথে পুরো বোরকা পরতেন কিন্তু কখনো কোন ধরনের হীনম্মন্যতায় ভুগতেন না। পর্দার মাঝে থেকেই তিনি সকল কাজ সমাধা করতেন। কাজেই আমরা পর্দা করে কাজ করতে পারি না বলে যেসব মেয়ে অজুহাত দেখায়, তাদের জন্য তিনি ছিলেন দৃষ্টান্ত।"

(খুতবা জুমুআ, ২১ অক্টোবর ২০১৬, বায়তুস্ সালাম টরেন্টো, কানাডা; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১১ নভেম্বর ২০১৬)

❖ রাবওয়ার ফযলে উমর হাসপাতালের দুজন সিনিয়র মহিলা ডাক্তারের পর্দা-সংক্রান্ত উত্তম বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হুযূর আনোয়ার (আই.) আরেক স্থানে বলেন:

"ডাক্তাররাও পর্দা বজায় রেখে কাজ করতে পারেন। রাবওয়াতে আমাদের মহিলা ডাক্তাররা ছিলেন। ডা. ফাহমিদাকে আমরা সর্বদা পর্দাতেই দেখেছি। ডা. নুসরাত জাঁহা ছিলেন, যিনি খুবই উন্নত মানের পর্দা করতেন। তিনি এখানেও পড়াশোনা করেছেন এবং নিজেকে নতুন গবেষণার সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্য প্রতি বছরই তিনি এখানে অর্থাৎ লন্ডনে আসতেন, কিন্তু সর্বদা পর্দার অনুশাসনের মাঝে থাকতেন বরং যতটা প্রয়োজন তিনি তার চেয়েও অধিক পর্দা পালন করতেন। এখানকার কেউ তার বিরুদ্ধে আপত্তি করে নি। তার কাজ সম্পর্কে কোন আপত্তি হয় নি আর তার পেশাগত নৈপুণ্যের ওপরও এর কোন প্রভাব পড়ে নি। অনেক বড় বড় অস্ত্রোপচারও তিনি করেছেন। অতএব, ইচ্ছা থাকলে ধর্মীয় শিক্ষা মেনে চলার উপায়ও বেরিয়ে আসে।"

(খুতবা জুমুআ, ১৩ জানুয়ারি ২০১৭, বায়তুল ফতুহ্, লন্ডন;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭)

❖ ... হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর এক জুমুআর খুতবায় আলজেরিয়ার নতুন আহমদীদের জন্য দোয়ার আহ্বান জানানোর সময় তাদের আত্মত্যাগ এবং ইসলামের প্রতি তাদের ভালোবাসা সম্পর্কে বলেন:

"শেষের দিকে আলজেরিয়ার আহমদীদের জন্য দোয়ার অনুরোধ করতে চাই। এটি একটি নতুন জামা'ত। এদের অধিকাংশই নবদীক্ষিত আহমদী কিন্তু তারা খুবই দৃঢ় ঈমানের অধিকারী। বর্তমানে সরকারের পক্ষ থেকে খুবই দমন পীড়ন চলছে। কোন কারণ ছাড়াই মামলা ঠুকে দিচ্ছে। কাউকে কাউকে জেলে পুরছে।... কয়েকটি বাড়িতে কয়েকবার পুলিশ ঢুকে মহিলাদেরকে বেপর্দা করার চেষ্টা করেছে। উদাহরণস্বরূপ, পুলিশ কয়েক দিন পূর্বে এক মহিলাকে বলেছে, তোমার ওড়না খুলে ফেলো। তখন সেই মহিলা বলেছেন, আমাকে মেরে ফেললেও আমি ওড়না খুলব না আর আমি আহমদীয়াতও ছাড়বো না।"

(খুতবা জুমুআ, ২৭ জানুয়ারি ২০১৭, বায়তুল ফতুহ্, লন্ডন;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৭)

❖ ... লাজনা ইমাইল্লাহ্ করাচীর সাবেক সদর শ্রদ্ধেয়া সেলিমা মীর সাহেবার গুণাবলীর কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর এক জুমুআর খুতবায় বলেন:

"তিনি খুবই যত্নসহকারে পর্দা করতেন। পর্দার ক্ষেত্রে যেখানেই দুর্বলতা লক্ষ্য করতেন, খুবই সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিতেন, যেন অন্যের মনে আঘাত না লাগে। তার এক কন্যা বলেন, আমার ছোট বোনের জন্য বিয়ের প্রস্তাব আসে। ছেলে বলে, প্রথমে আমি মেয়েকে দেখব এরপর অন্য কথা হবে। তিনি বলেন, আমার আম্মুকে বলি, বোনকে নেকাবের পরিবর্তে স্কার্ফ পরিয়ে ছেলের সামনে পাঠাই; (তাঁর নিজের মেয়ের বিয়ের বিষয় ছিল)। তিনি বলেন, একথা শুনে আম্মু মুখের ওপর বলে দেন, সম্বন্ধ হলে হলো, না হলেও কোন অসুবিধা নেই, কিন্তু নেকাব না নিয়ে সে যাবে না।

লন্ডনে এক মেয়ের ড্রাইভিং টেস্ট ছিল আর ইনস্ট্রাক্টার ছিল পুরুষ। তিনি একথা বলে মেয়ের সাথে বেরিয়ে পড়েন যে, অপরিচিত কোন পুরুষের সাথে আমি তোমাকে একা যেতে দেব না। মানুষ এজন্য হাসিঠাট্টাও করেছে, কিন্তু মানুষের কথায় তিনি বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করেন নি। তিনি সর্বদা মাথায় স্কার্ফ বা নেকাব পরিধান করার নসীহত করতেন। লাজনাদের যে পুস্তকে সকল খলীফার উপদেশাবলী সংকলিত রয়েছে, এর নাম 'ওড়নী ওয়ালিওঁকে লিয়ে ফুল'। তিনি বলতেন, ফুল যদি নিতে চাও তাহলে ওড়না পরিধান করতে হবে। যারা পর্দা করবে, ফুল কেবল তাদেরই জন্য বরাদ্দ।

(খুতবা জুমুআ, ৩০ মার্চ ২০১৮, বায়তুল ফতুহ্, লন্ডন;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২০ এপ্রিল ২০১৮)

❖ ... মহান খলীফাদের উপদেশাবলীর কল্যাণে সমাজে যে অসাধারণ নৈতিক-পরিবর্তন সাধিত হয়, সে কথা বলতে গিয়ে হুযূর আনোয়ার (আই.) এক আহমদী মেয়ের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে এক স্থানে বলেন:

"মহিলাদের জন্যেও আমি একটি উদাহরণ দেব। পর্দা ও লজ্জার অবস্থা এমন যে, একবার যদি এটি হারিয়ে যায় তবে বিষয় অনেকদূর গড়ায়। বিয়ের সুবাদে পাকিস্তান থেকে অস্ট্রেলিয়া আগমনকারী এক মেয়ে আমাকে লিখেছে যে, আমাকেও জোরপূর্বক পর্দা ছাড়ানো হয়েছিল, কিংবা পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে আমিও কিছুটা সেই ফাঁদে পা দেই আর পর্দা ছেড়ে দেই। এবার আমি যখন সেখানে সফরে যাই, (সে আমাকে লিখেছে যে) আর আপনি জলসায় পর্দা প্রসঙ্গে মহিলাদের মাঝে যখন বক্তৃতা দেন, তখন আমি বোরকা পরিহিত ছিলাম। এরপর আমি আর বোরকা ছাড়িনি আর আমি এখন এর ওপর প্রতিষ্ঠিত আছি। চেষ্টাও করছি আর দোয়াও করছি যেন এর ওপর অবিচল থাকতে পারি। সে দোয়ার জন্যেও লিখেছে।"

(খুতবা জুমুআ, ২০ ডিসেম্বর ২০১৩, বায়তুল ফতুহ্, লন্ডন;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১০ জানুয়ারি ২০১৪)

❖ যুগ-খলীফার পবিত্র মুখ হতে নিঃসৃত উপদেশাবলী পৃথিবীর প্রতিটি দেশে বসবাসরত আহমদীদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থার ওপর অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করেছে। যেমন– আমেরিকায় সৃষ্ট পবিত্র পরিবর্তনের প্রসঙ্গে হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর এক জুমুআর খুতবায় বলেন:

"আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এখানে এবং আমেরিকায় আমার সফরের ইতিবাচক ফলাফলও প্রকাশ পাচ্ছে। এখানকার কিছু মেয়ে এবং আমেরিকায় জন্মগ্রহণকারী ও সেখানে বড় হয়েছে এমন কিছু মেয়ে আমাকে লিখেছে এবং এখনো চিঠি আসছে যে, আপনার কথা শুনে আমাদের ভিতর নারীদের পবিত্র মর্যাদা, মেয়েদের পবিত্রতা ও লজ্জাবোধ সম্পর্কে বোধোদয় হয়েছে। আমরা আমাদের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছি আর পর্দার গুরুত্ব সম্পর্কেও বুঝতে পেরেছি। একজন আহমদী মেয়ের কী মর্যাদা, তা বুঝতে পেরেছি। একইভাবে যুবক ছেলেরা এটিও লিখেছে যে, নামাযের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছি। কয়েকজন মেয়ে লিখেছে– আমরা মনে করতাম, এই পরিবেশে বসবাস করে বোরকা ও হিজাব পরার সৎ সাহস আমাদের মাঝে কখনো সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু আপনার কথা শোনার পর আমরা যেহেতু আপনার সামনে হিজাব, বোরকা ও কোট পরে এসেছি, তাই এখন আমরা এই অঙ্গীকার করছি যে, ভবিষ্যতে আর কখনো বোরকা ছাড়বো না। এটিই হলো তাদের চেতনা ও প্রেরণা। কার্যত তাদের এই চেতনাকে আল্লাহ্ তা'লা সর্বদা সমুন্নত রাখার তৌফিক দান করুন এবং তারা তাদের পবিত্রতা ও মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখবে, এটিই আমার প্রত্যাশা– যেমনটি তারা অঙ্গীকার করেছে।"

(খুতবা জুমুআ, ১৩ জুলাই ২০১২, বায়তুল ইসলাম, টরন্টো, কানাডা; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৩ আগস্ট ২০১২)

❖ ...পশ্চিম আফ্রিকার প্রথম সফর থেকে ফিরে আসার পর জুমুআর খুতবায় বেনিনের পর্দানশীন আহমদী মহিলা কর্মীদের ডিউটির প্রশংসা করতে গিয়ে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"বেনিনে আমি আরেকটি খুবই ভালো জিনিস দেখেছি। মহিলারা সেখানে একটি বিশেষ টিম গঠন করেছে, যারা সর্বত্র ডিউটি দিয়ে থাকে। তারা পর্দা করে নিকাব পরে সার্বক্ষণিক ডিউটি দিয়েছে।"

(খুতবা জুমুআ, ১৬ এপ্রিল ২০০৪, বায়তুল ফতুহ্, লন্ডন; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৩০ এপ্রিল ২০০৪)

❖ ...পরবর্তীতে কানাডার জলসা সালানায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিতে গিয়ে হুযূর আনোয়ার (আই.) নিজের আফ্রিকা সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেন:

"আমি আফ্রিকাতে দেখেছি, যেখানে পোশাকের প্রচলন ছিল না তারা পোশাক পরেছে এবং পুরো শরীর আবৃত করে পোশাক পরেছে আর কিছু এমন মহিলাও রয়েছেন যারা বোরকা পরিধান করেছেন; অনেকে মুখমণ্ডলের পর্দা করাও শুরু করেছেন। এখানেও আমাদের অনেক আফ্রো-আমেরিকান বোন আছেন যারা আমেরিকা থেকে এসেছেন, তাদের কারো কারো পর্দা ছিল অনুকরণীয় উন্নতমানের একটি দৃষ্টান্ত। গতকাল সাক্ষাতের সময় আমি তাদেরকে বলেছি, মনে হয় পর্দার ক্ষেত্রে এখন তোমরা পাকিস্তানিদের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে অথবা যারা ভারত থেকে এসেছে তাদের জন্য উদাহরণ সৃষ্টি করবে। ..."

(কানাডার সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ২৫ জুন ২০০৫; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২ মার্চ ২০০৭)

❖ ... সালানা জলসা উপলক্ষেও বহুসংখ্যক মহিলা অতিথি আসেন, যাদের অনেকেই নিজেদের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে থাকেন। যেমন– কয়েকজন অ-আহমদী মহিলা অতিথিও আহমদী মহিলাদের দৃষ্টান্তমূলক পর্দার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর এক জুমুআর খুতবায় বলেন:

"বুরকিনা ফাসোঁ নিবাসী দামিবা বিয়াত্রস সাহেবা জলসায় অংশগ্রহণ করার জন্য এসেছিলেন। তিনি বুরকিনা ফাসোঁ প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার হাই অথরিটি কমিশনের প্রেসিডেন্ট। দু'বার তিনি দেশটির কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলেন। এছাড়া চৌদ্দ বছর তিনি ইতালি ও অস্ট্রেলিয়াতে বুরকিনা ফাসোঁর রাষ্ট্রদূতও ছিলেন। একইভাবে তিনি জাতিসংঘেও নিজ দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তিনি বলেন, এই জলসায় অংশগ্রহণ আমার জীবনে এ ধরনের প্রথম কোন ঘটনা।...আমার কাছে আলাদা করে কোন ব্যক্তিকে কৃষ্ণাঙ্গ, শ্বেতাঙ্গ, ইংরেজ বা ফরাসি মনে হয় নি, বরং জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে প্রতিটি আহমদী মুসলমানকে নিজেদের খলীফার প্রেমিক হিসেবেই চোখে পড়েছে। তিনি পুনরায় বলেন, যে বিষয়টিতে আমি সবচেয়ে বেশি অভীভূত তা হলো- প্রত্যেকেই খোদার খাতিরে একটি অঙ্গীকার নিয়ে এই জলসায় অংশগ্রহণ করেছে।... পুরুষদের থেকে মহিলাদেরকে পৃথক একটি জায়গায় দেখা আমার জন্য ছিল বিস্ময়ের এক ঘটনা। আমার মনে হচ্ছিল, হয়তো এখানেও অন্যান্য মুসলমানের মতই আচরণ করা হবে। কিন্তু মহিলাদের সাথে কিছুক্ষণ অবস্থান করার পরই আমার এই ধারণা বদলে যায়। আমি দেখেছি– ফটোগ্রাফারও মহিলা, ক্যামেরা পরিচালনার দায়িত্বেও মহিলা,

অভ্যর্থনাতেও মহিলা এবং খাবার বন্টনকারীও মহিলা। মোটকথা, প্রতিটি কাজ মহিলারাই করছিল। সত্য কথা হলো, মহিলার পর্দা তার স্বাধীনতাকে বিন্দুমাত্র পদদলিত করে না। কারো এটি বিশ্বাস না হলে সে আহমদীদের কেন্দ্রে এসে দেখে যেতে পারে।"

(খুতবা জুমুআ, ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৩, বায়তুল ফতুহ্, লন্ডন; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৩)

❖ ...যুক্তরাজ্যের সালানা জলসায় প্রথমবার যোগদানকারী একজন অ–আহমদী অতিথি মহিলা আহমদী মহিলাদের পর্দার মধ্যে থেকে সালানা জলসায় অংশগ্রহণের বিষয়ে যেরূপ ইতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করেছেন, সেটি উল্লেখ করতে গিয়ে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"আফ্রিকার দেশ জামাইকা থেকে ওয়েডা নেসবেথ নামে একজন অ-আহমদী মহিলা সালানা জলসায় অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি একজন হিসাবরক্ষক, শিক্ষিত মহিলা। তিনি বলেন, গত পাঁচ বছর যাবত আহমদীয়া জামা'তের সাথে আমার যোগাযোগ। এসময়ের ভেতর জামা'তের সাথে আমার সম্পর্ক ও পরিচয়ে কোন ঘাটতি ছিল না, কিন্তু এ জলসায় অংশগ্রহণের পর সম্পর্ক অনেক দৃঢ় হয়েছে আর ইসলাম সম্পর্কে মনে যেসব সন্দেহ ছিল, সেগুলোর নিরসন ঘটেছে। আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে যে পুরুষ ও মহিলাদের আসন ব্যবস্থা পৃথক পৃথক স্থানে ছিল। (এক দিকে এটি নিয়ে আপত্তি করা হয়, কিন্তু মহিলাদের কাছে এটি পছন্দও হয়েছে।) এজন্য (অর্থাৎ মহিলাদের পৃথক বসার কারণে) মানুষের মনোযোগ নষ্ট হয় না। তিনি নিজে স্বীকার করেছেন যে, আমরা একত্রে বসলে পুরুষদের চোখ ঠিক থাকে না। তিনি বলেন, মহিলা ও পুরুষ আলাদা আলাদা ছিল এর সুফল হলো, মানুষের মনোযোগে ভাটা পড়ে না আর মানুষ ইসলাম ও ইবাদতের প্রতি অধিকতর দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারে। অতএব আহমদী মহিলারা যারা কখনো কখনো বিভিন্ন ধরনের হীনম্মন্যতায় ভুগে থাকেন, তাদের উচিত এই মহিলার মন্তব্য নিয়ে চিন্তা করা।"

(খুতবা জুমুআ, ১০ আগস্ট ২০১৮, বায়তুল ফতুহ্, লন্ডন; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৩১ আগস্ট ২০১৮)

❖ ... অ-আহমদী একজন মুসলমান মহিলা সাংবাদিক, পর্দা সম্পর্কে বিদ্রোহাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে যিনি পর্দা করা পরিত্যাগ করেছিলেন, পর্দা সম্পর্কে তিনি সুন্দর এক মন্তব্য করেছেন। তার মন্তব্য উল্লেখ করতে গিয়ে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

"এ বছর বেলিজে জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেখান থেকে একজন সাংবাদিক মরিয়ম আবদাল সাহেবা এসেছিলেন। তিনি বেলিজের 'ক্রেম টেলিভিশন'-এর বিখ্যাত এ্যাঙ্কর।... তিনি বলেছেন, কট্টর সুন্নি পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি আরো বলেন, আমার পিতা খুবই গোঁড়া মুসলমান ছিলেন, যে কারণে আমার মাঝে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে আর আমি বড় হয়ে ইসলামী বিধিনিষেধ অনুসরণ করা ছেড়ে দিয়েছি। পর্দা, স্কার্ফ এবং এধরনের বিষয়াদি মুসলমানদের মাঝে প্রচলিত রয়েছে তা ভুলভাবে হোক বা সঠিকভাবেই হোক না কেন; কিন্তু এগুলোতে অনেক বেশি কড়াকড়ি করা হয়, যে কারণে আমি ইসলামের শিক্ষা থেকে দূরে চলে যাই। বড় হওয়ার পর স্কার্ফ, হিজাব সবই ছুড়ে ফেলে দেই। কিন্তু তিনি বলেন, খোদার প্রতি আমার বিশ্বাস অবশ্যই রয়েছে। এখানে জলসা সালানায় এসে আমার একটি অভিনব অভিজ্ঞতা হয়েছে। এখানে কোন মহিলাকে কোন বাধ্যবাধকতার মাঝে শিকলাবদ্ধ অবস্থায় দেখি নি। প্রতিটি মেয়ে এবং মহিলা স্বাধীন ছিল। আমি মহিলা ও মেয়েদেরকে দেখেছি, তারা সবাই স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কবিতা আবৃত্তি করছিল, বাজারে যাচ্ছিল, একে অপরের সাথে আন্তরিকতার সাথে সাক্ষাত করছিল। এটি আমার ভেতরে এ চিন্তাচেতনার উন্মেষ ঘটায় যে, আমি আহমদী পরিবারে জন্মগ্রহণ করলে আমার আচরণ বিদ্রোহাত্মক হতো না।...

অতএব আহমদীরা সৌভাগ্যবান! আল্লাহ্‌র দরবারে তাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। কেননা, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে আহমদী পরিবারে জন্মগ্রহণের সৌভাগ্য দিয়েছেন এবং অনেককে আহমদীয়াত গ্রহণ করার সৌভাগ্যও দান করেছেন, এমন বিষয় থেকে তাদেরকে রক্ষা করেছেন যা বিদ্রোহাত্মক আচরণ সৃষ্টি করে। আহমদী কোন কোন মেয়ের মাঝেও প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। তাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, অন্যরা এসে আমাদেরকে দেখে প্রভাবিত হয়, এজন্য কোন প্রকার হীনম্মন্যতায় ভোগার প্রয়োজন নেই। ইসলামের অনিন্দ্যসুন্দর শিক্ষা প্রত্যেকের জন্য এমন একটি শিক্ষা, যা মানব প্রকৃতি সম্মত আর এটি মেনে চলার চেষ্টা করা উচিত।"

(খুতবা জুমুআ, ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪, বায়তুল ফতুহ্, লন্ডন;
আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৪)

পবিত্র কুরআনের নির্দেশ মেনে চলাতেই রয়েছে বেহেশতের নিশ্চয়তা

যুক্তরাজ্যের একটি সালানা জলসায় আহমদী মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, প্রদানকালে তাশাহ্হুদ, তা'উয ও সূরা ফাতিহা পাঠ করার পর হুযূর আনোয়ার (আই.) নিম্নোক্ত আয়তটি পাঠ করেন,

اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّ لَهْوٌ وَّ زِيْنَةٌ وَّ تَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَ تَكَاثُرٌ فِي الْاَمْوَالِ وَ الْاَوْلَادِ ؕ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا ؕ وَ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۙ وَّ مَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانٌ ؕ وَ مَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ○

سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ ۙ اُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهٖ ؕ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ○

(সূরা আল হাদীদ 57: 21-22)

আল্লাহ্ তা'লা আমদেরকে স্বীয় পবিত্র গ্রন্থ কুরআন করীমে বিভিন্ন পন্থায় এবং বিভিন্ন আঙ্গিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, জীবনের উদ্দেশ্য অনুধাবন কর এবং আমার দিকে আস। আর এ যুগেও এই উদ্দেশ্যের প্রতিই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। অতএব আমাদের প্রতি খোদা তা'লার এটি এক কৃপা যে, তাঁর মনোনীত পথের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করার জন্য তিনি আমাদেরকে মুহাম্মদী মসীহ্র জামা'তভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য দান করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তৌফিক দান করুন, যেন আমরা সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলী প্রণিধান করি এবং সেগুলো পালন করি আর নিজেদের জীবনের উদ্দেশ্য অনুধাবন করি। যে আয়াতগুলো পাঠ করা হয়েছে, সেগুলোর অনুবাদ উপস্থাপন করছি–

আল্লাহ্ তা'লা বলেন:

জেনে রাখ! পার্থিব এই জীবন ক্রীড়াকৌতুক এবং প্রবৃত্তির কামনা বাসনা পূর্ণ করার এমন এক মাধ্যম, যা পরম উদ্দেশ্য সাধনে উদাসীন করে আর সাজসজ্জা ও তোমাদের পারস্পরিক আত্মশ্লাঘা, অধিকন্তু ধন ও জনসম্পদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা মাত্র। এ জীবনের উপমা সেই বারিধারার ন্যায়, যার কল্যাণে উদ্গত শস্যাদি কাফেরদের হৃদয়কে পুলকিত করে। অতঃপর তা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়, অতঃপর তুমি সেগুলোকে হলুদ বর্ণ ধারণ করতে দেখ আর এরপর তা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। আর পরকালে নির্ধারিত রয়েছে কঠোর শাস্তি। এছাড়া রয়েছে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি; অথচ পার্থিব জীবন ছলনাময়ী ভোগ্যবস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন:

স্বীয় প্রভুর ক্ষমা ও সেই বেহেশতের দিকে তোমরা প্রতিযোগিতামূলক ভাবে অগ্রসর হও, যার বিস্তৃতি আকাশ ও পৃথিবীর বিস্তৃতির সমান আর যা সেসব লোকের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, যারা আল্লাহ্ এবং এই রসূলের প্রতি ঈমান আনে। এটি হলো আল্লাহ্ তা'লার কৃপা। তিনি যাকে চান দান করেন আর আল্লাহ্ হলেন মহা কৃপার আধার।

(যুক্তরাজ্যের সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ৩০ জুলাই ২০০৫; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১১ মে ২০০৭)

—সমাপ্ত—